আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

আব্দুল হামীদ মাদানী

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

সংসার ও সমাজে বসবাস করার সময় বহু অধিকার পাওয়ার থাকে, বহু অধিকার দেওয়ার থাকে। পরিদৃষ্ট হয়, বহু অধিকার নষ্ট হচ্ছে, বহু অধিকারী অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বহু অধিকারের দাবিদার অযথা অধিকারের দাবি করছে।

সকলেই নিজ নিজ স্বার্থানুসারে কোন কিছুর প্রাপ্তিকে নিজের অধিকার বলে দাবি করে এবং স্বার্থে আঘাত লাগলেই অপরের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে। তাই স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে থেকে অধিকারীর অধিকার নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

মহান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া প্রবৃত্তির বশীভূত মানুষ সে অধিকার চিহ্নিত করতে সক্ষম নয়। ইসলামের জীবনবিধান ছাড়া সে সকল অধিকার সুনিশ্চিত করতে অন্য কোন বিধান নির্ভুল ও ন্যায়পরায়ণ নয়। মহান আল্লাহ অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহর পরে তাঁর নবী ﷺ অপেক্ষা সৃষ্টির প্রতি অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও দয়ার্দ্র অন্য কেউ হতে পারে না।

'লাঠি যার, মাটি তার'-এর নীতিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়, অধিকার হরণ হয়। কিন্তু তাতে হিংসা ও হানাহানি থাকে। পক্ষান্তরে পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ হলে সমাজের দুর্বলতম ব্যক্তিও অনায়াসে তার নিজ অধিকার আদায় পেতে পারে।

জীবনে বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি, হয়তো অনেকের বহু অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়ে উঠিনি। বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার দ্বারপ্রান্তে অনেক মানুষ সোচ্চার হয়, অধিকার হারিয়ে অনেক লেখকের কলম নির্ঝর রূপ ধারণ করে। হয়তো বা আমিও তাদের একজন।

আমি চাই ন্যায়সঙ্গত অধিকার, আমি চাই ইসলামী সাংবিধানিক অধিকার। মানবের সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মানবাধিকার।

আমি চাই সেই অধিকার, যে অধিকার আমাকে আমার অধিকর্তা দিয়েছেন। আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চাই না, যে অধিকারের স্রোতোধারায় কোন সৃষ্টি বঞ্চনার বাঁধ সৃষ্টি করেছে। আমি সে অধিকারহারা হতে চাই না, যে

অধিকার আমাকে আমার মহান প্রতিপালক দিয়ে রেখেছেন।

আমি সে অধিকার দাবি করি না, যার আসল অধিকারী আমি নই। সে অধিকারও কেড়ে নিতে চাই না, যা অন্য একজন মানুষের প্রাপ্য।

আমি যথাসাধ্য অপরের প্রাপ্য অধিকার আদায় করি। সাধ্য থাকতে কারো অধিকার লংঘন হতে দিই না। কারো অধিকার নষ্ট হোক, তাও আমি মনেপ্রাণে চাই না। মানবের ঈমান, জান, জ্ঞান, মান ও ধন সংক্রান্ত কোন অধিকারে না বঞ্চিত হতে চাই, না বঞ্চিত করতে চাই।

আমি সেই কামনাই করি, সেই আশাই রাখি মহান আল্লাহর কাছে। বঞ্চনার লাঞ্ছনা বুকে নিয়ে যা কিছু লিখেছি, তার মাধ্যমে যদি কোন অধিকারী নিজ অধিকার ফিরে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে অথবা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস লাভ করে, তাহলে এ লেখার উদ্দেশ্য সফল হবে।

মহান আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন। আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
২৪/২/ ১৩খ্রিঃ

সূচীপত্র

সৃষ্টির অধিকার

মানুষের উপর আদায়যোগ্য বহু অধিকার আছে। মানুষ দায়িত্বহীন নয়, বরং সে দায়িত্বশীল ও ভারপ্রাপ্ত। এ পৃথিবীতে সে নিজে আসেনি, তাকে পাঠানো হয়েছে। নানা দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে পৃথিবীর অধিবাসী করা হয়েছে। তার উপর অর্পণ করা হয়েছে মহা আমানত। সেই আমানত রক্ষা করলে, তবেই সে মানব। নচেৎ সে আকৃতিতে মানব হলেও প্রকৃতিতে আসলে অমানব। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (٧٢) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। *(আহযাবঃ ৭২)*

মানুষকে পাঠানো হয়েছে এই পৃথিবীতে। তাই যিনি তাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর অধিকার রয়েছে তার উপর। পৃথিবী আবাদ করতে এসে তাকে সামাজিক হতে হয়েছে। যেহেতু সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। শুধু মানুষই নয়, বহু জীব নিয়েও তার জীবন। মানুষের হর্তাকর্তা হয়ে যেমন অনেক অধিকার তার মাথায় চাপে, তেমনি মানুষের আজ্ঞাবহ দাস বা চাকর হয়েও অনেক অধিকার তাকে আদায় করতে হয়। যে জীব নিয়ে তাকে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে হয়, সে জীবের প্রতিও দয়া ও অধিকার তাকে প্রদান করতে হয়।

মোট কথা মানুষের ঘাড়ে রয়েছে দুই শ্রেণীর অধিকার ঃ-

এক ঃ স্রষ্টার অধিকার।

দুই ঃ সৃষ্টি মানুষের অধিকার।

মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

অতএব আব্দ ও বান্দা হয়ে মানুষকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে। ইবাদত পাওয়া মা'বূদের একটা বড় অধিকার। স্রষ্টার সকল সৃষ্টি তাঁর ইবাদত করে। কেউ তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করে না। সুতরাং যে মানুষ তাঁর ইবাদত করে না, সে মানুষ তাঁর অধিকার লংঘন করে।

যে মানুষ তাঁর ইবাদতের সাথে অন্যেরও ইবাদত করে, সেও তাঁর অধিকার নষ্ট করে।

যে মানুষ তাঁর ইবাদত বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে, সেও তাঁর অধিকার লংঘন করে।

মুআয বিন জাবাল ﵁ বলেন, একদা আমি এক গাধার পিঠে নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। এক সময় তিনি বললেন,

(يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟

"হে মুআয! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কী?"

আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন,

(إِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً).

"বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হল এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হল এই যে, তাঁর সাথে যে শরীক করে না, তাকে আযাব দেবেন না।" *(আহমাদ, বুখারী ২৮৫৬, মুসলিম ৩০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

ইসলামে মুসলিমদের আত্মসমর্পণ হয় মহান আল্লাহকে একমাত্র মা'বূদ মেনে এবং তাঁর প্রেরিত রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদ্ধতি মতে ইবাদত ক'রে। তা না করলে আত্মসমর্পণ হয় না। তাই মহান আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করলে অমার্জনীয় অপরাধ হয়। বিনা তওবায় তা ক্ষমা করেন না। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। (নিসা ঃ ৪৮)

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا } (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (নিসা ঃ ১১৬)

অবশ্য সঠিকভাবে তওবা করলে তিনি বান্দার সকল গোনাহ ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু বান্দার হক সংক্রান্ত কোন গোনাহকে তিনি ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না বান্দা বান্দার কাছে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তওবার শর্তাবলী হল ঃ-

১। একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তওবা করতে হবে।

২। বর্তমানে পাপ বর্জন করতে হবে।

৩। পাপের উপর অনুতপ্ত ও লাঞ্ছিত হতে হবে।

৪। সে পাপ পুনর্বার না করার উপর দৃঢ়সংকল্প হতে হবে।

৫। তওবার নির্ধারিত সময়ে তওবা করতে হবে।

৬। বান্দার হক সংক্রান্ত পাপ হলে তা আদায় করতে হবে অথবা তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

এ ছাড়া তওবা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ فَظُلْمٌ لاَيَغْفِرُهُ اللهُ وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ وَظُلْمٌ لاَيَتْرُكُهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَيَغْفِرُهُ اللهُ فَالشِّرْكُ قَالَ اللهُ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللهُ فَظَلْمُ الْعِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَيَتْرُكُهُ اللهُ فَظُلْمُ العِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَدِيرَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ).

অর্থাৎ, যুলুম বা অন্যায় হল তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্যায় তিনি ক্ষমা করবেন। আর তৃতীয় শ্রেণীর অন্যায় তিনি উপেক্ষা করবেন না।

যে অন্যায় তিনি ক্ষমা করবেন না, তা হল শির্ক। তিনি বলেছেন, 'শির্ক করা তো চরম অন্যায়।' (লুক্বমান ঃ ১৩) যে অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করবেন, তা হল বান্দাদের নিজেদের ও প্রতিপালকের মাঝে কৃত অন্যায়। আর যে অন্যায় আল্লাহ উপেক্ষা করবেন না, তা হল বান্দাদের আপোসের মাঝে (পারস্পরিক) কৃত অন্যায়, যতক্ষণ না তাদের আপোসের মাঝে প্রতিশোধ-বিনিময় করেছেন। *(ত্বায়ালিসী, বাযযার, সিঃ সহীহাহ ১৯২৭, সঃ জামে' ৩৯৬১নং)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল পরম দয়াবান। তিনি নিজের অধিকার সংক্রান্ত পাপ ক্ষমা করবেন। বরং ক্ষমা করার সাথে সাথে পূর্বকৃত পাপসমূহকে পুণ্যে পরিণত ক'রে দেবেন। তিনি বলেছেন,

{وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (٦٩) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً} (٧١)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলি করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী হয়। (ফুরক্বান ঃ ৬৮-৭১)

কিন্তু বান্দার অধিকার সংক্রান্ত পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না। যতক্ষণ না বান্দা যার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং ফেরতযোগ্য ধন-সম্পত্তি হলে তা তাকে ফেরত দেয়।

আল্লাহর হক ও বান্দার হক একত্রিত হলে

একই সম্পদে যদি আল্লাহ ও বান্দার হক একই সাথে ওয়াজেব হয়, তাহলে আদায়ের ক্ষেত্রে বান্দার হক প্রাধান্য পায়। যেমন হজ্জ ও ঋণ পরিশোধের সময় এক সাথে এসে পড়লে ঋণ পরিশোধ আগে করতে হবে। ঋণ পরিশোধ না ক'রে হজ্জে যাওয়া যাবে না। অবশ্য ঋণদাতা যদি ঋণ পরিশোধে অতিরিক্তি সময় দিয়ে হজ্জে যেতে অনুমতি দেয়, তাহলে হজ্জ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যাকাত ও ঋণ পরিশোধের সময় একত্রিত হলে সর্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করতে

হবে। অতঃপর নিসাব পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তাতে যাকাত ফরয হবে, নচেৎ না।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী ﷺ-এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা কাযা ক'রে দাও।" *(আবূ দাঊদ ৩৩০৮নং, আহমাদ ২/২১৬ প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেছে। (এখন কী করা যায়?) নবী ﷺ বললেন, "তার ঋণ বাকী থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।" *(বুখারী ৬৬৯৯নং)*

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর ঋণ অধিক পরিশোধযোগ্য। কিন্তু তার মোকাবেলায় বান্দার ঋণ থাকলে তা পরিশোধে অগ্রাধিকার পাবে। যেহেতু তিনি পরম দয়াময় ও চরম ক্ষমাশীল। নিজের হক নষ্ট হলেও তিনি বান্দাকে ক্ষমা ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট হলে এবং সে ক্ষমা না করলে তিনি ক্ষমা করেন না। আর উক্ত হাদীসে আল্লাহর হকের মোকাবেলায় বান্দার হকের কথাও নেই।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ফরয হলে আল্লাহর হক অগ্রাধিকার পাবে। নফল হলে বান্দার হক অগ্রাধিকার পাবে। যেমন রমযানের রোযা অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীর নিকট থেকে হক আদায় চায়, তাহলে রোযা নষ্ট ক'রে স্বামীর হক আদায় করা যাবে না। বরং করলে বিশাল কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে, না পারলে ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি নফল রোযা অবস্থায় থাকে এবং তার স্বামী তার হক চায়, তাহলে সে রোযা ভেঙ্গে স্বামীর হক আদায় করতে বাধ্য। যেহেতু স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা বৈধ নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ).

"মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।" *(আহমাদ ২/২৪৫, ৩১৬, বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "স্বামী বর্তমান থাকলে তার বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। আর স্ত্রী যেন স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে তার ঘর প্রবেশের অনুমতি না দেয়।"

নফল নামায ত্যাগ ক'রে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া ও তার খিদমত করা অধিক প্রাধান্যযোগ্য। এ মর্মে জুরাইজের নামায ও তাঁর মায়ের আহবান ও বদ্দুআ সম্বলিত হাদীস উল্লেখযোগ্য।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "....জুরাইজ ইবাদতগুযার মানুষ ছিল এবং সে একটি উপাসনালয় (আশ্রম) বানিয়েছিল। একদা সে সেখানে নামায পড়ছিল। এমন সময় তার মা তার নিকট

এসে তাকে ডাকলে সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (দুটিই গুরুত্বপূর্ণ; কোন্‌টিকে প্রাধান্য দিই, তার সুমতি দাও)।' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। আর তার মা ফিরে গেল। পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, 'জুরাইজ!' সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তার পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, 'জুরাইজ!' সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তখন (তিন তিন দিন সাড়া না পেয়ে তার মা তাকে বদ্দুআ দিয়ে) বলল, 'হে আল্লাহ! বেশ্যাদের মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি ওর মরণ দিয়ো না।'

বনী ইস্রাঈল জুরাইজ ও তার ইবাদতের কথা চর্চা করতে লাগল। এক মহিলা ছিল, যার দৃষ্টান্তমূলক রূপ-সৌন্দর্য ছিল। সে বলল, 'তোমরা চাইলে আমি ওকে ফিতনায় ফেলতে পারি।' সুতরাং সে নিজেকে তার কাছে পেশ করল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। পরিশেষে সে এক রাখালের কাছে এল, যে জুরাইজের আশ্রমে আশ্রয় নিত। সে দেহ সমর্পণ করলে রাখাল তার সাথে ব্যভিচার করল এবং বেশ্যা তাতে গর্ভবতী হয়ে গেল। অতঃপর সে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করল, তখন (লোকেদের জিজ্ঞাসার উত্তরে) বলল, 'এটি জুরাইজের সন্তান।' সুতরাং লোকেরা জুরাইজের কাছে এসে তাকে আশ্রম হতে বেরিয়ে আসতে বলল। (সে বেরিয়ে এলে) তারা তার আশ্রম ভেঙ্গে দিল এবং তাকে মারতে লাগল। জুরাইজ বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের? (এ শাস্তি কিসের?)' লোকেরা বলল, 'তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তার ফলে সে সন্তান জন্ম দিয়েছে।' সে বলল, 'সন্তানটি কোথায়?' অতঃপর লোকেরা শিশুটিকে নিয়ে এলে সে বলল, 'আমাকে নামায পড়তে দাও।' সুতরাং সে নামায পড়ে শিশুটির কাছে এসে তার পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে শিশু! তোমার পিতা কে?' সে জবাব দিল, 'অমুক রাখাল।' অতএব লোকেরা (তাদের ভুল বুঝে এবং এই অলৌকিক ঘটনা দেখে) জুরাইজের কাছে এসে তাকে চুমা দিতে ও স্পর্শ করতে লাগল। তারা বলল, 'আমরা তোমার আশ্রমকে স্বর্ণ দিয়ে বানিয়ে দেব।' সে বলল, 'না, মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও, যেমন পূর্বে ছিল।' সুতরাং তারা তাই করল।" *(বুখারী)*

লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নফল ইবাদতের মোকাবেলায় বান্দার ওয়াজেব হক আদায় করা বেশি জরুরী। যেহেতু মহান আল্লাহই তা ওয়াজেব করেছেন।

ফাযায়েলে আমাল কাবীরা গোনাহ ক্ষালন করবে না

বান্দার হক-সংক্রান্ত কাবীরা গোনাহ কোন নেক আমলের ফলে মাফ হয় না। নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি আমলের ফলে গোনাহ মাফ হওয়ার কথা বহু হাদীসে আছে। কিন্তু এক হাদীসে আছে,

(الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

অর্থাৎ, পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে আর এক জুমআহ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান পর্যন্ত (সংঘটিত সাগীরা) গোনাহ মুছে ফেলে; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে তাহলে (নতুবা নয়)। *(মুসলিম ৫৭৪নং)*

আল্লাহর হক মাফ হলেও বান্দার হক মাফ হবে না। এই শ্রেণীর কাবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তাওবাহ না করে, তাহলে আলকাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিনে দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম)*

তাছাড়া তওবার একটি শর্ত হল বান্দার অধিকার নষ্ট ক'রে থাকলে, সে অধিকার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনমণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর পথে ঈমান রাখা সর্বোত্তম কর্ম।" জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর রাহে লড়াই করে শাহাদত বরণ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমার সমুদয় পাপরাশিকে মিটিয়ে দেবেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে নেকীর কামনায় ধৈর্য-সহ্যের সাথে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে শহীদ হয়ে যাও, (তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপরাশি মাফ করে দেবেন।)" তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কী যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার গুনাহ-খাতাসমূহ তার ফলে মিটে যাবে কি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, ধৈর্য-সহ্যের সাথে, অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে (যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও তাহলে)। কিন্তু ঋণ ছাড়া। যেহেতু জিবরীল ﷺ অবশ্যই আমাকে এ কথা বললেন।" *(মুসলিম)*

বাঁচার উপায়

আল্লাহর পথে শহীদী মরণও বান্দার হক ক্ষমার যোগ্য করতে পারবে না। অথচ শহীদের মর্যাদা বর্ণনায় বলা হয়েছে, “আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।” *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫১৮২ নং)*

তাহলে বাঁচার উপায় কী? বাঁচার উপায় হল ঃ-

(ক) ধন-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার হরণ ক'রে থাকলে যে কোন প্রকারে তা ফেরত দিতে হবে। মালিক না পেলে তার পক্ষ থেকে তা সাদকা ক'রে দিতে হবে। যেমন চুরিকৃত বা ঋণকৃত মাল হলে তা ফেরত দিতে হবে, সাদকা করতে হবে। না পারলে মরণের পূর্বে ওয়ারেসদেরকে সে মর্মে অসিয়ত ক'রে যেতে হবে। অথবা সরাসরি মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে এবং গ্রাস করা হারাম মালকে হালাল ক'রে নিতে হবে।

(খ) দেহ ও মান-সম্ভ্রম সংক্রান্ত অধিকার হলে অধিকারীর নিকট সরাসরি ক্ষমা চাইতে হবে। বিশেষ ক'রে অধিকারী যদি জানতে পারে যে, অমুক তার অধিকার লংঘন করেছে। আর যদি না জানে, তাহলে তাকে জানানো জরুরী নয়। বরং শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় সে কথা না জানানোই উত্তম। সে ক্ষেত্রে অধিকারীর জন্য কেবল দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেই হবে।

কারো গীবত ক'রে থাকলে, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ রচনা ও রটনা ক'রে থাকলে উক্ত উপায়ে পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচতে হবে। পরবর্তীতে তার কুনাম ঢাকার জন্য যথার্থ প্রশংসা করতে হবে।

হাসান বাসরী (রঃ) বলেছেন, 'গীবতের কাফ্ফারা হল, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। (মাজমূ ফাতাওয়া ১৮/ ১৮৯)

মহানবী ﷺ অনুরূপ দুআ ক'রে বলেছেন,

(اَللهُم أَتخذُ عنْدَكَ عهدًا ، تُؤَدِّيه إِلَى يَومَ الْقيَامَـة ، إنـكَ لاَ تُخْلـفُ اَلْميعَـاد ، إنمَـا أَنَـا بَـشَر ، فَـأَيّ الْمسْلِمِينَ آذيْتُهُ ، أوْ شَتَمْتُه – أوْ قَالَ : ضَرَبْتُهُ ، أوْ سَبَبته – فاجعلها له صلاة ، وَاجعَلْهَا لَهُ زَكَـاةً وَقُرْبَـةً تُقَربُهُ بِهَا إلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার চাচ্ছি, যা কিয়ামতের দিন পূরণ করো। তুমি অবশ্যই অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। আমি একজন মানুষ মাত্র। সুতরাং যে কোনও মুসলিমকে আমি কষ্ট দিয়েছি, মেরেছি অথবা গালি দিয়েছি, তা তুমি তার জন্য রহমত ও পবিত্রতা বানাও, এমন নৈকট্য বানাও, যার দ্বারা সে কিয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভ করতে পারে। *(আহমাদ ২/৪৪৯, সিঃ সহীহাহ ৮৩নং)*

হক আদায় হবে কিয়ামতে

দুনিয়ার বুকে হকদারের হক নষ্ট ক'রে অথবা মেরে থাকলে এবং কোনভাবে মৃত্যুর পূর্বে তার নিষ্পত্তি না ক'রে রাখলে সে হক আদায় করতে হবে কিয়ামতে। সেটাই বিচারের দিন। যেদিন কোন অবিচারের আশঙ্কা থাকবে না। দুনিয়ার বুকে ন্যায় ও বিচার না পাওয়া কোন মানুষ সেদিন বঞ্চিত হবে না। যে অধিকার থেকে ভব-সংসারে সে বঞ্চিত হয়েছিল, সে অধিকার তাকে মহাবিচারে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যায়ভাবে যার কোন মাল-ধন খোওয়া যাবে, আসলে তা খোওয়া যায়নি, তা জমা আছে, কিয়ামতে তার বিনিময় পাওয়া যাবে।

এক বন্ধুর পরিচিতিতে একজনকে গাড়ি কেনার জন্য বিশ হাজার রিয়াল দিলাম। দু'দিন পর ফোন বন্ধ ক'রে দিল। বাসাও বদল ক'রে ফেলল। সে রিয়াল আজ পর্যন্ত ফেরত পেলাম না। না পেলেও তা আমার নষ্ট হয়ে যায়নি। তা তার কাছে জমা ও গচ্ছিত আছে, কাল কিয়ামতে পাওয়া যাবে ইন শাআল্লাহ।

এক জনের হাতে দেশে টাকা পাঠিয়েছিলাম। ও যাকে আমার বাড়ি পাঠিয়েছিল, সে ওর কাছে বত্রিশ হাজার টাকা পাওনা পেত। সে হাতে পেয়ে তা আমার ঐ পাঠানো টাকা থেকে কেটে নিল। অতঃপর না ও পাত্তা দিল, আর না সে।

আর একজন দেড় হাজার রিয়াল নিয়ে দেশে চলে গেল। ভিন দেশ বলে কিছু করা গেল না। করতে গেলেও লাভের গুড় অনেকটা পিঁপড়ায় খাবে। তাই অপেক্ষায় আছি। এভাবে আরও কতজন টাকা নিয়ে ফেরত দেয়নি।

তারা হয়তো ভাবছে বেঁচে গেলাম। কিন্তু সে বাঁচা মরণের চাইতেও বেশি খারাপ; যদি তারা জানত।

এইভাবে কত লোকের ঋণে দেওয়া টাকা আদায় হয় না।

কত মহিলা মোহরের ঋণ আদায় পায় না।

কত স্বামী নিকাহ-নামায় লিখিত ভুয়া মোহর লক্ষ-লক্ষ টাকা আদায় করতে বাধ্য হয়।

কত শ্রমিক তার পারিশ্রমিক পায় না।

কত মানুষের অর্থ-অলঙ্কার চুরি হয়ে যায়, ছিন্তাই বা ডাকাতি হয়ে যায়।

কত লোকের জমি-জায়গা জবরদখল হয়ে যায়।

কত লোককে বাধ্য হয়ে সূদ দিতে হয়, ঘুস দিতে হয়, অবৈধ কাজে চাঁদা দিতে হয়। পণ ও যৌতুক দিতে হয়।

এক সফরে পুরাতন দিল্লি স্টেশনে ট্রেন চাপার অপেক্ষায় আছি। এমন সময় একজন কনস্টেবল হাতে অনুসন্ধান-যন্ত্র নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হল। আমাদের সাথে ছিল বিদেশী সামান। যন্ত্রটা ব্যাগে লাগাতেই 'কিঁ-কিঁ' শব্দ ক'রে উঠল। যা সাধারণতঃ কোন ধাতুর সংস্পর্শে শব্দ ক'রে থাকে। জিজ্ঞাসা করল, 'ইসমেঁ কিয়া হ্যায়?'

আমি বললাম, 'দুধ কা ডাব্বা হ্যায়। আওর বহুত সারে সামান হ্যাঁয়।'

সে বলল, 'এলাউ নেহিঁ। অফিস মে চলো।'

আমি বললাম, 'ইতনা সামান লে কর বাচ্চোঁ কে সাথ ক্যায়সে জায়ুঁ?'

কথা কাটাকাটি চলছিল। এমন সময় আমাকে আগিয়ে দিতে আসা একজন বলল, 'মওলানা সাহেব? আপনার কাছে ইন্ডিয়ান টাকা থাকলে কিছু ওর হাতে ধরিয়ে দিন, নচেৎ ও পেরেশান করবে।'

পকেটে দেড় শত টাকা ছিল, বের ক'রে হাতে ধরিয়ে দিলাম। কিন্তু সেখানে তো শেষ নয়।

রক্তের গন্ধ পেতেই আরো কত জোঁক এসে ছেঁকে ধরবে। আমি বললাম, 'আপকো দিয়া, ফির কোয়ী আয়েগা, ওহ ভী মাঙ্গেগা।'

সে বলল, 'ম্যাঁয় দেখুঙ্গা। দোসরা কোয়ী নেহি জায়েগা আপকে পাশ।'

ট্রেনের ভিতরেও এমন রক্তচোষা জোঁক থেকে নিরাপত্তা নেই। এসি কামরাতেও না। ভয়ে-ভয়ে বর্ধমান স্টেশনে নামলাম। আত্মীয়রা আগিয়ে নিতে এসেছিল। প্লাটফর্মে নামতেই চকচকে সামান দেখে দু'টি জোঁক এসে হাজির হল। একই কথা, একই কামনা।

---আপনি বিদেশ থেকে আসছেন?

---হ্যাঁ। কেন?

---এগুলি বিদেশী মাল, এলাও নেই।

---কেন? আমি কি চুরি ক'রে এনেছি নাকি? কাস্টম-অফিস পার হয়ে এসেছি। সমুদ্র পারি দিয়ে নদীতে এসে বাধা কেন?

---আপনাকে অফিসে যেতে হবে।

---চলুন। এ মালগুলি তুলে নিয়ে চলুন।

মালগুলি তুলে নিয়ে যেতে ৩টি কুলি লাগত। তবুও তারা ছাড়বে না। আর আমিও ছাড়ব না। মনে সাহস ছিল, নিজের এলাকা বলে। সঙ্গে আত্মীয়রাও ছিল।

পাশ থেকে তাদের দ্বিতীয়জন বলল, 'আমাদেরকে কিছু দিয়ে দিন। ঝামেলা বাড়ানোর দরকার নেই।'

---কিসের অধিকারে কিছু নিতে চান আপনারা?

---আমাদেরকে নিতে আসা এক মওলানা বললেন, 'ও বিদেশ থেকে আসছে। টাকা কোথায় পাবে?'

অতঃপর আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আছে তোমার কাছে টাকা? থাকলে কিছু দিয়ে দাও।'

আমি বললাম, 'দেওয়ার মতো আমার কাছে দশ-পাঁচ আছে। তাতে তো মানবে বলে মনে হয় না। আপনার কাছে থাকলে দিয়ে দিন। আমি পরে দিয়ে দেব।'

তিনি ৫০ টাকা বের ক'রে একজনের হাতে দিয়ে দিলেন। কিন্তু সে টাকা হাতে নিয়ে বলল, 'একটা গোটা চাই।'

---মানে?!

---আমরা দু'জন তো, ১০০ টাকা চাই।

আমি বড় ক্ষুব্ধ ছিলাম। দেশের হাল সম্বন্ধে তত ওয়াকিফহাল নই। মওলানা সাহেবই একশ' টাকার একটি নোট বের ক'রে দিয়ে তাদেরকে ক্ষান্ত করলেন।

যে টাকা হাতে নিল, আমি তাকে বললাম, 'ভগবানে বিশ্বাস আছে?'

চট্ ক'রে সে বলল, 'আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি।'

আমি বললাম, 'মা শাআল্লাহ! তাহলে তো আপনি মুসলমান। শুনুন, এই টাকা আমি দান করলাম না, জমা রাখলাম। কাল কিয়ামতে ফেরত নেব।'

জানি না, সে আসলে মুসলমান ছিল কি না, অথবা কোন্ শ্রেণীর মুসলমান ছিল? আমার কথার উত্তরে সে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে।' অতঃপর পিঠ ফিরিয়ে প্রস্থান করল।

ভিড়ে ঠাসা প্লাটফর্মে ইতর-ভদ্র অনেক লোকেই আমাদের এ লেনদেন দেখছিল। তারাও হয়ে থাকল সাক্ষী। আমি সেই জমা রাখা টাকা অবশ্যই কিয়ামতে পাব। এইভাবে যাকেই আমি-আপনি অকারণে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছি, তা আসলে জমা আছে। পেয়ে যাব সেদিনে, যেদিনে তা বেশি দরকার।

এক ভাই বলেন, 'আমি একজনকে ঋণ দিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ চাইলে সে আমাকে ঘুরাতে থাকে। আজ, কাল, আগামী সপ্তাহে, আগামী মাসে করতে করতে বছর ঘুরে যায়। কয়েক বছর পার হয়ে গেলে আমি নিরাশ হয়ে তাকে বলি, "তুমি মনে হয়, আমাকে টাকা ফেরত দেবে না। এই জন্য লোকে ঋণ দিতে চায় না। এই জন্য লোকে বন্ধকী রাখে।"

সে বলে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি কি তোমার টাকা মেরে খাব নাকি? দিতে পারলে দেব।'

আমি বললাম, 'না দিলে কিয়ামতে নেব।'

তখন মুচকি হেসে চট্ ক'রে সে বলে উঠল, 'যাক ভাই! অনেক লম্বা সময় দিয়েছ!!!'

জানি না, তার মনে কিয়ামতের বিশ্বাস আছে কি না?

কিন্তু আমরা জানি, আজকের রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর কাল সকাল হওয়া যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি কিয়ামত হওয়ার ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা নেই। আর সেদিন প্রত্যেক হকদার তার হারিয়ে যাওয়া হক আদায় পাবে। প্রত্যেক আত্মসাৎকারী কাল তা দিতে বাধ্য হবে। বড় নেকী-ওয়ালা হলেও তার নেকী দিয়ে সকল পাওনা আদায় করতে হবে। কিয়ামতে নেকীহারা হয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে সে। সেই হবে আসল নিঃস্ব।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" সাহাবারা বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন,

«إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ».

"আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(আহমাদ, মুসলিম ৬৭৪৪নং, তিরমিযী)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)).

"যে ব্যক্তি তার (কোন মুসলমান) ভাইয়ের উপর তার সম্ভ্রম অথবা কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল ক'রে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী না থাকে, তবে তার (মযলূম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের) উপর চাপিয়ে দেওয়া

হবে।” *(বুখারী ২৪৪৯নং)*

হ্যাঁ, আজই। আপনি মারা যাওয়ার পূর্বে অথবা অত্যাচারিত বা বঞ্চিত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পূর্বে লেনদেন হালাল ক’রে নিন। ক্ষমা চেয়ে নিন তার কাছে, যার গলায় আপনি অত্যাচার ও বঞ্চনার বেড়ি পরিয়েছেন। যে আপনাকে ক্ষমা করেনি এবং আপনার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে আপনার অবস্থার অবনতির অথবা সুবর্ণ সুযোগ খুঁজছে আপনার দুর্দিনে আপনাকে বিপাকে ফেলার। অথবা অপেক্ষা করছে কিয়ামতে আপনার নিকট থেকে পুরো মাত্রায় ক্ষতিপূরণ আদায় ক’রে নেওয়ার। আর পারবেন না সেদিন আদায় দিতে, যেহেতু থাকবে না কিছু আপনার কাছে দেওয়ার মতো। যা থাকবে, তা নেকী ও বদী। তাই দিয়ে দিতে হবে বিনিময়। আর তা হবে অত্যধিক ভারী।

এই ভয়েই মরণের পূর্বে প্রস্তুতি স্বরূপ বান্দার হক সম্পর্কে সচেতন হন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, উম্মে হাবীবা মরণের সময় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘আমাদের মাঝে হয়তো সেই জিনিস ঘটেছে, যা সতীনদের মাঝে ঘটে থাকে। সুতরাং সেই শ্রেণীর কিছু থাকলে আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা ক’রে দিন।’

আমিও বললাম, ‘আল্লাহ আপনার সকল গোনাহ ক্ষমা ক’রে দিন এবং যা কিছু ঘটেছিল, তা আপনার জন্য হালাল ক’রে দিন।’

তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে খুশী করলে, আল্লাহ তোমাকে খুশী করুন।’

অনুরূপ উম্মে সালামাকে ডেকে পাঠিয়ে একই কথা বললেন। *(হাকেম ৬৭৭৩নং)*

এইভাবে আপনিও মরণের পূর্বে তাদেরকে ডেকে পাঠিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন, যাদেরকে আপনি কোন কষ্ট দিয়েছেন অথবা বঞ্চিত করেছেন বলে মনে করেন। লাঞ্ছনার এ দিন সহজ সেদিন হতে, যেদিন লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে।

এ উপায় নেই যে, সেদিন এত ভিড়ের মাঝে কেউ কোথাও লুকিয়ে থেকে বেঁচে যাবে, অথবা তার হিসাব নেওয়া হবে না। কারণ, মহান আল্লাহর রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ আছে। আর মহান আল্লাহর ভুল হয় না, হবে না।

{إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً (٩٣) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً (٩٤) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً} (٩٥) سورة مريم

“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন ক’রে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।” (মারয়্যাম ঃ ৯৩-৯৫)

আল-কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} (٢٨١)

অর্থাৎ, আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিনে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। (বাক্বারাহ ঃ ২৮১)

শুধু শ্রেষ্ঠ জীব মানুষই নয়, পশুকেও মহান আল্লাহ কিয়ামতে একত্রিত করবেন। (সূরা তাকবীর ঃ ৫) পশুদের মাঝেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাদের আপোসের মাঝে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ দেওয়ানো হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ».

"কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া হবে।" *(মুসলিম)*

ছেড়ে দেওয়া হবে না কাউকে। হিসাব হবে হিসাবের দিন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} (٣٠-٣١) الزمر

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতন্ডা করবে। *(যুমারঃ ৩০-৩১)*

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের আপোসে যে বিশেষ অপরাধ ঘটে থাকে, তা আবার (কিয়ামতে) আমাদের উপর পুনঃ পেশ করা হবে?' তিনি বললেন,

« نَعَمْ لَتُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُرَدَّ إِلَى كُلِّ ذِى حَقٍّ حَقُّهُ ».

"হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাদের উপর তা পেশ করা হবে। যাতে প্রত্যেক হকদারের হক ফেরত দেওয়া হবে।"

যুবাইর বললেন, 'আল্লাহর কসম! ব্যাপার তো বড় কঠিন!' *(আহমাদ ১৪৩৪, বাইহাক্বী ১১৮৪০, হাকেম ২৯৮১, ত্বাবারানীর কাবীর ৬৯, সিঃ সহীহাহ ৩৪০নং)*

এমনকি জান্নাতী মু'মিনদের মাঝেও প্রতিশোধ বিনিময় হবে জান্নাত প্রবেশের পূর্বে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا).

অর্থাৎ, মু'মিনরা যখন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি সেতু (পুলসিরাতের) কাছে আটকে রাখা হবে। অতঃপর দুনিয়াতে তাদের আপোসের মাঝে যে অন্যায়াচরণ ছিল, তার প্রতিশোধ দেওয়া-নেওয়া (অথবা ক্ষমা চাওয়া-দেওয়া) হবে। পরিশেষে তাদেরকে যখন পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাত প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! তাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে নিজ নিজ বাসস্থান দুনিয়ার বাসস্থান অপেক্ষা বেশি চিনতে পারবে। *(বুখারী ২৪৪০নং)*

বলা বাহুল্য, বান্দার হক সংক্রান্ত পাপ অতি ভয়ঙ্কর। আল্লাহর হক সংক্রান্ত পাপ অপেক্ষাকৃত সহজ। যেহেতু তাতে তওবার শর্ত অল্প থাকে। এই জন্য সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন,

إنك أن تلقى الله عز و جل بسبعين ذنباً فيما بينك و بينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك و بين العباد .

অর্থাৎ, তোমার ও বান্দার মাঝে ঘটিত একটি পাপ নিয়ে আল্লাহ আযযা অজাল্লার সাথে সাক্ষাৎ করা অপেক্ষা তোমার ও আল্লাহর মাঝে ঘটিত সত্তরটি পাপ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। *(তাযকিরাহ, কুরতুবী ৪০৯পৃঃ)*

প্রত্যেক হকদারের হক আদায় অবশ্যকর্তব্য

জীবন-সংসারে বাঁচতে গিয়ে অনেক অধিকার পাওনা থাকে মানুষের, যেমন অনেক অধিকার দেনা থাকে তার। পাওনা না পেলে মহান আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে, কিন্তু দেনা তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। অপরের অধিকার তো অবশ্যই আদায় করতে হবে।

শুধু বড় আবেদ হলেই হবে না, বান্দার হক আদায় করতে হবে।

শুধু বড় তাহাজ্জুদগুযার ও নফল রোযাদার হলেই হবে না, স্ত্রীর হক আদায় করতে হবে।

শুধু ইল্ম নিয়ে বড় মশগুল ব্যক্তিত্ব হলেই হবে না, তালেবে-ইল্মদের হক আদায় করতে হবে।

শুধু ইল্ম ও ইবাদত নিয়ে ব্যস্তসমস্ত থাকলেই হবে না, সাক্ষাৎকামী মানুষের আশা পূরণ করতে হবে, তাদের টেলিফোনে জবাব দিতে হবে।

প্রত্যেকের হক আছে, প্রত্যেকের হক যথাসাধ্য আদায় করতে হবে।

আবূ জুহাইফা অহ্ব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।" *(বুখারী)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে আমার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলছি, 'আল্লাহর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায পড়ব।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি এ কথা বলছ?" আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি এ কথা বলেছি, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি বললেন, "তুমি এর সাধ্য রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। অনুরূপ (রাতের কিছু অংশে) ঘুমাও এবং (কিছু অংশে) নফল নামায পড় ও মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ, নেকীর প্রতিদান দশগুণ রয়েছে। তোমার এই রোযা জীবনভর রোযা রাখার মতো হয়ে যাবে।" আমি বললাম, 'আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ, আর দু'দিন

রোযা ত্যাগ কর।” আমি বললাম, ‘আমি এর বেশী করার শক্তি রাখি।’ তিনি বললেন, “তাহলে একদিন রোযা রাখ, আর একদিন রোযা ছাড়। এ হল দাঊদ ﷺ-এর রোযা। আর এ হল ভারসাম্যপূর্ণ রোযা।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) “আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?” আমি বললাম, ‘সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত।” কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি সামর্থ্য রাখি।’ তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর নবী দাঊদ ﷺ-এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না।” আমি বললাম, ‘দাঊদের রোযা কেমন ছিল?’ তিনি বললেন, “অর্ধেক জীবন।” অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, ‘হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!’

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) “আর তোমার উপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে---।” *(বুখারী-মুসলিম)*

মানুষের পঞ্চ-প্রয়োজনীয় বিষয়ে অধিকার নষ্ট করার ভয়াবহতা

মানুষের জীবনে পাঁচটি বিষয় একান্ত জরুরী। সে পাঁচটি ছাড়া মানুষ সঠিকভাবে মানুষ হতে পারে না। সে প্রয়োজন অপূরণ থেকে গেলে অনেক সময় মানুষ অমানুষ রূপে চিহ্নিত হয়। আর তা হল, তার ঈমান, প্রাণ, জ্ঞান, মান ও ধন।

প্রাণ না থাকলে মানুষ থাকার প্রশ্নই আসে না। ঈমান না থাকলে সে পূর্ণরূপ ও প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। জ্ঞান না থাকলেও পশুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মান না থাকলেও মানবতার মান্যতা পায় না। আর ধন না থাকলে তার জীবন বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যায়।

এই জন্যই মানুষের ঐ পঞ্চ-প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংরক্ষার উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান এসেছে। মানুষ আদিষ্ট হয়েছে সযত্নে সে সবের রক্ষণাবেক্ষণ করতে। মানুষ আদিষ্ট হয়েছে কোনও ভাবে অপরের সে সব নষ্ট না করতে। সে আদেশের অন্যথাচরণ করলে তাকে জাহান্নামের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

জান-মাল ও মান-ইজ্জতের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে মহানবী ﷺ বিদায়ী হজ্জের প্রসিদ্ধ ভাষণে বলেছিলেন,

“নিশ্চয় যামানা (কাল) নিজের ঐ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন অবস্থায় ফিরে এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মত মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল তা এখন থেকে শেষ ক’রে দেওয়া

হল।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস। তিনটি পরস্পর ঃ যুল ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্রাম। আর (চতুর্থ হল) মুযার গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শা'বান এর মধ্যে রয়েছে। এটা কোন্ মাস?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এটা যুল-হিজ্জাহ নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কোন্ শহর?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এ শহর (মক্কা) নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "আজ কোন্ দিন?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এর অন্য নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কি কুরবানীর দিন নয়?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) তেমনই হারাম (ও সম্মানীয়), যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে দেয়। কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে পারে।" অবশেষে তিনি বললেন, "সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।" (বুখারী ও মুসলিম)

আইনের মাধ্যমেও নাহককে হক বানিয়ে নেওয়া বৈধ নয়

যদি কোন ব্যক্তি জানে যে, কোন জিনিস তার নয়, কিন্তু কোন আইন বা কৌশল প্রয়োগ ক'রে তা নিজের বানিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সে জিনিস গ্রহণ করার অর্থই হবে, জাহান্নামের অঙ্গার গ্রহণ করা।

পরের জমি-জায়গা ভুলক্রমে অথবা ইচ্ছাকৃত রেকর্ড করে আইনতঃ বৈধতার দলীল দেখিয়ে তা জবরদখল করার অর্থও তাই। দেশীয় আইনে তা বৈধতা ও স্বীকৃতি পেলেও কোন মুসলিমের জন্য পরের জমি-জায়গা জবর-দখল করা বৈধ নয়।

বৈধ নয় কথার পেঁচে অন্যের মাল হরফ করা অথবা উকিলের কৌশলময় উকালতির মাধ্যমে পরের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা। যেহেতু তাতে দোযখের অংশ গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ)).

"আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার

কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভাইয়ের হক তার জন্য ফায়সালা করে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই।" (বুখারী)

যারা পরের হক মারে, পরের অধিকার ছিনিয়ে নেয়, পরের হক আদায় করে না, তারা অনেক ক্ষেত্রে জাল-জুচ্চোরিও করে, জাল দলীল বানিয়ে পরের হক দখল করে। অনেক সময় মিথ্যা কসম খেয়েও পরের হককে নিজের ক'রে নেয়। তারা মহান আল্লাহর ক্রোধভাজন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ))

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির মাল নাহক আত্মসাৎ করবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।"

অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাব থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পড়ে শুনিয়েছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٧٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। *(আলে ইমরান ৭৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

« مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».

অর্থাৎ, যে কেউ (মিথ্যা) কসম খেয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির হক মেরে নেবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম ওয়াজেব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন।"

একটি লোক বলল, 'যদিও তা নগণ্য জিনিস হয় হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

« وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ».

"যদিও তা পিল্লু গাছের একটি ডালও হয়।" *(মুসলিম)*

অন্যায়-অত্যাচার ও তার ভয়াবহ পরিণাম

যুলম, অন্যায় ও অত্যাচার যেন মানুষের প্রকৃতি। মানব-জীবনে কোন না কোন অন্যায় হয়েই থাকে। সংসারে চলতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মায়া-মাৎসর্য---এই ষড়্‌রিপু মানুষকে কোন না কোন যুলমে আপতিত করে। যেখান থেকে ন্যায় বিলুপ্ত হয়, সেখানে অন্যায় এসে রাজত্ব করে। যেখানে খেয়ানত চলে, সেখানে আমানত বিলুপ্ত হয়। আর তার ফলেও যুলমবাজিতে মানব-জীবন জর্জরিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً} (٧٢) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। (আহ্যাব ঃ ৭২)

পক্ষান্তরে যে মানুষ যুলম করা থেকে বাঁচতে পারে, তার জীবনে নিরাপত্তা লাভ হয়। যুলমের প্রভাব তার জীবনকে বিপন্ন করে না। অন্যায়ের পরিণতি তার পশ্চাদ্ধাবন করে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} (٨٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (আন্আম ঃ ৮২)

অন্যায় হল কোন জিনিসকে যথাস্থান থেকে চ্যুত করা। যে জিনিসকে যেখানে রাখা প্রয়োজন, সমীচীন ও শোভনীয়, সে জিনিসকে সেখানে না রেখে, যেখানে রাখা অপ্রয়োজন, অসমীচীন ও অশোভনীয়, সেখানে রাখা।

অন্যায় হল মানুষের উচিত কর্মে সীমালংঘন করা। কোন জিনিসের যথামর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া অথবা কমিয়ে দেওয়া।

সাধারণতঃ যুলম বা অন্যায় তিন প্রকার হয়ে থাকে ঃ-

(ক) স্রষ্টার প্রতি যুলম।

মহান স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে জীবন ও জীবনোপকরণ দান করেছেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানুষ তার মূল্যায়ন না করে, সে কথা বিশ্বাস বা গ্রাহ্য না করে, তাঁর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে, তাঁর অধিকারে অন্যকে অংশী করে। তিনি এত বিশাল, তাঁর অধিকারও তত বিরাট। কিন্তু মানুষ সে অধিকার নষ্ট করে এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করে! তাঁর বিকল্প কল্পনা করে তাঁর আসনে তাকে বসায়! এই জন্য এটা বিশাল অন্যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١٣) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় শির্ক চরম অন্যায়।' (লুক্বমান ঃ ১৩)

এ হল সব চাইতে বড় যুলম; যা ক্ষমার্হ নয়।

মানুষ নিজ দাম্পত্য-জীবনে এমন যুলমের কথা কল্পনা করতে পারে, যা আদৌ ক্ষমার্হ নয়। সে তার স্ত্রীর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু তার প্রেমে অন্য কারো শরীক করাকে ক্ষমা করতে পারে না। সংসারের কাজে যাবতীয় অন্যায় সহ্য করতে পারে, কিন্তু তার আসনে অন্যকে আসীন করার অন্যায় সহ্য করতে পারে না। কারণ, সেটা ভীষণ অন্যায়।

মহান আল্লাহও বান্দার সকল অন্যায় ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর ইবাদতে শরীক করার অন্যায় ক্ষমা করেন না। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। (নিসা ঃ ৪৮)

(খ) বান্দার নিজের প্রতি যুলম।

যখন বান্দা কোন পাপ করে, তখন সে নিজের উপর যুলম করে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন ফরয ত্যাগ ক'রে অথবা হারাম কাজ ক'রে যে কোনও কাবীরা গোনাহ করলে তার শাস্তি নিজেকেই ভুগতে হয়। যখন সে নিজের ক্ষতি নিজেই করে। মানুষের আদি পিতা-মাতা এই শ্রেণীর অবাধ্যাচরণ করে ফেলেছিলেন এবং তার ফলে তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তখন তাঁরা মহান প্রতিপালকের কাছে সকাতর প্রার্থনা ক'রে বলেছিলেন,

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (আ'রাফ ঃ ২৩)

এ যুলমকে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন।

(গ) বান্দার অন্যের প্রতি যুলম।

অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে বান্দা অন্যের ক্ষতি তো করেই, সেই সাথে নিজেরও ক্ষতি করে। পরের উপর অত্যাচার করলে সে অত্যাচার আল্লাহ ক্ষমা করেন না, তওবা করলেও না, যতক্ষণ না বান্দা অত্যাচারিতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছে এবং সে তাকে ক্ষমা করেছে।

মহান সৃষ্টিকর্তা সকল প্রকার যুলমকে বান্দার জন্য হারাম করেছেন। যেমন তিনি যালেম নন, তেমনি সকলকে যালেম হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا).

অর্থাৎ, 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো না।---" *(মুসলিম ৬৭৩৭নং)*

অন্যের প্রতি অত্যাচার নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বান্দা তা করে। কেন করে? কেন হয় সে অত্যাচারী?

(ক) কখনও সে অন্যের প্রতি মনের হিংসাবশতঃ অত্যাচারে উদ্বুদ্ধ হয়।

(খ) কখনও শক্তির অপব্যবহার করে দুর্বল প্রতি খামোখা যুলম করে থাকে।

(গ) কখনও মযলুম হয়ে যুলমের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজেই যুলম করে বসে।

(ঘ) কখনও কোন যালেমের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা করে যুলম করে থাকে।

সাধারণতঃ পরের প্রতি অত্যাচার মানুষের প্রধান তিনটি বিষয়ে ঘটে থাকে। তার রক্তে, অর্থ-সম্পদে ও মান-সম্মানে।

আর যালেমদের মধ্যে বড় যালেম তারা, যারা মর্যাদায় বড়, যাদের জন্য যুলম অশোভনীয়। মূর্খের চাইতে শিক্ষিতের যুলম বেশি বড়। সন্তানের চাইতে পিতার যুলম বেশি বড়। প্রজার চাইতে রাজার যুলম বেশি বড়। আইনের মাধ্যমে অত্যাচার করা সবচেয়ে বড় অত্যাচার।

যালেম যুলম করে তৃপ্তি পায়। মযলুম দুর্বল হওয়ার কারণে বদলা নিতে পারে না। কিন্তু সে যালেমকে ভুলে যায় না। যেভাবে পারে, সেভাবে সে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। সুযোগের অপেক্ষায় থেকে যালেমের দুর্দিন কামনা করে। আর মহান প্রতিপালক?

মহান প্রতিপালক মহাবিচারক সে সম্বন্ধে উদাসীন নন। তিনি যালেমকে অবকাশ দেন, কিন্তু উপেক্ষা করেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ).

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে ছাড়েন না।" তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন,

{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (١٠٢) سورة هود

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে। যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও ক'রে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত, বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ৬৭৪৬নং)*

মৎস-শিকারী ছিপ দিয়ে মৎস শিকার করে। বঁড়শিতে গেঁথে যাওয়ার পরেও হুইল ঢিলে করে ডোর লম্বা করে ছেড়ে দেয়। যাতে মাছটি ভালোভাবে বঁড়শিতে আটকা পড়ে। বাহ্যতঃ মাছটি মনে করে সে ধরা পড়েনি। কিন্তু শিকারী যখন হুইলের হ্যান্ডেল ঘুড়িয়ে ডোর গুটাতে থাকে, তখন মাছের পালাবার কোন পথ থাকে না। বঁড়শির সাথে ফেঁসে ডোরের আকর্ষণে সে শিকারীর হাতে ধরা খেয়ে জীবন দিতে বাধ্য হয়।

অনেক সময় যুলম করার পরেও যালেম নাদুস-নুদুস চেহারা নিয়ে বহাল তবীয়তে স্বাধীনভাবে ঘুড়ে বেড়ায়। না তাকে আইন ধরতে পারে, আর না কোন ওপর-ওয়ালা পাকড়াও করতে পারে। কিন্তু সবার চাইতে ওপর-ওয়ালা অবকাশ দিয়ে ঠিক সময়ে তাকে পাকড়াও করেন। আর যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে দস্তুরমতো শায়েস্তা করে থাকেন।

অন্যায়-অত্যাচারের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। যুলমের প্রতিক্রিয়া অতি করুণ। কোন অত্যাচারী যেন, সে পরিণামের কথা বিস্মৃত না হয়। সে যেন এই ধারণা না করে যে, তাকে শায়েস্তা করার মতো কেউ নেই। তার হিসাব নেওয়ার মতো কেউ নেই।

হয়তো-বা দুনিয়াতে সত্যই কেউ নেই। তাই আজীবন সে অন্যায়-অত্যাচারের পরম আনন্দে হাবুডুবু খেতে খেতেই মরণ বরণ করে থাকে। কিন্তু এ ধারণা ভুল যে, সে বেঁচে গেল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} (٢٢٧) سورة الشعراء

অর্থাৎ, অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? *(শুআ'রা ঃ ২২৭)*

তিনি আরো বলেন,

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ} (٤٢)

অর্থাৎ, তুমি কখনো মনে করো না যে, সীমালংঘনকারীরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। আসলে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন, যেদিন সকল চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। (ইব্রাহীম ঃ ৪২)

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} (٦١) سورة النحل

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ

দিয়ে থাকেন; অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না। (নাহল ঃ ৬১)

অত্যাচারের কারেন্ট শাস্তি হতে পারে দুনিয়াতেও। অবহেলিত মানুষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন হাতিয়ার না পেলে শেষ সম্বল স্বরূপ একটি হাতিয়ারই ব্যবহার করে। আর তা হল দুআ। ভারী শক্তিশালী সে হাতিয়ার! অত্যাচারিত অসহায় মানুষ যখন কোন সাহায্যকারী না পায়, তখন একমাত্র সাহায্যকারীর কাছে সাহায্যের আকুল আবেদন জানায়। পদদলিত মানুষ অত্যাচারীর ধ্বংস কামনা করে। আর তখন নিজ প্রতিপালকের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করে। নিপীড়িত মানুষ তার উপর বদ্দুআ করে। আর সে দুআ-বদ্দুআর শক্তি কোন মিযাইল থেকে কম নয়।

এই জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয বিন জাবাল ؓ-কে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় বলেছিলেন,

((إنَّكَ تَأتِي قَوْماً مِنْ أهلِ الكِتَابِ فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللّه ، وَأنِّي رسولُ اللّه ، فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللّهَ قَدِ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرائِهِمْ ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإيَّاكَ وَكَرائِمَ أمْوالِهِمْ ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ ؛ فإنَّهُ لَيسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল ক'রে যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে বাঁচবে। কারণ তার বদ্দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ, শীঘ্র কবুল হয়ে যায়)।" *(আহমাদ ১/২৩৩, বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ কয়েক ব্যক্তির দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তার মধ্যে একজন হল অত্যাচারিত ব্যক্তি। তিনি বলেছেন,

(ثَلَاثُ دَعوَاتٍ مُستَجَابَاتٍ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوم، وَدَعوَةُ الْمُسَافِر، وَدَعوَةُ الْوَالِد عَلى وَلَده).

"তিনটি দুআ এমন আছে যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং ছেলের উপর তার মা-বাপের বদ্দুআ।" *(তিরমিযী ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*

জমি-জায়গাকে কেন্দ্র করে সাহাবী সাঈদ বিন যায়দের সঙ্গে আরওয়া নামক এক মহিলার বিবাদ হল। মহিলা মিথ্যা দাবী করে সাঈদের কিছু জায়গা দখল করে নিল। এ ব্যাপারে লোকেরা তাঁকে বললে, তিনি বললেন, 'ছাড়ো ওকে। ওকে জায়গা নিতে দাও। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি নাহক আধ হাত

পরিমাণও জমি-জায়গা গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তার সাত তবক যমীন গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।” হে আল্লাহ! ও যদি মিথ্যাবাদিনী হয়, তাহলে ওকে অন্ধ করে দিয়ো এবং বাড়ির ভিতরে ওর কবর করো।’

পরবর্তীতে মহিলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেওয়াল ধরে ধরে চলে বেড়াত সে। সে বলত, ‘আমাকে সাঈদ বিন যায়দের বদ্দুআ লেগে গেছে।’ অতঃপর একদা চলতে চলতে বাড়ির ভিতরে অবস্থিত কুয়াতে সে পড়ে যায় এবং সেটাই তার কবর হয়। *(মুসলিম ৪২১৮-নং)*

অত্যাচারিত সাঈদ বিন যায়দ ﷺ-এর বদ্দুআ কবুল হয়ে অত্যাচারী মহিলার ওই সাজা হয়।

মহান প্রতিপালক অত্যাচারিতের সাহায্য ক’রে থাকেন। অত্যাচারিত ব্যক্তি দুআ করলে আল্লাহ বলেন,

(وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لأَنصُرَنَّكَ وَلَو بَعدَ حِينٍ).

‘আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম! আমি তোমাকে সাহায্য করবই, যদিও কিছু পরে।’ *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২২৩০নং)*

সুতরাং অবিলম্বে না হলেও বিলম্বে মহান আল্লাহ অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের সাহায্য করে থাকেন।

দলিতের বদ্দুআ বড় ভীষণ বলেই দলন ও উৎপীড়ন করা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়। এই তওফীক লাভের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দুআও করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট থেকে, দুশ্চিন্তাজনক পরিস্থিতি থেকে বা অপ্রীতিকর প্রত্যাবর্তন, পূর্ণতার পর হ্রাস থেকে, অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে, মাল-ধন ও পরিবারের ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *(মুসলিম ৩৩৪০নং)*

আরবী কবি বলেছেন,

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا   فالظلم يرجع عقباه إلى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه   يدعو عليك وعين الله لم تنم

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমতাবান খবরদার যুলম করো না, কারণ যুলমের পরিণতি হল লাঞ্ছনা।

তোমার চোখ দুটি নিদ্রাভিভূত হয় এবং মযলুম জাগ্রত থাকে। সে তোমার উপর বদ্দুআ করে। আর আল্লাহর চক্ষু নিদ্রাভিভূত হয় না।

যুলমের প্রভাব পড়ে যালেমের উপর। যালেমকে কেউ ভালোবাসে না। অত্যাচারী মানুষ সবশেষে একা হয়ে যায়। পরিণামে সব থাকতেও তার কিছু থাকে না।

অন্যায়-অত্যাচার করার ফলে তার প্রভাবশালিতা বিলীন হয়ে যায়, স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতা ধীরে ধীরে লয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মহারাজা রাজ্য হারায়। প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে পরের শরণার্থী হয়।

ইতিহাস সে কথার স্পষ্ট সাক্ষী। অন্যায় ও অত্যাচারের ফলে উমাবী শাসনের পতন ঘটেছে, আব্বাসী ও উষমানী রাজ্যও একই কারণে বিলীন হয়ে গেছে। তার পূর্বেও বহু রাজশক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে অবিচার করার কারণে। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি কারেন্ট শাস্তি স্বরূপ তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন অথবা কোন আযাব দ্বারা তাদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

আল-কুরআনের বহু স্থলে সে কথার সাক্ষী রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} (١٣) سورة يونس

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস ক'রে দিয়েছি, যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। তাদের নিকট তাদের রসূলগণও প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল; কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি অপরাধীদেরকে এইরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (ইউনুস ঃ ১৩)

{وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا} (٥٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, ঐসব জনপদ; তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ। (কাহফ ঃ ৫৯)

{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (١٠٢) سورة هود

অর্থাৎ, এরূপই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। (হূদ ঃ ১০২)

{وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ} (١١) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসীরা সীমালংঘনকারী ছিল এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি। (আম্বিয়া ঃ ১১)

{فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ}

অর্থাৎ, আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালেম, এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (হাজ্জ ঃ ৪৫)

{وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ } (٤٨) سورة الحـج

অর্থাৎ, আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (হাজ্জ ঃ ৪৮)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, রাজ্যে ন্যায়পরায়ণতা থাকলে আল্লাহ সেই রাজ্যকে টিকিয়ে রাখেন; যদিও তা কাফের রাজ্য হয়। পক্ষান্তরে রাজ্যে যুলম থাকলে আল্লাহ সে রাজ্যকে ধ্বংস করেন; যদিও তা মুসলিম রাজ্য হয়। *(মাঃ ফাতাওয়া ২৮/৬৩)*

ন্যায়পরায়ণতা মনে শান্তি ও দেহে নিরাপত্তা আনয়ন করে। খলীফা উমারের নিকট কাইসার এক দূত পাঠাল। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অবস্থা, কর্ম ও রাজ্য-পরিস্থিতি পরিদর্শন করা। দূত মদীনায় প্রবেশ করে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল, 'তোমাদের রাজা কোথায়?' লোকেরা বলল, 'আমাদের কোন রাজা নেই। অবশ্য আমাদের আমীর (নেতা) আছেন। আর তিনি এখন মদীনার উপকণ্ঠে বের হয়ে গেছেন।' দূত তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। কিছু পরে তাঁকে দেখতে পেল, তিনি বালির উপর দুর্রাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন! তাঁর অবস্থা দর্শন করে দূতের হৃদয় বিনম্র হল ও মনে মনে বলল, 'এমন এক মানুষ, যাঁর আতঙ্কে সমস্ত রাজাদের কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয় না, তাঁর অবস্থা এই? আসলে হে উমার! আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই এইভাবে ঘুমাতে পেরেছেন। আর আমাদের রাজা অন্যায় করে, যার

ফলে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থেকে অনিদ্রায় কাল কাটায়।'

আসলেই যে রাজ্যের প্রাচীর ন্যায়পরায়ণতা, সে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন লৌহ-প্রাচীরের দরকার হয় না। আর যে রাজ্যের নীতিতে সাম ও দান নেই, কেবল ভেদ ও দন্ড আছে, সে রাজ্যের রাজার গদি ক্ষণস্থায়ী হয়।

মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার না করলে মহান আল্লাহ অনেক সময় তাঁর দেওয়া নিয়ামত ছিনিয়ে নেন। হকদারের হক আদায় না করলে মহান আল্লাহ আকষ্মিকভাবে যালেমকে শাস্তি প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন,

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে; যখন তারা শপথ করল যে, তারা ভোর-সকালে তুলে আনবে বাগানের ফল এবং তারা 'ইন শাআল্লাহ' বলল না। অতঃপর সেই বাগানে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল, যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। ফলে তা ফসল-কাটা ক্ষেতের মত হয়ে গেল। ভোর-সকালে তারা এক অপরকে ডাকাডাকি করে বলল, 'তোমরা যদি ফল তুলতে চাও, তাহলে সকাল সকাল বাগানে চল।' অতঃপর তারা চুপিসারে কথা বলতে বলতে (পথ) চলতে শুরু করল, 'আজ যেন সেখানে তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।' অতঃপর তারা (অভাবীদেরকে) নিবৃত্ত করতে সক্ষম --এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে গেল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বলল, 'আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি। বরং আমরা তো বঞ্চিত!' তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?' তারা বলল,

{سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} (٢٩) سورة القلم

'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা তো যালেম ছিলাম।'

অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বাগান দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।' শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি কঠিনতর; যদি তারা জানত।" (ক্বালাম ঃ ১৭-৩৩)

হ্যাঁ, পরকালের শাস্তি বেশি কঠিন। সেদিন হবে অত্যাচারীদের জন্য লাঞ্ছনা ও আফসোসের দিন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً} (٢٧) الفرقان

অর্থাৎ, সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। (ফুরক্বান ঃ ২৭)

কিন্তু সেদিন আফসোস ও মনস্তাপ কোন কাজে আসবে না। যেহেতু সেদিন হবে বিনিময় লাভের দিন, বিচারের দিন।

{وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} (٥٤) سورة يونس

(সেদিন) "যদি প্রত্যেক যালেমের কাছে পৃথিবীর সমপরিমাণ (মাল) থাকে, তাহলে সে তা মুক্তিপণ দিয়েও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত হবে। যখন তারা আযাব দেখতে পাবে, তখন (নিজেদের) মনস্তাপকে গোপন রাখবে। আর তাদের ফায়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।" *(ইউনুসঃ ৫৪)*

সেদিন যালেমদের নেকী থাকলেও নিঃশেষ হয়ে যাবে অথবা কমে যাবে এবং গোনাহর পরিমাণ বেড়ে যাবে। মযলুমের বদলা দিতে গিয়ে নিজে নিঃস্ব ও সর্বহারা হয়ে যাবে।

তখন তারা চারিদিক অন্ধকার দেখবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)).

"তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল ক'রে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।" *(মুসলিম ২৫৭৮-নং)*

আর অত্যাচারীদের জন্য সেদিনকার শাস্তি হবে অতি কঠিন, ভারী ভয়ানক। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(٤٢) سورة الشورى

অর্থাৎ, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ ক'রে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (শূরা ঃ ৪২)

সুতরাং কোন মুসলিম অন্যায়-অত্যাচার বা যুলম করতে পারে না। যেহেতু সে ভয় করে আল্লাহকে, ভয় করে তার হিসাব ও আযাবকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لا يَظْلِمهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক'রে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর ক'রে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।" (বুখারী, মুসলিম)

অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত অত্যাচারী ব্যক্তির বাঁচার কোন পথ নেই। পরন্তু অত্যাচারীর অত্যাচার-ব্যথা যদি অত্যাচারিত ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে সে নিজেও পুরস্কৃত হবে। সে পাবে ক্ষমা করার পুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (٤٣) سورة الشورى

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।

(শূরা ঃ ৪৩)

অত্যাচারীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করলেও পূর্ণ প্রতিশোধ সে কিয়ামতে পাবে। বদ্দুআ করলে দুনিয়াতে তার বিনিময় পেয়ে যাবে অত্যাচারীকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখে। আর তাতে তার লাভ নেই। লাভ আছে ধৈর্য ধরে বদ্দুআ না করাতে।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সে ধৈর্যশীল নয়, যে তার প্রতি অত্যাচারীর উপর বদ্দুআ করে।'

অনুরূপ লাভ নেই যালেমকে গালাগালি করাতে। সাথে সাথে গালি দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে ফেললে আখেরাতে আর কী পাওয়া যাবে?

মুজাহিদ বলেছেন, 'যালেমকে গালি দিয়ো না, কারণ তাতে তার শাস্তি হাল্কা হয়ে যাবে।'

সুতরাং যালেমের সত্বর ক্ষতি কামনা করলে মযলুম বদ্দুআ করতে পারে অথবা ধৈর্যধারণ করে কিয়ামতে প্রতিশোধ নিয়ে তার নেকী গ্রহণ করতে পারে বা নিজের গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে। আর তার ক্ষতি না চাইলে এবং নিজের লাভ আশা করলে মযলুম যালেমকে ক্ষমা করে দিতে পারে। আর এটা হবে সবচেয়ে উত্তম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢٢) سورة النـــور

অর্থাৎ, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (নূর ঃ ২২)

{وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (٤٠)

অর্থাৎ, মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা ক'রে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (শূরা ঃ ৪০)

সতর্কতার বিষয় যে, মযলুম অমুসলিম হলেও তার অভিশাপ মুসলিম যালেমের ক্ষতি সাধন করতে পারে। যেহেতু এ হল যালেমের যুলমের কারেন্ট শাস্তি।

সমাজের বহু মানুষ আছে, যারা অন্যায়-অত্যাচার দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তারা ধারণা করে, এ ব্যাপারে তাদের কোন কর্তব্য নেই। অথচ মহানবী ﷺ বলেছেন,

((انْصُرْ أخَاكَ ظَالماً أَوْ مَظْلُوماً)).

"তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।"

এ নির্দেশ শুনে আনাস رضي الله عنه বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

বলা বাহুল্য, যাদের ক্ষমতা আছে যুলম বন্ধ করার, যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে অত্যাচার প্রতিহত করার, তাদের নিষ্ক্রিয় ও বিমূঢ় হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। অধিকার হরণ, অন্যায় ও অত্যাচার হতে দেখেও ক্ষান্ত ও শান্ত হয়ে বসে না থেকে বিদ্রোহী কবির মতো গর্জে ওঠা উচিত।

'মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না---
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!'

পরিশেষে আমাদেরও সেই দুআ করা উচিত, যে দুআ নবী ﷺ যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন বলতেন,

(اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে (বের হলাম), আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয়---এসব থেকে। *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সঃ জামে' ৪৭০৯নং)*

জমি-জায়গার অধিকার

মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে আসিনি, সঙ্গে নিয়েও যাবে না। কিন্তু মানুষ তার জন্য কত লড়াই লড়ে, অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে। যে মানুষের মাটির সর্বশেষ পাওনা মাত্র কয়েক বর্গহাত, সেই মানুষ মরণের পূর্ব পর্যন্ত মাটির জন্য লাঠি প্রয়োগ করে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে নানা সমস্যার প্রধান কারণ তিনটি এল ঃ ল্যান্ড, লেডী ও লিডারশিপ। অর্থ-সম্পদ মানুষকে অন্ধ করে, ফলে অপরের অধিকার ভুলে বসে। অপরকে ঠকিয়ে নেয়, অপরকে হক থেকে বঞ্চিত করে। এ ধূলির ধরায় ক্ষণকাল বাস করার মানসে মানুষ ধরাকে সরাজ্ঞান করে!

পার্শ্ববর্তী জমি দাবিয়ে নেয়। জমি-জায়গার চিহ্ন গোপনে সরিয়ে নিজের অংশ প্রশস্ত করে। অপরের জমি ভাগচাষ করতে গিয়ে নিজের নামে রেকর্ড করে নেয়, বর্গাদারি করে নেয়, অতঃপর জমির মালিককে ঠিকমতো ভাগও দেয় না।

পরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে জবরদখল করে বাস করে অনেক ভাড়াটিয়া। মালিককে ঠিকমতো ভাড়া দেয় না অথবা সে বাড়ি ছেড়েও দেয় না।

কোন কোন শক্তিশালী বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা সংস্থা জনসাধারণের জমি-জায়গা জবরদখল করে। 'লাঠি যার মাটি তার'---এর নীতিতে জিতে গিয়ে পরের সম্পত্তির ভোগদখল করে। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে পরের সম্পত্তি হাত করে নেয়।

আগ্রাসনবাদী শক্তি বহু অসহায় মানুষকে গৃহহারা, বাস্তুহারা, ভিটেমাটিহারা করে, নিজের সাজানো বাগানকে সুন্দর করতে পরের বাগানকে মরুভূমি করে, পরের বুক খালি করে নিজের বুক পরিপূর্ণ করে, শক্তির দাপটে পরের জিনিসকে নিজের বানিয়ে নিয়ে বিলাস সুখে মত্ত হয়।

ভুয়া দলীল-পর্চা দেখিয়ে অনেকে পরের জমি-জায়গা দখল করে, ভাই-বোনকে ফাঁকি দিয়ে মা-বাপকে পটিয়ে অথবা বাধ্য করে অথবা পরকে মা বা বাপ বানিয়ে জমি-জায়গা রেজিষ্ট্রি করে নেয়।

অনেকে জমি-জায়গা বন্ধক নিয়ে মালিক ছাড়াতে না পারলে তাকে কমদামে বিক্রি করতে

বাধ্য করে।

আরো কতভাবে মানুষ পরের সম্পত্তির ভোগদখল করে, ভয় করে না দেশের বাদশাকে, ভয় করে না দুনিয়ার বাদশাকে। ভয় করে না তাঁর পাকড়াওকে!

অথচ শরীয়ত মানুষকে কতভাবে ভীতি-প্রদর্শন করেছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। *(মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি কারো জমি এক বিঘত পরিমাণ অন্যায়ভাবে দখল ক'রে নেবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক (স্তর) যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

((مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ)).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নাহক সামান্য পরিমাণও জমি-জায়গা গ্রহণ করবে, তার কারণে তাকে কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী ২৪৫৪নং)

((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নাহক আধ হাত পরিমাণও জমি-জায়গা গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তার সাত তবক যমীন গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (মুসলিম ৪২১৮নং)

((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)).

অর্থাৎ, যে কোনও ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি-জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করবে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল তাকে কিয়ামতের দিন বাধ্য করবেন, যাতে সে তা খোঁড়ে, পরিশেষে সে সাত তবক যমীনে পৌঁছে যায়। অতঃপর মানুষের বিচার নিষ্পত্তি হওয়া অবধি তা তার গলায় লটকে রাখবেন। (আহমাদ ১৭৫৭১, সিঃ সহীহাহ ২৪০নং)

((مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ)).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কারো জমি অন্যায়ভাবে দখল ক'রে নেবে, (কিয়ামতের দিন) তাকে তার মাটি কিয়ামতের মাঠে বহন করে আনতে বাধ্য করা হবে। (আহমাদ, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ২৪২নং)

« لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ ».

অর্থাৎ, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে কোন দুষ্কৃতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে (চুরি করে)।" *(আহমাদ ৯৫৪, মুসলিম ৫২৩৯, নাসাঈ ৪৪২২নং)*

((مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবী করে যা তার নয়, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। আর

সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (ইবনে মাজাহ ২৩১৯, সহীহুল জামে' ৫৯৯০নং)

জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া মাল-সম্পত্তি মৃত পশুর গোশতের মতো। মৃত হালাল পশুর গোশ্‌ত খাওয়া যেমন মুসলিমের জন্য হারাম, তেমনি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া জিনিসও খাওয়া ও ব্যবহার করা মুসলিমের জন্য হালাল নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ ». أَوْ « إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ ».

অর্থাৎ, ছিনিয়ে নেওয়া জিনিস মৃত পশু অপেক্ষা বেশি হালাল নয়। অথবা মৃত পশু ছিনিয়ে নেওয়া জিনিস অপেক্ষা বেশি হালাল নয়। (আবূ দাউদ ২৭০৭, বাইহাক্বী ১৮৪৬৯নং)

অর্থাৎ, হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে উভয় জিনিসই সমান।

অনেকে ঋণ দিলে কিছু বন্ধক রাখে। যাতে ঋণ-গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে যথাসময়ে তা বিক্রি করে পরিশোধ নেওয়া যায়। কিন্তু সে বন্ধকী ঋণদাতা ব্যবহার করে। ঋণে বন্ধক নিয়ে জমি চাষ করে খেয়ে যায়। জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও ঋণের দায়ে সে জমি হাতছাড়া হয় ঋণ-গ্রহীতার। যতদিন ঋণ পরিশোধ না করতে পেরেছে, ততদিন সে জমির কোন ফসল পায় না। অথচ বড় যুলুম এটা। *(দেনা-পাওনা দ্রঃ)*

অনেকে জমি-জায়গা বিক্রি করে, কিন্তু তাতে যায় হকশোফা আছে, তাকে তা কেনার সুযোগ দেওয়া হয় না, তাকে জানানো হয় না অথবা অতিরিক্ত দাম পেয়ে বাইরের কোন ক্রেতাকে তা বিক্রি করে প্রতিবেশীর বড় ক্ষতি করে।

অথচ ইসলামের রীতি হল, জমি-জায়গা পাশাপাশি হলে অথবা শরীকী হলে, ভাগাভাগি না হয়ে থাকলে, রাস্তা বা সীমানা একটাই হলে, আঙ্গিনা এক হলে অথবা পানি-নিকাশির পথ এক হলে প্রতিবেশী বা শরীককে সবার আগে তা বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। অতঃপর সে যদি তা ক্রয় করতে অনিচ্ছুক হয় এবং অন্যকে বিক্রয় করতে অনুমতি দেয়, তাহলে তা বিক্রয় করতে পারে, নচেৎ না। (মুসলিম, মিশকাত ২৯৬২নং, প্রমুখ)

ইসলামের এমন সুন্দর ব্যবস্থাকে যারা উপেক্ষা করে শরীকদের মাঝে বাইরের কোন লোক প্রবিষ্ট করে তাদের ক্ষতি করে, তারাও অবশ্যই অধিকার হরণের শাস্তি ভোগ করবে।

অর্থবিষয়ক অধিকার

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, পরের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। (নিসা ঃ ২৯)

আর কেউ কুরআনের এ বিধান অমান্য করে অপরের মাল ভক্ষণ করে থাকলে কিয়ামতে তা পরিশোধ করতে হবে। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" সাহাবারা বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন,

«إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ

مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ».

"আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(আহমাদ, মুসলিম ৬৭৪৪নং, তিরমিযী)*

সুতরাং যারা সূদ নিয়ে অপরের মাল ভক্ষণ করেছে, তারা স্মরণ করুক যে, তাকে ঐ মাল কিয়ামতে ফেরত দিতে হবে এবং জেনে রাখুক যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٧٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে। তা এ জন্য যে তারা বলে, 'ব্যবসা তো সূদের মতই।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে, তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সূদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাক্বারাহ ঃ ২৭৫)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (٢٧٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (বাক্বারাহ ঃ ২৭৮)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١٣٠)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সূদ খেয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। (আলে ইমরান ঃ ১৩০)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

"সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবু দাউদ, নাসাঈ)*

"জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা

অধিক গুরুতর।" *(আহমাদ ৫/৩৩৫, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৩৩৭৫নং)*

"সূদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত!" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৮নং)*

তিনি চামড়ায় উলকি এঁকে নকশা করায় ও করে এমন মহিলাকে, সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৮, আবূ দাউদ ৩৪৮৩নং সংক্ষিপ্তভাবে)*

যারা ঘুস নিয়ে অপরের মাল ভক্ষণ এবং অপরের অধিকার নষ্ট করেছে, তারা স্মরণ করুক যে, তাকে ঐ মাল কিয়ামতে ফেরত দিতে হবে এবং জেনে রাখুক যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (١٨٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না। *(বাক্বারাহঃ ১৮৮)*

আর 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহী আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

যারা ধোঁকা-ফাঁকি দিয়ে লোকের অর্থ লুট করে, ধানে ধুলা বা অন্য কিছু মিশিয়ে, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়ে অপরের মাল ভক্ষণ করে, তারা স্মরণ করুক যে, তাকে ঐ মাল কিয়ামতে ফেরত দিতে হবে এবং জেনে রাখুক যে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ».

"সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কী ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, "ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

যারা ওজনে কম দিয়ে অথবা বেশি নিয়ে পরের মাল ভক্ষণ করে, তারা স্মরণ করুক যে, তাকে ঐ মাল কিয়ামতে ফেরত দিতে হবে এবং জেনে রাখুক যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (٦) سورة التطفيف

অর্থাৎ, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। এক মহা দিবসে; যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে। (মুত্বাফ্‌ফিফীন ঃ ১-৬)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٣٥) الإسراء

অর্থাৎ, মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে মাপো এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতম। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৫)

{وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} (٩) سورة الرحمن

অর্থাৎ, ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠা কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (রাহমান ঃ ৯)

এই অপরাধে মহান আল্লাহ শুআইব ﷺ-এর জাতিকে বিকট গর্জন ও ভূ-কম্পন দিয়ে ধ্বংস করেছেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "---- যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "--- যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।" (বাইহাক্বী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)

যারা এতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা স্মরণ করুক যে, তাকে ঐ মাল কিয়ামতে ফেরত দিতে হবে এবং জেনে রাখুক যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (٣٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৪)

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (١٠)

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (নিসা ঃ ১০)

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" (তার মধ্যে একটি হল,) এতীমের মাল ভক্ষণ করা।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেছেন,

(اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ).

"হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।" (আহমাদ ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮নং)

যারা মৃতের মীরাসে অন্যের হক মারে, মৃত স্বামীর মাল গোপন ক'রে তার অন্য ওয়ারেসকে বঞ্চিত করে, কিংবা অন্য কোন মৃতের মাল থেকে কোন ওয়ারেসকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ করে, তারা স্মরণ করুক যে, তাকে ঐ মাল কিয়ামতে ফেরত দিতে হবে এবং

জেনে রাখুক যে, মীরাস বন্টনের পর মহান আল্লাহ বলেছেন,

((تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)) (١٤) سورة النساء

অর্থাৎ, এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। এবং যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন, যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি। *(সূরা নিসা ১৩-১৪ আয়াত)*

যারা অন্যান্য ওয়ারেসের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও কোন এক ওয়ারেসকে জমি-সম্পত্তি বা ঘর-বাড়ি লিখে দেয়। যেমন বিবিকে বেশি ভালোবেসে জমি বা বাড়ি লিখে দেয়, কোন ছেলেকে সব অথবা বেশি লিখে দিয়ে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে, সব অথবা বেশি মেয়ের নামে লিখে দিয়ে ভাইকে বঞ্চিত করে, তারা জেনে রাখুক যে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنّ اللّهَ تَعالى قدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই। (আহমাদ ১৮০৮৩, আবূ দাঊদ ২৮৭২, তিরমিযী ২১২১, নাসাঈ ৩৬৪১, ইবনে মাজাহ ২৭১৩নং)

যারা পড়ে থাকা মাল কুড়িয়ে পেয়ে গোপন করে আত্মসাৎ করে, তারা জেনে রাখুক যে, সে মাল তাদেরকে কিয়ামতে ফেরত দিতে হবে। আর মনে রাখুক যে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ).

"মুমিনের হারিয়ে যাওয়া জিনিস দোযখের শিখা স্বরূপ।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬২০নং)*

যারা খিয়ানত করে, তসরুফ করে, বিশ্বাসঘাতকতা বা জাল-জুচ্চোরি করে অর্থোপার্জন করে, তাদের জেনে নেওয়া উচিত যে, কিয়ামতে তা তার মালিককে প্রত্যর্পণ করতে হবে এবং মনে জায়গা দেওয়া উচিত যে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ)) . متفق عَلَيْهِ

"কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে (বিশেষ) পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির (বিশ্বাসঘাতকতার) প্রতীক।" *(বুখারী, মুসলিম)*

যে পুরুষেরা মোহর নিয়ে বিয়ে করেছে, পণ বা যৌতুক নিয়ে জীবন-সঙ্গিনী গ্রহণ করেছে অথবা মোহর বাকী রেখে স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়েছে, তারা জেনে রাখুক যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (٤)

অর্থাৎ, তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে, তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। (নিসা ঃ ৪)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا

، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدْعَةً حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دِينَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ).

অর্থাৎ, যে কোনও ব্যক্তি কোন মহিলাকে কম-বেশি মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে, মনে মনে তার হক তাকে আদায় দেওয়ার নিয়ত রাখেনি, তাকে ধোঁকা দিয়েছে, অতঃপর তার হক আদায় না করেই মারা গেছে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ব্যভিচারী হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর যে কোনও ব্যক্তি কোন ঋণ করেছে, ঋণদাতাকে পরিশোধ করার সংকল্প রাখেনি এবং তার মাল ধোঁকা দিয়ে গ্রহণ করেছে, অতঃপর তার ঋণ ফেরত না দিয়েই মারা গেছে, সেই চোর হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। (ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ১৮০৭নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(إنّ أعْظَمَ الذُّنوبِ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْها طَلَّقَها وَذَهَبَ بِمَهْرِها ورَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بأُجْرَتِهِ وآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبثاً).

"আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

যে সকল মস্তান যুবকরা মস্তানি করে তোলা আদায় করে, যে চাঁদাবাজরা জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে, নির্মাণ কাজ বন্ধ ক'রে অথবা দোকানে দোকানে হুমকি দিয়ে টাকা ওসূল করে, মহর্রমে স্ফূর্তি করার জন্য পথে গাড়ি আটকে চাঁদা আদায় করে, বিয়েতে বরপক্ষের কাছে ক্লাবের জন্য জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে, যে পুলিশ ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তোলা আদায় করে অথবা পণ্য নিয়ে তার মূল্য আদায় করে না, তাদের মনে রাখা উচিত যে, সে আদায়কৃত অর্থ মালিককে ফেরত দিতে হবে এবং জেনে রাখা উচিত যে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ).

"নিশ্চয়ই চাঁদাবাজরা জাহান্নামে যাবে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪০৫নং)*

ধর্মব্যবসা বা বিদআতী ও শির্কী ব্যবসা করে যারা অর্থোপার্জন করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। (নিসা ঃ ২৯)

যারা ক্যাপমারি, পকেটমারি বা চুরি করে অর্থোপার্জন করে, তাদেরকেও সেই অর্থ মালিককে ফেরত দিতে হবে। তারা জেনে রাখুক যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (٣٨)

অর্থাৎ, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (মায়িদাহ ঃ ৩৮)

কিছু চোর আছে, যারা সামান সরিয়ে রেখে পরে সামলে নেয়।

এক হোটেলে ভাত খেতে এসে খদ্দের মোবাইলটা পাশে রেখে ভাত খেয়ে তা ভুলে রেখে চলে গেল। কর্মচারী তা দেখেও দস্তরখানার সাথে গুটিয়ে ডাস্‌বিনে ফেলে দিল। অতঃপর হোটেল বন্ধ করার সময় তা হাতিয়ে নিল।

স্টেডিয়ামে ঘড়ি-মোবাইল জুতার কাছে রেখে খেলোয়াড়রা খেলাতে মশগুল ছিল। সেখানকার সাফাই-কর্মী বাহানা করে একটা ঘড়ি সরিয়ে ঝোঁপের মাঝে রেখে দিল। খোঁজ হলে সে বেঁচে গেল। পরবর্তী দিনে তা হাতিয়ে নিল।

এইভাবে ছল-চাতুরি করে অনেক চুরি হয়ে থাকে। অনেকে সাধুর বেশে চুরি করে। এমন ধূর্তবাজ এক চোরের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "--- এমনকি (সূর্য-গ্রহণের নামায পড়ার সময়) জাহান্নামে আমি এক মাথা বাঁকানো লাঠি-ওয়ালাকেও দেখলাম, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে; যে তার ঐ লাঠি দিয়ে হাজীদের সামান চুরি করত। লাঠির ঐ বাঁক দিয়ে সামান টেনে নিত। অতঃপর কেউ তা টের পেলে বলত, আমার লাঠিতে আপনা-আপনিই ফেঁসে গেছে, আর কেউ টের না পেলে সামানটি নিয়ে চলে যেত। *(মুসলিম ১৫০৭নং)*

মহানবী ﷺ-এর যুগে (এক উচ্চবংশীয়) মাখযূমী মহিলা লোকের কাছে জিনিস ধার নিত, অতঃপর তা অস্বীকার করত। এই শ্রেণীর চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজন-সহ কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায়, সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)। এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮নং, আসহাবে সুনান)*

বলাই বাহুল্য, অপরের মাল অন্যায়ভাবে নিয়ে কেউ যেন নিজেকে ধন্য ও ধনী মনে না করে। বড় মিসকীন সে, পরকালেও বড় নিঃস্ব সে।

ঋণের বোঝা, নয়কো সোজা!

অনেক মানুষ আছে, যারা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে চায় না। ঋণদাতার অর্থকে তারা হালাল মনে করে নিশ্চিন্তে হজম করে যায়। অথচ ঋণের টাকাও বান্দার একটি হক। সে টাকা আদায় না দিয়ে দুনিয়াতে বগল বাজিয়ে মারা গেলে আখেরাতে যে ধরা খাবে, তা হয়তো তারা জানে না অথবা বিশ্বাস করে না।

ঋণ করা ভালো নয়। ঋণ করা দারিদ্র্যের লক্ষণ। অবশ্য অতি প্রয়োজনে ঋণ করা বৈধ। বিলাসিতা করার জন্য ঋণ করা বৈধ নয়। বৈধ নয় বিলাসীর এই বুলি, 'যাবজ্জীবং সুখং

জীবেদ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' (অর্থাৎ, যতদিন বাঁচব সুখে বাঁচব। ঋণ করেও ঘি খাব।)

ঋণের বোঝা সোজা নয়। ঋণ মাথায় ঠোকে পিন। ঋণ দিনে দুশ্চিন্তা ও রাতে অনিদ্রা আনে। ঋণগ্রস্ত মানুষ বিশেষ পাপে লিপ্ত হয়।

এই জন্য মহানবী ﷺ নামাযের শেষ বৈঠকে সালাম ফেরার পূর্বে বিভিন্ন প্রার্থনা করার সময় ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনাও করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো ঋণ থেকে খুব বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। (তার কারণ কী?) প্রত্যুত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "কারণ, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে (ওয়াদা-খেলাফী করে)।" *(বুখারী ৮৩২, মুসলিম ৫৮৯ নং)*

ঋণ পরিশোধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেন, "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এই পছন্দ করতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলি।" *(বুখারী ৬২৬৮-নং)*

যে ব্যক্তি দেনা নিয়ে তা পরিশোধ করে না, করতে চায় না, সে ব্যক্তি এক প্রকার চোর। পরের মাল হাত পেতে চেয়ে নিয়ে সে আর ফেরত দিতে চায় না। সরাসরি চুরি করতে ভয় ক'রে এই পদ্ধতিতে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করে। 'তোমার পয়সা কি মেরে দেব নাকি?'--- অনেকে এই কথা বলে আত্মমর্যাদা প্রকাশ করলেও ঋণ-পরিশোধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। অনেকে উন্নাসিকতার সাথে বলে, 'তোমার ধারি না যাও, যা পারবে করে নাওগে!' এমন শ্রেণীর লোকেরা চোর হয়ে রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চুরি করতে না গেলেও প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের অর্থ লুঠ ও ডাকাতি করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১০নং)*

ঋণগ্রস্ত মানুষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। অনেক সময় সে শাস্তির উপযুক্ত হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(ঋণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা তার সম্ভ্রম ও শাস্তিকে হালাল করে দেয়।" *(আহমাদ ৪/২২২, আবূ দাঊদ ৩৬২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৪২৭, ইবনে হিব্বান ৫০৮৯, হাকেম ৪/১০২, সহীহুল জামে' ৫৪৮৭নং)*

ঋণ করে তা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন স্বার্থে তা পরিশোধ করতে টালবাহানা ও ছেঁচ্ড়ামি করলে ঋণদাতার পক্ষে তার এই দুর্ব্যবহারের চর্চা করা বৈধ হয়ে যায়। যেমন বিচার-বিভাগ কর্তৃক তার ঐ টালবাহানার উপর শাস্তি বা জেল দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হয়।

ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করা এক প্রকার যুলুম, এক শ্রেণীর অন্যায়। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ের ব্যাপারে) টাল-বাহানা করা অন্যায়। আর তোমাদের কাউকে যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা ক'রে দেওয়া হবে, তখন তার উচিত, তার অনুসরণ করা।" (অর্থাৎ তার কাছে ঋণ তলব করা।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

ঋণ পরিশোধে শৈথিল্য হলে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কটু কথা শুনতে হয়। আর সে কথা বলার অধিকার ঋণদাতার আছে।

মহানবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট ঋণী ছিলেন। লোকটি ঋণ আদায় করতে এসে মহানবী ﷺ-কে কর্কশ ভাষায় কটু কথা শোনাতে শুরু করে দিল। তা দেখে সাহাবাগণ তাকে (ধমক

দিয়ে) বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হকদারের কথা বলার অধিকার আছে। তোমরা ওর ঋণ শোধ করে দাও।" *(মুসলিম ১৬০১নং, আহমাদ)*

ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেলে কেউ বেঁচে যাবে না। মরার পরেও তাকে ঐ ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। তবে মরার পরে তো টাকা-পয়সা থাকবে না। পরকালের পুঁজি দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি একটি দীনার অথবা দিরহাম ঋণ রেখে মারা যাবে, সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতে) নিজের নেকী থেকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ, সেখানে কোন দীনার নেই, কোন দিরহামও নেই।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১৪, সহীহুল জামে' ৩৪১৮, ৬৫৪৬ নং)*

শহীদের মর্যাদা কত?

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫১৮২ নং)*

তা সত্ত্বেও শহীদ যদি ঋণ পরিশোধ করে মারা না যায়, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। যেহেতু তা বান্দার হক।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁদের জন্য বর্ণনা করলেন যে, "আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল।" এ কথা শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে হত্যা ক'রে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন ক'রে দেওয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে খুন হও, তাহলে।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কী যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন ক'রে দেওয়া হবে?' রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে (খুন হও, তাহলে)। কিন্তু ঋণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল ﷵ আমাকে এ কথা বললেন।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১১ নং)*

তিনি আরো বলেন, "ঋণ পরিশোধ না করার পাপ ছাড়া শহীদের সমস্ত পাপকে মাফ করে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১২ নং)*

বান্দার হক বান্দার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তাছাড়া ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না। আর সে জন্যই শহীদ জান্নাতের পথে আটকে থাকবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ঋণ পরিশোধ অবধি মু'মিনের আত্মা ঝুলানো থাকে।" (অর্থাৎ, তার জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার ফায়সালা হয় না।) *(তিরমিযী হাসান)*

ঋণ রেখে মারা যাওয়া ব্যক্তির অপরাধ বুঝাতে মহানবী ﷺ তার জানাযা পড়তেন না। তাঁর নিকট জানাযা পড়ার জন্য যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুর্দাকে হাযির করা হত, তখন তিনি

জিজ্ঞাসা করতেন, "ঋণ পরিশোধ করার মতো কোন মাল ও ছেড়ে যাচ্ছে কি?" সুতরাং উত্তরে যদি তাঁকে বলা হত যে, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করার মতো মাল ছেড়ে যাচ্ছে', তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। নচেৎ বলতেন, "তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।" *(মুসলিম ১৬১৯নং)*

সালামাহ বিন আক্ওয়া' বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি জানা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁকে তার জানাযা পড়তে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" সকলে বলল, 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়লেন।

এরপর আর একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে তাঁকে তার জানাযা পড়তে অনুরোধ করল। তিনি তার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলা হল, 'হ্যাঁ।' বললেন, " ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'তিন দীনার।' তা শুনে তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকেরা শেষ নামায পড়তে আবেদন জানালে তার সম্বন্ধেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' বললেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলল, " তিন দীনার।" এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" তখন আবু কাতাদাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ওর জানাযা আপনি পড়ুন। আমি ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি।' *(বুখারী ২১২৭, নাসাঈ ১৯৩৫, আহমাদ ১৫৯১৩নং)*

এই জন্য মু'মিন মরণের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। শেষ অবধি না পারলে নিজ ওয়ারেসগণকে তা পরিশোধ করার অসিয়ত করে। আবূ খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা (যুবাইর) 'জামাল' যুদ্ধের দিন দাঁড়ালেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। সুতরাং আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে বৎস! আজকের দিন যারা খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত। আমার ধারণা যে, আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা আমার ঋণের। (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ যে, আমার ঋণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেঁচে যাবে)?' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পদ বিক্রি ক'রে আমার ঋণ পরিশোধ ক'রে দিয়ো।' আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তাঁর অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ-এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, 'যদি ঋণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু সম্পদ বেঁচে যায়, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য।'

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আব্বাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি (যুবাইর) তাঁর ঋণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে থাকলেন এবং বললেন, 'হে বৎস! যদি তুমি ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য নিও।' তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বললাম, 'আব্বাজান! আপনার মওলা কে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ।' আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি তাঁর

ঋণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি তখনই বলেছি, 'হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দাও।' সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি 'গাবাহ' ছিল আর এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দু'টি বাসরায়, একটি কুফায় এবং একটি মিসরে। তিনি বলেন, আমার পিতার ঋণ এইভাবে হয়েছিল যে, কোন লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে আসত। অতঃপর যুবাইর ﷺ বলতেন, 'না, (আমানত হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে থাকবে। কেননা, আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।' (কারণ আমানত নষ্ট হলে তা আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু ঋণ আদায় করা সর্বাবস্থায় জরুরী)।

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যাতে তাঁর মাল সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র, উমর ও উষমান ﷺদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন)।

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর ঋণ হিসাব করলাম, তো (সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম। অতঃপর হাকীম ইবনে হিযাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, 'হে ভাতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত ঋণ আছে?' আমি তা গোপন করলাম এবং বললাম, 'এক লাখ।' পুনরায় হাকীম বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হবে।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'কী রায় আপনার যদি ২২ লাখ হয়?' তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো। সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও।'

যুবাইর এক লাখ সত্তর হাজারের বিনিময়ে 'গাবাহ' কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, 'যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমার সঙ্গে 'গাবাহ'তে সাক্ষাৎ করুক।' (ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর নিকট এলেন। যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ ঋণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, 'তোমরা যদি চাও, তবে এ ঋণ তোমাদের জন্য মকুব ক'রে দেব?' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'যদি তোমরা চাও যে, ঋণ (এখন আদায় না করে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে পার।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি আমাকে এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'এখান থেকে এখান পর্যন্ত তোমার রইল।'

অতঃপর আব্দুল্লাহ ঐ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি ক'রে তাঁর (পিতার) ঋণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ ক'রে দিলেন। আর ঐ 'গাবাহ'র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল। অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে আম্র ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যামআহ উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়াহ তাঁকে বললেন, 'গাবাহর কত দাম হয়েছে?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ভাগের এক লাখ।' তিনি বললেন, 'কয়টি ভাগ বাকী রয়ে গেছে?' তিনি বললেন, 'সাড়ে চার ভাগ।' মুনযির ইবনে যুবাইর বললেন, 'আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' আম্র ইবনে উষমান বললেন, 'আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' ইবনে যামআহ বললেন, 'আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' অবশেষে মুআবিয়াহ বললেন, 'আর কত ভাগ বাকী থাকল?' তিনি বললেন, 'দেড় ভাগ।' তিনি বললেন, 'আমি দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম।'

আব্দুল্লাহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর ভাগটি মুআবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন।'

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর ঋণ পরিশোধ ক'রে শেষ করলেন, তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, '(এবার) তুমি আমাদের মধ্যে আমাদের মীরাস বন্টন ক'রে দাও।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বন্টন করব না, যতক্ষণ না আমি চার বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে, সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ ক'রে দেব।' অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে থাকলেন। অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের মধ্যে (মীরাস) বন্টন ক'রে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল (যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন। আর যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ ক'রে। তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু'লাখ। *(বুখারী ৩১২৯নং)*

মৃতব্যক্তির কারো নামে কোন অসিয়ত থাকলে তা কার্যকর করার আগে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "অসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।" *(বাইহাকী, ইরওয়াউল গালীল ১৬৫৫ নং)*

ওয়ারেসদের মাঝে মীরাস বন্টনের পূর্বে মৃতের কৃত দেনা আগে শোধ করতে হবে। ওয়ারেসদের কেউ কি চাইবে যে, তার ঐ মাইয়্যেত লটকে থাক অথবা জান্নাতী হলে জান্নাতের পথে আটকে থাক?

সা'দ বিন আত্বঅল ﷺ বলেন, আমার ভাই মাত্র ৩ শত দিরহাম রেখে মারা যান। আর ছেড়ে যান সন্তান-সন্ততিও। আমার ইচ্ছা ছিল ঐ দিরহামগুলি আমি তাঁর পরিবারবর্গের উপর খরচ করব। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বললেন, "তোমার ভাই তো ঋণ-জালে আবদ্ধ। সুতরাং তুমি গিয়ে (আগে) তার ঋণ শোধ কর।" অতএব আমি গিয়ে তার ঋণ শোধ করে এলাম এবং নবী ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি তার সমস্ত ঋণ শোধ করে দিয়েছি। তবে একটি মহিলা দুই দীনার পাওয়ার কথা দাবী করছে, কিন্তু তার কোন সবুত নেই। তিনি বললেন, "ওকেও দিয়ে দাও। কারণ ও সঠিক বলছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৪, আহমাদ ১৬৯৩নং)*

বান্দার হক আত্মসাৎ করে কেউ রেহাই পাবে না। পরকালে জান্নাতে সুখের জীবন পেতে হলে আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে বান্দারও হক আদায় করতে হবে। বান্দাকে কষ্ট দিয়ে বান্দার প্রভুকে সন্তুষ্ট করা যাবে না।

মানুষ এ দুনিয়ায় এসেছে পরিষ্কার হতে, পরিচ্ছন্ন হতে। জান্নাতের মেহমানখানায় সে অপরিচ্ছন্ন ছিল। পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে গেলে আবার সেই মেহমানখানা পাওয়া যাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির প্রাণ তার দেহত্যাগ করে এবং সে সেই সময় তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি বেহেশ্ত প্রবেশ করবে; (আর সে ৩টি জিনিস হল,) অহংকার, ঋণ ও খিয়ানত।" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ঈবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৪১১নং)*

সরকারী মাল হরফ

জনসাধারণের অর্থ, সরকারী তহবীল, বায়তুল মাল, ফান্ডের মাল, মসজিদ-মাদ্রাসার মাল, জিহাদের গনীমতের মাল ইত্যাদি চুরিও চুরি। এতে এক সাথে দেশের সকল জনগণের অধিকার নষ্ট হয়।

দুর্নীতি করে সরকারী মাল আত্মসাৎ করা, অন্যায়ভাবে সাধারণী মাল নয়ছয় করা বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন,

(إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

"অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহর মালে নাহক তসরুফ (তাসার্রুফ) করে থাকে। তাদের জন্য কিয়ামতে জাহান্নাম অপেক্ষা করছে।" *(বুখারী ৩১১৮-নং)*

সরকারী মালের দায়িত্বশীল হয়ে সে মালের চোর হওয়া বড় অন্যায়। রক্ষকই ভক্ষক হয়ে 'ঘরের পাশে মরাই, গুটি-গুটি সরাই' বলে তা কুক্ষিগত করা বড় যুলম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর সে আমাদের কাছে ছুঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিংবা কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। কিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে।" এ কথা শুনে আনসারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন আমি তাকে (এখন) দেখছি। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন,) তা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন।' তিনি বললেন, "তোমার কী হয়েছে?" সে বলল, 'আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে শুনলাম।' তিনি বললেন, "আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যেন অল্প-বেশী (সমস্ত মাল) আমার কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তা হতে তাকে যতটা দেওয়া হবে, তাইই সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে তাকে বিরত রাখা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন,

« مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

"তোমাদের মধ্যে যাকে আমরা কোন চাকরী দান করলাম, অতঃপর সে একটি সুচ বা তার থেকে বড় কিছু গোপন (করে আত্মসাৎ) করল, সে আসলে খিয়ানত করল এবং কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৬০২৪নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ)) . رواه مسلم

"কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছায় একটা পতাকা থাকবে, যাকে তার বিশ্বাসঘাতকতা অনুপাতে উঁচু করা হবে। জেনে রেখো! রাষ্ট্রনায়ক (বিশ্বাসঘাতক হলে তার) চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর অন্য কেউ হতে পারে না।" *(মুসলিম ৪৬৩৬নং)*

সরকারী মালে কেউ অনধিকার দাবী করতে পারে না। কোন বাহানায় তা আত্মসাৎ করতে পারে না। সরকারী নেতা বা চাকুরে হয়ে দুর্নীতি করতে পারে না। করলে সেই মাল কিয়ামতে

প্রকাশ পেয়ে তাকে লাঞ্ছিত করে সেই বিশাল লোকারণ্যে।

মহানবী ﷺ আয্‌দ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মালসহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা ক'রে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন, তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ؓ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী-মুসলিম)*

সাধারণী মালে খিয়ানত করলে জাহান্নামে যেতে হবে। নবী ﷺ-এর সামানের জন্য একটি লোক নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরাহ বলা হত। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে জাহান্নামী।" অতঃপর (এ কথা শুনে) সাহাবীগণ তাকে দেখতে গেলেন (ব্যাপার কী?) সুতরাং তাঁরা একটি আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) পেলেন, সেটি সে (গনীমতের মাল থেকে) চুরি ক'রে নিয়েছিল। *(বুখারী)*

জিহাদে নিহত হলেও এমন খিয়ানতকারী 'শহীদ' হওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতেও যেতে পারবে না। উমার ইবনে খাত্ত্বাব ؓ বলেন, যখন খাইবারের যুদ্ধ হল, তখন রসূল ﷺ-এর কিছু সাহাবী এসে বললেন, 'অমুক অমুক শহীদ হয়েছে।' অতঃপর তাঁরা একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, 'অমুক শহীদ।' নবী ﷺ বললেন, "কখনোই না। সে (গনীমতের) মাল থেকে একটি চাদর অথবা আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) চুরি করেছিল, সে জন্য আমি তাকে জাহান্নামে দেখলাম।" *(মুসলিম)*

লোকে সরকারী মালকে নিজের মাল ধারণা করে। সরকারী মাল চুরি করে। বিদ্যুত চুরি করে, আর তাতে অপরের ঘাড়ে বিল চেপে বসে।

সরকারী যানবাহনে বিনা টিকিটে সফর করা এক প্রকার চুরি করা। রেল-লাইন থেকে লোহা চুরি করা, চুরি তো বটেই। সেই সাথে কত শত মানুষকে বিপদ ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় সামান্য লোহার লোভ সংবরণ না করতে পেরে।

'কম্পানী কা মাল, দরিয়া মেঁ ডাল' বলে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু তা আসলে আমানতে খিয়ানত।

বলা বাহুল্য, যে মাল আপনার নয়, সে মাল সরকারী হলেও অন্যায়ভাবে গ্রাস করা অথবা নষ্ট করায় পরের অধিকার নষ্ট হয়। এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে, শাস্তিও ভুগতে হবে।

বাঁচার অধিকার

প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে। তাই প্রাণ হত্যা করার অধিকার কারো নেই। এমনকি আত্মহত্যা করার অধিকারও কারো নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (নিসা ঃ ২৯)

আত্মহত্যা এমন কাবীরা গোনাহ যে, তার জানাযার নামায ইমাম সাহেব পড়বেন না। আর মহান আল্লাহ তার অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন জাহান্নামে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ".......যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন তাকে সেই বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, তার মানত পূরণ করা তার পক্ষে জরুরী নয়। আর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করা, তাকে হত্যা করার সমান।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" (বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" (বুখারী ১৩৬৫নং)

যেহেতু নিজের হলেও, নিজের দেহের উপর মানুষের অধিকার নেই। কেননা, তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর। বিধায় পরের দেহের উপর বান্দার কোন অধিকার থাকতে পারে না। সে অপরকে (বিধিসম্মত অনুমোদন ছাড়া) খুন করতে বা করাতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (٣٢) سورة المائدة

অর্থাৎ,এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল। (মায়িদাহ ঃ ৩২)

তিনি আরো বলেন,

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

অর্থাৎ, আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। (নিসা ঃ ৯৩)

{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (٣٣) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না; কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৩)

মহানবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন,

((الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ)). متفق عَلَيْهِ

"আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাঊদ, নাসাঈ)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)) . متفق عليه

"তোমাদের কেউ যেন তার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন ক'রে ইশারা না করে। কেননা, সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে দেবে, ফলে (মুসলিম হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "কাবীরাহ গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা, (অন্যায় ভাবে) কোন প্রাণ হত্যা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী)*

অনেক সময় মানুষ ফিতনায় অন্ধ হয়ে অপরাধী-নিরপরাধ নির্বিচারে অনেককে হত্যা করে। অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করতে নেশাগ্রস্ত হয়ে অন্যায়ভাবে খুন করে ও হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে

হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।" *(মুসলিম ১৮৪৮ নং)*

সুতরাং ফিতনা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে অস্ত্রধারণ করা বৈধ নয়। বৈধ নয় মুসলিমদের বিবদমান দুই পক্ষের একটা পক্ষ নিয়ে অপর পক্ষকে হত্যা করা। উহবান ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে অসিয়ত করে বলেন,

(إِنَّهُ سَيَكُونُ فُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ).

"ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো।" *(আহমাদ ২৭২০০নং)*

তিনি আবূ যার্র ﷺ-কে বলেছিলেন, "ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত করে নাও।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪২৬১নং, ইবনে মাজাহ)* "তুমি তাতে আল্লাহর হত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।" *(আহমাদ, হাকেম, ত্বাবরানী, আবূ য়া'লা)*

কোন কালেমাপাঠকারী মুসলিমের অন্তরের খবর না জেনে তার প্রতি কুধারণা রেখে 'কাফের' সন্দেহে হত্যা করা বৈধ নয়।

উসামা ইবনে যায়দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা ক'রে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম, তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছল। তিনি বললেন, "হে উসামা! তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।' পুনরায় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?" তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল ﷺ বললেন, "সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে।' তিনি বললেন,

((أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ ؟!))

"তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?" অতঃপর এ কথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম।

খুন করার পাপ এত বিশাল যে, কিয়ামতের দিন বান্দার হক সম্পর্কিত পাপরাশির মধ্যে তার বিচার সবার আগে হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

« أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ ».

"কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিচার-নিষ্পত্তি হবে তা হল খুন।" *(বুখারী*

৬৫৩৩নং, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

আর সে বিচারের কঠোরতা সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম ৪/৩৫১, আবূ দাউদ আবূ দারদা হতে, সহীহুল জামে' ৪৫২৪নং)*

যাকে খুন করা হয়েছে, সেও ছাড়বে না সেদিন। মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন খুন হয়ে নিহত ব্যক্তি তার খুনীকে তার মাথা ও কপালের চুল ধরে উপস্থিত করবে। আর সে সময় তার শিরাগুলো থেকে রক্তের ফিনকি ছুটবে। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, ও কেন আমাকে খুন করেছে?' পরিশেষে সে তাকে আরশের নিকটবর্তী করবে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৮০৩১নং)*

মানুষ খুন করার পাপ এত বিশাল বলেই তার বিশালতা বর্ণনায় আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ).

"একজন মুসলিমকে খুন করার চাইতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।" *(তিরমিযী ১৩৯৫, নাসাঈ ৩৯৮৭নং)*

আবার খুন করে যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, গর্ব করে বেড়ায়, খুন করে তৃপ্তি প্রকাশ করে, তার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ».

"যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করে তা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে, সে ব্যক্তির নফল, ফরয কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করবেন না।" *(আবূ দাউদ ৪২৭২, সহীহুল জামে' ৬৪৫৪নং)*

শুধু মুসলিম হত্যাই না, অযোদ্ধা শান্তিপ্রিয় অমুসলিমকে হত্যা করাও বৈধ নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).

"যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, বুখারী ৩১৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

অনেকে ধারণা করতে পারে, ভ্রূণ হত্যায় পাপ নেই, যেহেতু তা নিজের ঔরসজাত। তাই দারিদ্র্যের ভয়ে অথবা বিলাস-সুখের আশায় ভ্রূণ হত্যা করে। অথচ মহান আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণকে পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার দিয়েছেন এবং যেমন নিজেকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তেমনি নিজ সন্তানকেও হত্যা করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (١٥١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, এসো তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই ঃ তোমরা কোন কিছুকে তাঁর অংশী করবে না, মাতা-

পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। (আন্‌আম ঃ ১৫১)

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا} (٣١)

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না, আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩১)

প্রাচীন জাহেলী যুগে মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো, আধুনিক জাহেলী যুগে বিভিন্ন পন্থায় হত্যা করে নর্দমা বা ডাস্‌বিনে ফেলা হয়। ছেলের তুলনায় মেয়ের ভ্রূণ বেশি হত্যা করা হয়। এই হত্যারও হিসাব লাগবে কাল কিয়ামতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (٩)

অর্থাৎ, যখন জীবন্ত-প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (তাকভীর ঃ ৮-৯)

নিশ্চয় সন্তান হত্যা মহাপাপ। অযাচিত বা অবৈধ সন্তান হলেও আল্লাহর দেওয়া দানকে যত্ন সহকারে গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ সে পাপের সাজা তো ভুগতেই হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর---অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে---এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।"

আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (٦٩)

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭,৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

অবশ্য যারা নিজে নিজে বাঁচার অধিকারটুকু নষ্ট করে দিয়েছে, তাদের কথা আলাদা। মহান আল্লাহ তাদের বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের মধ্যে প্রাণদন্ডের বিধান আছে। যেহেতু সে মানুষ তখন মানুষদের দুশমন হয়, তাই মানুষের অধিকার রক্ষা করতে মানুষকে প্রাণদন্ড দিতে হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ

وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).

"তিন ব্যক্তি ছাড়া 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথায় সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলিমকে খুন করা (কারো জন্য) বৈধ নয়; বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামাআত ত্যাগী।" *(বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ১৬৭৬নং আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

প্রত্যেকেই বাঁচার অধিকার আছে, রহীমের আছে, করীমেরও আছে। কিন্তু রহীম যদি করীমকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে করীমের অধিকার আছে, সে নিজের অধিকার নিজে আদায় করে নেবে। এতে যদি সে অসফল হয়ে খুন হয়ে যায়, তাহলে শহীদের মর্যাদা পাবে।

প্রতিশোধ বা বদলা নেওয়ার বিধি শরীয়তে আছে। তবে তা সরকারী ক্ষমতার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বদলা-নীতি আমাদেরকে দিয়েছেন, যেমন পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদেরকেও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٤٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, আর তাদের জন্য ওতে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী। (মায়িদাহ ঃ ৪৫)

বলা বাহুল্য, খুনী ব্যক্তি নিজেকে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সুতরাং প্রশাসক তাকে হত্যা করে। আর তার জীবন নাশে অনেকের জীবন থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, (হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সংযমী হতে পার। (বাক্বারাহ ঃ ১৭৯)

অনুরূপ সমাজ-বিরোধী যারা, তারাও জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। যেমন বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিধান পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর সমকামীদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ).

"তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)*

পশুগমনকারী অপরাধীর জন্য মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৫৮৮নং)*

শরীয়তে মারের বদলে মারের বিধান রয়েছে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। মার দিয়ে দুনিয়ার

বিচারে পার পেয়ে গেলেও আখেরাতের বিচারে পার পাওয়ার পথ নেই।

লাইষ বিন সা'দ প্রমুখ বলেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার ﷺ-কে চিঠিতে লিখল, 'সকল প্রকার ইল্ম আমাকে লিখে পাঠান।'

ইবনে উমার ﷺ তাকে লিখে পাঠালেন,

إِنَّ العِلمَ كَثِيْرٌ، وَلَكِنْ إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلقَى اللهَ خَفِيفَ الظَّهْرِ مِنْ دِمَاءِ النَّاسِ، خَمِيْصَ البَطنِ مِنْ أَمْوَالِهِم، كَافَّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِم، لاَزِماً لأَمرِ جَمَاعَتِهِم، فَافعَلْ.

অর্থাৎ, ইল্ম তো অনেক। তবে মানুষের রক্তভার থেকে হাল্কা পিঠ হয়ে, তাদের ধন-মাল থেকে পেটকে খালি রেখে, তাদের মান-ইজ্জতের ব্যাপারে জিহ্বাকে সংযত রেখে এবং তাদের জামাআতের ঐক্য অবলম্বন ক'রে যদি তুমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারো, তাহলে তা কর। *(ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশ্ক ৩১/১৬৯, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৩/২২২)*

যদি তা কেউ করতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(٤٢) سورة الشورى

অর্থাৎ, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ ক'রে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। *(সূরা ঃ ৪২)*

পিতামাতার অধিকার

মহান আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাকে-আপনাকে সৃষ্টি করেছেন পিতামাতার ঔরসে। পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন পিতামাতার মাধ্যমে। শৈশবে লালন করেছেন তাদেরই অনুকম্পা ও বাৎসল্যের ছায়াতলে। অপরিণত শিশু থেকে পরিণত যুবকে উপনীত করেছেন তাদেরই নিরাপদ আশ্রয়ে।

তারা প্রয়োজনে খেতে দিয়েছে, শীত-গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছে, রোগগ্রস্ত হলে চিকিৎসা করিয়েছে। কত কষ্ট করেছে, কত খরচ করেছে। তাদের অধিকারের কথা অস্বীকার করার উপায় আছে?

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে তাদের সেই অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর ইবাদতের অধিকারের পাশাপাশি। তিনি বলেছেন,

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (٢٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি

বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।' (বানী ইস্রাঈল ঃ ২৩-২৪)

পিতামাতার অধিকার এত বেশি যে, সন্তানের জন্য তারা দুআ বা বদ্দুআ করলে তা সত্বর কবুল হয়ে যায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ».

অর্থাৎ, তিনটি দুআ কবুল হয়ে থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং ছেলের জন্য মা-বাপের বদ্দুআ। *(আহমাদ, আবূ দাউদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২নং)*

পিতামাতা সন্তানের প্রতি বড় স্নেহময় দয়াশীল। কোন পিতামাতাই নিজ সন্তানের কোন ক্ষতি চাইতে পারে না। সুতরাং সহজে তাদের মুখ থেকে সন্তানের জন্য বদ্দুআ বের হতে পারে না। নিশ্চয় মহা কষ্ট ও অতি দুঃখ তাদেরকে অতিষ্ঠ করে বলেই সে বদ্দুআ ও অভিশাপ তাদের মুখ থেকে বের হয়ে থাকে।

যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, "তাদেরকে বিরক্তিসূচক 'উঃ' বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বল" সেখানে সন্তান তাদেরকে গালি দেয়।

যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, "অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো" সেখানে সন্তান তাদের গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে!

যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, "তাদের জন্য (দুআ ক'রে বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে" সেখানে সন্তান তাদের মৃত্যুকামনা করে! চোখের আড়াল করার জন্য হয়তো-বা স্ত্রীর মনরক্ষা করতে তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়।

যে পিতামাতা অতি যত্ন সহকারে শৈশবে লালন-পালন করে, অতঃপর যুবক-যুবতী হয়ে সন্তান সেই পিতামাতাকে পর করে দেয়। পিতামাতা থেকে বেশি আপন হয় সন্তানের বন্ধুবান্ধব, প্রেমিকা, স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়ী। প্রেম-দেবীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কত শত কুসন্তান পিতামাতার মান-সম্মান ও স্নেহ-শ্রদ্ধাকে বলিদান দেয়। তাদের শ্লোগান হল, 'প্রেমের জয় হোক, পিতামাতা ক্ষয় হোক'!

ইসলামের নৈতিকতা হল, "পিতামার সন্তুষ্টি লাভের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৮২৯, সঃ তারগীব ২৫০৩নং)*

পিতামাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাত পাবে না। *(আহমাদ ১৩৩৬০, নাসাঈ ২৫৬২, হাকেম ২৪৪নং)*

মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্ত। আল্লাহর পথে (নফল) জিহাদ অপেক্ষা পিতামাতার সেবা বেশি বড়। *(নাসাঈ ৩১০৪, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৮৩২নং)*

সাহাবী হওয়ার সুযোগ লাভ অপেক্ষা মায়ের সেবায় নিরত থাকার মর্যাদা অধিক। উয়াইস ক্বারনী (রঃ) সেই মর্যাদা লাভ করেছেন। *(মুসলিম ৬৬৫৬নং)*

এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোন কোন পিতামাতা সন্তানের নিকট থেকে প্রাপ্য অধিকার নিজেদের ব্যবহার-দোষে হারিয়ে ফেলে। তবুও কেবল জন্ম দেওয়ার জন্যই পিতামাতার অধিকার জন্মে সন্তানের কাছে প্রতিদান ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার। নিমকহারাম সন্তানই ভাবে, কামনার বশে সব পিতাই তাদের সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। কিন্তু তারপর মায়ের তো কোন কামনা থাকে না। দশ মাস দশ দিন পেটে বয়ে নিয়ে বেড়ানোর মাঝে, তার মধ্যে কত কষ্ট ও

অসুখ বহন করার মাঝে কী কামনা থাকে? না খেয়ে খাওয়ানো, না ঘুমিয়ে ঘুম পাড়ানোর মাঝে তার কোন কাম-লালসা চরিতার্থ হয়?

পিতামাতা বিবাহ করলেও তাদের হক আছে। কোন কারণে মাতা পিতাকে বর্জন করেছে অথবা পিতা মাতাকে বর্জন করেছে বলেই এক পক্ষ নিয়ে অন্য পক্ষকে অথবা উভয়েই সন্তান বর্জন করেছে বলে তাদের অধিকার হারিয়ে যায় না। যে পিতার বাধ্য সন্তান হয়, তার উচিত পিতার স্ত্রীকে ভালোবাসা, যে মাতার বাধ্য সন্তান, তার উচিত মায়ের স্বামীকেও ভালোবাসা।

পিতামাতা যদি কাফেরও হয়, তাহলেও তাদের অধিকার আছে। জন্মদান, দুগ্ধপান ও লালন করার বিনিময়ে তাদের সেই অধিকার লাভ হয়।

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٨) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে অংশী করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা কিছু করেছ, আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। (আনকাবূত ঃ ৮)

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (١٥)

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট (সকলের) প্রত্যাবর্তন। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব। (লুক্বমান ঃ ১৪-১৫)

বহু হতভাগা সন্তান আছে, যারা উঠতি বয়সে পিতামাতার সাথে রুক্ষ ব্যবহার ও বেআদবের আচরণ শুরু করে। তাদের কথায় কান দেয় না। তাদের মুখের উপর মুখ দেয়, তাদের কথার জবাবে জোরে কথা বলে, তাদেরকে চোখ রাঙায়, কড়া ও কর্কষ ভাষায় কথা বলে, হকের পক্ষ না নিয়ে বউয়ের পক্ষ নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়।

অতঃপর কর্মক্ষম ও উপার্জনশীল হলে সে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। আর তারা তার মুখাপেক্ষী ও করুণার পাত্র হয়ে কালাতিপাত করে!

এমনই এক হতভাগা আরবী পিতা বড় দুঃখের সাথে নিজ সন্তানের উদ্দেশ্যে কবিতায় বলেছেন,

(غَذَوْتُكَ مَوْلُوداً وعُلْتُكَ يافِعاً ... تُعَلُّ بِمَا أُدْنِي إِلَيْكَ وَتُنْهَلُ)

তোমার শৈশবে আমি তোমার পরিচর্যা করেছি, তোমার কৈশোরেও তোমার তত্ত্বাবধান করেছি। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় বারে যে পানীয় তোমাকে পান করিয়েছি, তাই তুমি পান করেছ।

(إِذَا لَيْلةٌ نابَتْكَ بالشَّكْوِ لَمْ أَبِتْ ... لِشكْوَاكَ إلاّ ساهِراً أَتَمَلْمَلُ)

যদি কোন রাতে তোমার মাঝে অসুস্থতা এসে গেছে, তাহলে তোমার অসুস্থতার জন্য আমি অনিদ্রায় অঙ্গারের বিছানায় এ পাশ ও পাশ করেছি।

(كأنّي أنا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بالَّذِي ... طُرِقْتَ بهِ دُونِي وَعَيْني تَهْمُلُ)

তোমাকে যে অসুস্থতা আক্রমণ করেছে, আসলে তা যেন আমাকেই আক্রমণ করেছে। আর আমার চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছে।

(تَخافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْك وإنّها ... لتَعْلَمُ أَنَّ المَوْتَ حَتْمٌ مُؤَجَّلُ)

আমার মন তোমার জন্য এই আশঙ্কা করে যে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ সে নিশ্চিতরূপে জানে যে, মরণ নির্ধারিত সময়ে অবশ্যম্ভাবী।

(فلمّا بَلَغْتَ السِّنَّ والغايَةَ الَّتي ... إليْها مَدَى ما كُنْتُ فيكَ أُؤَمِّلُ)

অতঃপর যখন তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হলে এবং সেই অভীষ্টে উপনীত হলে, যা আমি তোমার জন্য আশাধারী ছিলাম।

(جَعلْتَ جَزَائِي منْكَ جَبْهاً وَغِلْظَةً ... كأنّكَ أنتَ الْمُنْعِمُ المُتَفضّلُ)

তখন তুমি তোমার তরফ থেকে আমাকে আমার বিনিময় দিলে অপ্রিয়তা ও কঠোরতা। যেন তুমিই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও এহসানী করেছ!

(فَلَيْتَكَ إذْ لَمْ ترْعَ حقَّ أُبُوَّتي ... فعَلْتَ كما الجَارُ المُجاوِرُ يَفْعلُ)

হায়! তুমি যখন আমার পিতৃত্বের অধিকার রক্ষা করলে না, তখন যদি সেই আচরণ করতে, যা প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সাথে করে থাকে।

(وَسمَّيْتنِي باسْمِ المُفنَّدِ رَأْيُهُ ... وَفِي رَأْيِكَ التفْنيدُ لَوْ كُنتَ تَعْقِلُ)

তুমি আমাকে 'কান্ডজ্ঞানহীন' বলে আখ্যায়ন করলে। অথচ তোমার জ্ঞান থাকলে (তুমি বুঝে নাও যে), তুমিই কান্ডজ্ঞানহীন।

(تَرَاهُ مُعِدًا لِلْخِلافِ كأنّهُ ... بِرَدٍّ عَلى أهْلِ الصَّوَابِ مُوَكَّلُ)

(এমন সন্তানকে) তুমি দেখবে (পিতামাতার) বিরুদ্ধাচরণে সদাপ্রস্তুত। যেন সে সত্যাশ্রয়ীদের প্রতিবাদ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়েছে!

এমন সন্তান থেকে মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য যে, সন্তানের আনুগত্য পাওয়া পিতামাতার অন্যতম অধিকার। কিন্তু যে আনুগত্যে স্রষ্টার অবাধ্যতা হয়, সে আনুগত্যে অধিকার কোন সৃষ্টির নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ).

অর্থাৎ, "মহান স্রষ্টা (আল্লাহর) অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ১০৯৫, হাকেম, ত্বাবারানীর কাবীর ৩৮১নং)*

সন্তানের অধিকার

বান্দার জন্য সন্তান সৃষ্টিকর্তার দেওয়া অন্যতম নিয়ামত। সন্তান মানুষের সুখ ও সৌন্দর্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحياةِ الدُّنْيَا} [الكهف:٤٦]

অর্থাৎ, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। (কাহফ ঃ ৪৬)

অবশ্য সন্তান সকলের জন্য সুখের কারণ নয়। অনেকের জন্য হল আযাব। বহু সমাজে কন্যা-সন্তান মানুষের জন্য আযাব। যেমন সন্তানহীনতাও এক প্রকার আযাব। তবে এ সব কিছুতেই রয়েছে মহান আল্লাহর হিকমত ও পরীক্ষা। তিনি বলেন,

{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} (٥٠) سورة الشورى

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা ক'রে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (শূরা ঃ ৪৯-৫০)

বলা বাহুল্য, মহান স্রষ্টার ইচ্ছাক্রমে যে সন্তান আমাদের ঘরে আসে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়। সেই সন্তানকেই বুকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে হয়। সন্তানই মানুষের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ। সন্তান আজকের শিশু, কালকের পিতা।

'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের অন্তরে।'

সুতরাং সে সন্তানের প্রতি জনক-জননীর বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। তাদের কাছে কিছু প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, যা সন্তান দাবী করতে পারে।

সন্তান মানুষের ঘরে ও ঘাড়ে আল্লাহর দেওয়া একটি আমানত। এই আমানতে খিয়ানত করলে মানুষকে শাস্তি পেতে হয়।

সন্তান নিয়ামত হলে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয়। আর তা আদায় হয় তার হক আদায়ের মাধ্যমে।

সন্তানের উপর পিতামাতার যেমন অধিকার আছে, তেমনি পিতামাতার উপর সন্তানের প্রাপ্য অধিকার আছে। সে অধিকার কারো পক্ষে লংঘন করা বৈধ নয়।

পিতার উপর সন্তানের যে সকল অধিকার রয়েছে, তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১ম অধিকার ঃ আদর্শ মা নির্বাচন

সন্তানের জন্য আদর্শ মা নির্বাচন করা অন্যতম। কারণ মা-ই হল সন্তানের লালনকারিণী। মা ভালো না হলে সন্তান ভালো হওয়ার আশা করা যায় না।

মায়ের হাতেই গড়বে মানুষ মা যদি সে সত্য হয়,
মা-ই তো এ জাহানে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

এমন মা নির্বাচন করতে হবে, যে হবে আকীদা ও আমলে পরিপূর্ণ। ঈমান ও আখলাকে পরিচ্ছন্ন। শিক্ষা ও গুণের অলংকারে অলংকৃতা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ} (٥٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট ভূমি তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফসল উৎপন্ন করে এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত ক'রে থাকি। (আ'রাফ ঃ ৫৮)

তাছাড়া অনুর্বর জমি থেকে ফল-ফসলের আশা করা যায় না। নিমগাছ থেকে আঙুর ফল পাওয়ার আশা করা নিশ্চয় ভুল।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ».

"চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ ক'রে সফলকাম হও। (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩০৮২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ).

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের বীর্যের জন্য উত্তম পাত্র নির্বাচন কর। উপযুক্ত বিবাহ কর এবং উপযুক্ত বিবাহ দাও। *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১০৬৭নং)*

উপযুক্ত মা না হলে তার সন্তান উপযুক্ত হওয়ার আশা করা যায় না। তাই উপযুক্ত মা না হওয়ার কারণে যে সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, সে সন্তানের অধিকার নষ্ট হয় তার পিতার দ্বারা।

২য় অধিকার ঃ সুন্দর নাম নির্বাচন

নিজের নাম নিয়ে অনেক মানুষকে অনেক জায়গায় বিব্রত হতে হয়, লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়, উপহাসের পাত্র হতে হয়। মর্যাদার সুউন্নত শির কুশ্রী নামের কারণে অবনত হয়ে যায়। এই জন্য পিতামাতার উচিত, শিশুর সুন্দর নাম রাখা এবং আদর ও আহ্লাদছলে তাকে এমন নামে ডেকে পরিচিত না করা, যা মানুষের কাছে হাস্যকর।

প্রকাশ থাকে যে, ছেলে হলে দু'টি এবং মেয়ে হলে একটি আকীকা করা সুন্নত। তবে তার সাথে নাম রাখার কোন সম্পর্ক নেই।

৩য় অধিকার ঃ মাতৃদুগ্ধ দান

পিতামাতার উপর সন্তানের একটি অধিকার, তার সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আর তার শুরুতেই স্তন্যদুগ্ধ পান করানো অন্যতম। তার ফলে শিশু বহু প্রকার রোগের হাত থেকে মুক্তি পায়।

কিন্তু বহু মাতাপিতা আছে, যারা নিজেদের সুখ-সৌন্দর্য সুরক্ষা করতে গিয়ে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান না করিয়ে কৃত্রিম দুগ্ধ পান করায়। আর তার ফলে শিশু রোগগ্রস্ত হয়। অধিকার লংঘন হয় শিশুর।

মহান সৃষ্টিকর্তা বলেছেন,

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:٢٣٣]

অর্থাৎ, জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে; যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৩)

৪র্থ অধিকার ঃ শিক্ষাদান

সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তার একটি প্রাপ্য অধিকার। সুশিক্ষা ও আদবদান শুরু হবে মায়ের কোল থেকে। মা-ই হবে শিশুর প্রথম স্কুল ও প্রথম শিক্ষিকা। সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়িকা হবে মা। বাপ হবে শিশুর পথিকৃৎ।

মা-বাপ ছেলেমেয়েকে বহু কিছু দান করে থাকে, কিন্তু আদব হল সবচেয়ে বড় দান। সুন্দর চরিত্রের উপহার হল সবচেয়ে বড় উপহার। ছেলেমেয়েরা যদি নামাযী ও পরহেযগার হয়ে গড়ে ওঠে, চরিত্রবান ও চরিত্রবতী হয়ে সমাজে পরিচিতি লাভ করতে পারে, তাহলে তাতে মা-বাপেরই চক্ষু শীতল হয় সবার আগে। তাদেরই মাথা উঁচু হয় অন্যদের পূর্বে।

শিশুর মনের জমি খালি থাকে, পিতামাতাই তাতে গাছ বা আগাছা রোপণ করতে পারে। শিশুর মনের মাটি নরম থাকে, পিতামাতাই তা দিয়ে ইচ্ছামতো পাত্র গড়ে নিতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ)).

"প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

সুতরাং মুসলিম পিতামাতার উচিত, সন্তানকে ইসলামী প্রকৃতির উপর অবিচল রাখা এবং বাইরের পরিবেশের কারণে সে যাতে নাস্তিক, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক বা ফাসেক না হয়ে যায়, তার খেয়াল রাখা।

প্রতিবেশ, পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধব, স্কুল-কলেজ, ক্লাব ও রাজনীতির ময়দান মানুষকে বদলে দিতে পারে; যদি বাড়ির প্রভাবে অধিক শক্তিশালিতা না থাকে। বাড়ির পরিবেশে যদি প্রতিষেধক আকীদা না থাকে, তাহলে বাড়ির ভিতরেও নানা প্রচার মাধ্যম মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। সুতরাং উচিত হল শিশুকে তেমনিভাবে মানুষ করা, যেমন আরবী কবি বলেছেন,

وينشأ ناشئُ الفتيانِ فينا ... على ما كان عوَّده أبوه

وما دان الفتى بحِجًى ولكنْ ... يعوِّدُهُ التديُّنَ أقربوه

অর্থাৎ, আমাদের মাঝে নবযুবক গড়ে ওঠে, যেভাবে তার পিতা তাকে অভ্যাসী করে।

তরুণ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা দ্বীনদার হয়ে গড়ে ওঠে না। বরং তার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে দ্বীনদারীতে অভ্যাসী করে তোলে।

সন্তানকে সেই শিক্ষা সর্বপ্রথম দেওয়া উচিত, যে শিক্ষার ফলে সে ইহ-পরকালে লাভবান হবে। দুনিয়ার শীত-গ্রীষ্ম থেকে তাকে রক্ষা করা যেমন পিতামাতার দায়িত্ব, তেমনি পরকালের শীত-গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও তাদের নেওয়া আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। (তাহরীম ঃ ৬)

জাহান্নাম থেকে বাঁচা ও বাঁচানোর পথ হল, নিজে দ্বীন শিক্ষা করুন, পরিবারকে শিক্ষা দিন, তার উপর আমল করুন এবং এ সবে ধৈর্যধারণ করুন।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেছেন, 'তুমি তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও। কারণ তুমি তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, তুমি তাকে কী আদব শিখিয়েছ? তুমি তাকে কী শিক্ষা দিয়েছিলে? আর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার সাথে সদ্ব্যবহার ও তোমার আনুগত্যের ব্যাপারে।'

মহান আল্লাহ রহমানের বান্দাদের অন্যতম গুণ উল্লেখ করে বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} (٧٤)

অর্থাৎ, যারা (প্রার্থনা ক'রে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।' (ফুরক্বান ঃ ৭৪)

হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ)কে কাষীর বিন যিয়াদ উক্ত আয়াতের তফসীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'হে আবূ সাঈদ! এ (প্রার্থিত জিনিস) কি দুনিয়ার জন্য চাওয়া হয়, নাকি আখেরাতের জন্য?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'না---আল্লাহর কসম! বরং তা দুনিয়ার জন্যই চাওয়া হয়। রহমানের বান্দা দুনিয়াতেই তার স্ত্রী ও ভাই-বন্ধুর মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য প্রত্যক্ষ করতে চায়।'

আল্লাহর কসম! মুসলিম ব্যক্তির কাছে এর চাইতে বেশি প্রিয় আর কিছু হতে পারে না যে, সে তার পুত্র-কন্যা, পিতামাতা, স্ত্রী-বন্ধু ও ভাই-বোনকে মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা-বান্দী হিসাবে দেখতে পাবে। আর সে দর্শন নয়নাভিরাম বিলাস-বিহারের পুষ্পোদ্যান অপেক্ষা অধিক নয়নপ্রীতিকর। আল্লাহর অনুগত পরিবার দেখে মু'মিন বান্দার চক্ষু শীতল হয়, চোখ জুড়িয়ে যায়, জান ঠান্ডা হয়ে যায়, মন ভরে যায়, হৃদয় প্রফুল্ল হয়।

মন বড় আনন্দিত হয়, যখন শয্যাসঙ্গিনী ঘুম থেকে জাগিয়ে প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে বলে, 'ওগো ওঠো, আযান হয়েছে।'

সে দর্শন বড় তৃপ্তি ও প্রীতিকর, যখন মুসলিম আপনজনের চাল-চলন, আচার-আচরণ, চরিত্র-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা, সাধ-সাধনাকে দ্বীনের আনুগত্যপূর্ণ দর্শন করে।

আর অপরের নয়নপ্রীতিকর অনুরূপ কিছু দর্শন করে অনেক হতভাগার মনে হিংসা হয়। ফলে তাদের পুষ্পিত কাননে নোংরা কাদা ছিটায়। সত্যই তো প্রত্যেক সুখী হিংসিত হয়। অথচ সে হিংসায় হিংসুক ছাড়া অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সময় আসে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। ফলে সেই পবিত্র ইলাহী পানি ফুলের উপরে ছিটানো কাদা ধৌত করে দেয়। "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"

পক্ষান্তরে নোংরা মনের হতভাগা মানুষ নিজ নোংরামিতেই হাবুডুবু খায়। পরের বর্কত ও উন্নতি দেখে মনে মনে জ্বলে, আর গরম তেলে লুচির মতো ফুলে ফুলে ওঠে! কুশ্রী মনের পরশ্রীকাতরের জীবনে হা-হুতাশ ছাড়া আর কী থাকে? সুন্দরের প্রতি বিষে ভরা মন নিয়েই তার জীবনাবসান ঘটে। এটা তার কারেন্ট্ শাস্তি। আর হিসাব তো হিসাবের দিন।

সন্তানের এক অধিকার এই যে, মাতৃস্নেহ ছায়াতলে প্রতিপালিত হবে। পিতৃবাৎসল্য অনুকূলে মানুষের মতো মানুষ হবে। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে সন্তান এতীম ও অনাথ। আরবী কবি বলেছেন,

ليس اليتيم من انتهى أبواه من .... هم الحياة وخلفاه ذليلا

إن اليتيم هو الذي تلقى له .... أما تخلت أو أبا مشغولا

অর্থাৎ, এতীম সে নয়, যার পিতামাতা জীবনের চিন্তা থেকে অবসর পেয়েছে এবং তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ছেড়ে গেছে।

প্রকৃত এতীম হল সেই, যার দেখবে এমন মা, যে তাকে বর্জন করেছে অথবা এমন বাপ, যে ব্যস্ত আছে।

মা-বাপ থাকতেও যে সন্তান সুশিক্ষা পায় না, সুপথের দিশারী পায় না, সুচরিত্রের আদর্শ পায় না, অন্ধকারে আলো পায় না, সে সন্তান যথেষ্ট পরিমাণে খেতে-পরতে পেলেও সে আসলে অনাথ-এতীম। তার প্রতি শত আফসোস এবং তার মা-বাপের প্রতি লক্ষ ধিক্কার!

সকল পিতামাতাই চায়, তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের বাধ্য হোক, তাদের কথামতো চলুক। কিন্তু সেই শিক্ষা ও প্রবণতা তাদের মাঝে সৃষ্টি করার দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু অনেক পিতামাতা আছে, যারা নিজ সন্তানের অবাধ্যতার অভিযোগ আনে, অথচ তারা সেই সন্তানকে বাধ্যতা শিক্ষা দেয় না। তারা জমিতে ঘাস আবাদ করে যথাসময়ে ধানের আশা করে। অথবা ক্ষেতের যথার্থ পরিচর্যা না করে আগাছায় ভরতি হয়ে যায়, অতঃপর যথাসময়ে ভালো ফলনের আশা করে!

একদা উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ-এর কাছে এক পিতা তার ছেলের অবাধ্যতার অভিযোগ করল। তিনি তার ছেলেকে উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। সে উপস্থিত হলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে তার অন্যায়াচরণের ব্যাপারে কৈফিয়ত নিলেন।

ছেলেটি বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! ছেলের কি বাপের উপর কোন অধিকার নেই?'

তিনি বললেন, 'অবশ্যই।'

ছেলেটি বলল, 'বাপের উপর ছেলের অধিকার কী?'

তিনি বললেন, 'এই যে, তার জন্য ভালো মা নির্বাচন করবে, তার সুন্দর নাম রাখবে এবং তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে।'

ছেলেটি বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার বাপ এর কিছুই করেনি। এক অগ্নিপূজকের মালিকানাধীন ছিল এমন এক নিগ্রো ক্রীতদাসীর গর্ভে আমার জন্ম দিয়েছে। আমার নাম রেখেছে 'জুআল' (গোবুরে পোকা)। আর কুরআনের একটি হরফও আমাকে শিখায়নি।'

ছেলের এ কথা শুনে আমীরুল মু'মিনীন পিতার উদ্দেশ্যে বললেন,

(جئتَ إليَّ تشكو عقوقَ ولدِكَ وقد عققْتَهُ قبلَ أن يَعقَّك، وأسأْتَ إليه قبْلَ أنْ يُسيء إليك)!

'তুমি তোমার ছেলের অবাধ্যতার অভিযোগ নিয়ে এসেছ আমার কাছে। অথচ সে তোমার অবাধ্যতা করার আগে তুমি তার অবাধ্যতা করেছ। সে তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করার আগে তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছ!' *(নাযমুদ দুরার অল-জাওয়াহির ৪/৫)*

এই শ্রেণীর বহু পিতামাতা আছে, যারা সন্তানের শারীরিক যত্ন খুব নিয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক যত্ন নেওয়া জরুরী আছে বলে মনে করে না। ফলে সন্তানকে উন্নত মানের খাবার খাওয়ায়, অসুস্থ হলে উন্নত মানের চিকিৎসা করায়, উন্নত মানের বাসস্থানে স্থান দেয়, উন্নত মানের অর্থকরী বিদ্যার বিদ্যালয়ে শিক্ষিতও করে তোলে। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। তারা ঘোড়ার খুব তোয়াজ করে, কিন্তু ঘোড়সওয়ারের প্রতি খেয়াল রাখে না। অথচ আরবী কবি বলেছেন,

يا خادمَ الجسمِ كمْ تشقى لخدمتِهِ ... أتطلبُ الربحَ مما فيه خسرانُ

أقبلْ على النفسِ واستكملْ فضائلَها ... فأنتَ بالنفسِ لا بالجسمِ إنسانُ

অর্থাৎ, হে দেহের সেবক! তার সেবায় তুমি কত কষ্ট বরণ করবে? যাতে নোকসান আছে, তাতে কি তুমি লাভ অনুসন্ধান কর?

তুমি আত্মার প্রতি মনোযোগী হও এবং তার মাহাত্ম্যসমূহকে পরিপূর্ণ কর। যেহেতু তুমি আত্মা নিয়ে মানুষ, দেহ নিয়ে নয়।

সন্তানের জন্য পিতার সবচেয়ে বড় উপহার হল ইসলামী তরবিয়ত। উত্তম খাদ্য-বস্ত্র সন্তানের দেহকে পরিপুষ্ট করবে, শরীরকে রোগমুক্ত রাখবে। কিন্তু ইসলামী তরবিয়ত তার আত্মাকে পরিপুষ্ট করবে এবং তার রূহকে রোগমুক্ত রাখবে। তার জান, ঈমান, জ্ঞান, মান ও ধনকে সুরক্ষিত করবে। ইসলামী তরবিয়ত তার দুনিয়াকে সুন্দর করবে এবং আখেরাতকেও করবে সৌন্দর্যময়।

যুগে-যুগে উলামা, খুলাফা ও সৎশীল মানুষেরা ইসলামী তরবিয়তকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। উমাবী খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান তাঁর ছেলের শিক্ষককে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'ওদেরকে যেমন কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন, তেমনি সত্যবাদিতা শিক্ষা দিন। সুচরিত্র গঠনে ওদেরকে অনুপ্রাণিত করুন। ওদেরকে নিয়ে সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান মানুষদের কাছে বসুন। মিথ্যাবাদিতার উপর ওদেরকে প্রহার করুন। কারণ মিথ্যাবাদিতা পাপাচারিতা এবং পাপাচারিতা দোযখের দিকে আহবান করে।'

যেমন হাদীসে আছে, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহাসত্যবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহামিথ্যাবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সময় হওয়ার আগেই ইসলাম সন্তানকে নামাযে অভ্যাসী বানাতে নির্দেশ দিয়েছে। দ্বীনের নবী ﷺ বলেছেন,

((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)). أخرجه أبو داود والحاكم .

"তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" *(আবূ দাউদ, হাকেম)*

সলফে সালেহীন সন্তানকে নামায-রোযা ও সচ্চরিত্রতার তরবিয়ত দেওয়ার সাথে সাথে মহানবী ﷺ-এর জীবনীও শিক্ষা দিতেন। সা'দ বিন অক্কাস ﵁ বলেছেন,

كنا نعلِّمُ أولادَنا مَغازيَ رسولِ اللهِ كما نُعَلِّمُهُمُ السورةَ من القرآن.

অর্থাৎ, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুদ্ধ-কাহিনী শিক্ষা দিতাম, যেমন তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতাম।

সন্তানের অন্যতম অধিকার দুনিয়ায় তারা মাথা উঁচু করে বাঁচবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন আছে প্রস্তুতির। যে সকল মাধ্যম তাদের মাথা হেঁট করতে পারে, সে সকল মাধ্যম থেকে

তাদেরকে সতর্ক করা জরুরী।

নাস্তিক, কাফের বা ফাসেক শিক্ষক ও মুরাব্বী হতে।

দ্বীন ও চরিত্র-বিধ্বংসী প্রচার মাধ্যম, টিভি চ্যানেল, নেট ও পত্র-পত্রিকা হতে।

অসৎ সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধব হতে। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা হতে।

মিশ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হতে।

অধিক বিলাসিতা ও মাদকাসক্তি হতে।

সন্তান যদি বাঁকা পথ অবলম্বন করে এবং তাতে যদি পিতামাতার কোন প্রকার শৈথিল্য থাকে, তাহলে কাল কিয়ামতে তাদেরকে কৈফিয়ত দিতে হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّكُم رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِها وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

৫ম অধিকার ঃ ব্যবহারে নম্রতা প্রদর্শন

সন্তানদের সাথে ব্যবহারে নম্রতা প্রদর্শন পিতামাতার কর্তব্য। যেহেতু কঠোরতা প্রদর্শন করলে ফল বিপরীত হতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ الرِّفْقَ لاَيَكُونُ فِي شَيْءٍ إلاَّ زانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلا شَانَهُ).

“নম্রতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।” *(মুসলিম ২৫৯৪, আবূ দাউদ ৪৮০৮নং)*

(إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ).

“নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতার উপর বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।” *(মুসলিম ২৫৯৩ নং)*

সুতরাং নিতান্ত ধৈর্যশীলতার সাথে সন্তানদের প্রতি আদেশ-নিষেধের আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। যেমন ব্যবহারে অশ্লীলতা প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে। পিতামাতাকে হতে হবে লেবাস-পোশাক ও কথাবার্তায় সুসভ্য ও শ্লীলতাপূর্ণ।

প্রায় সর্বদা কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

প্রায় সর্বদা গালিমন্দ করা ও অশ্লীল কথা বলা উচিত নয়।

প্রায় সর্বদা কথায় কথায় অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়।

ডাকার সময় বিকৃত নামে ডাকা উচিত নয়।

কাউকে কোন পশুর নাম দিয়ে ডাকা উচিত নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ))

"যে বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকবে, তা তাকে দূষিত ক'রে ফেলবে, আর যে জিনিসের মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তা তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত ক'রে তুলবে।" *(তিরমিযী)*

সন্তানের জন্য আদর্শ হওয়া

প্রত্যেক কথা ও কাজে সন্তানের জন্য আদর্শ হতে হবে পিতামাতাকে। যেহেতু ছোট শিশু সর্বপ্রথম মা-বাবাকেই চেনে। সর্বপ্রথম তাদেরই ভাষা ও ভাবভঙ্গির অনুকরণ করে। তাদেরই স্বভাব-চরিত্র প্রতিফলিত হয় সন্তানের মন ও মগজে।

সাধারণতঃ এমনটাই হয়ে থাকে, 'বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ না হো তো থোরা থোরা।' 'যে মতো কোদাল হবে, সেই মতো চাপ, সেই মতো ছেলে হবে, যেই মতো বাপ।' 'আটা গুণে রুটি, মা গুণে বেটি।' 'গাই গুণে ঘি, আর মা গুণে ঝি।'

বলা বাহুল্য, নিজেরা ভালো হলে ছেলেমেয়েরা ভালো হবে ইন শাআল্লাহ। আর খারাপ হলে সাধারণতঃ খারাপই হবে।

সুতরাং বাপ যদি নিজ বাপের বাধ্য সন্তান হয়, তা হলে তা দেখে তার ছেলেও তার বাধ্য সন্তান হবে। মা যদি পতিব্রতা সতী হয়, তাহলে তার মেয়েও তাই হবে। আর বিপরীত হলে বিপরীত।

পিতামাতা সুচরিত্রের অধিকারী হলে ছেলেমেয়েরাও সুচরিত্রের অধিকারী হবে ইন শাআল্লাহ। পক্ষান্তরে নিজেরা কুচরিত্রের অধিকারী হয়ে সন্তান-সন্ততিকে সুচরিত্রবান করে গড়ে তোলার আশা দুরাশা। ভালো কাজ নিজে না করলে অপরকে করানো বড় কঠিন এবং মন্দ কাজ নিজে না ছাড়লে অপরকে ছাড়ানো বড় কঠিন।

সন্তানের সাথে সদা সত্য কথা বলা উচিত, কিছুর ওয়াদা করলে তা পালন করা উচিত। যাতে তাদের মাঝেও সত্যবাদিতা ও সততার চরিত্র প্রতিষ্ঠালাভ করে।

মোট কথা পিতামাতার অনুকরণ করে সন্তান। সুতরাং সন্তানকে সৎ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করার আগে নিজেদেরকে প্রত্যেক সৎকর্মে তাদের আদর্শ ও নমুনা হওয়া জরুরী।

সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা

পিতামাতা যেমন চায়, সকল সন্তান তাদের অনুগত ও বাধ্য থাক, তেমনি প্রত্যেক সন্তানও চায় পিতামাতা তাদের প্রত্যেকের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করুক। যেহেতু তাদের ধন-সম্পত্তির প্রতি সকল সন্তানের সমানাধিকার আছে। বিশেষ করে দানের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের অধিকার সমান বলেছেন অনেকে। যদিও মীরাসে কন্যাসন্তান ছেলে সন্তানের অর্ধেক হকদার।

পিতামাতা যদি ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখে, তাহলে সন্তানদের আপোসের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না।

নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরত নাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?" তিনি

বললেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।"

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী না।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।" অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?" বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।" *(বুখারী ও মুসলিম ১৬২৩নং)*

অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলকে সমানাধিকার দেওয়া কর্তব্য পিতামাতার। সৎ ও সহোদরদেরও মাঝেও ইনসাফ ও ঐক্য বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো উচিত। কোন সন্তানই যেন নিজ মনে এ ধারণা না আনতে পারে যে, আব্বা আমার চেয়ে ওকে বেশি ভালোবাসে।

সন্তানের জন্য দুআ করা

মা-বাপের দুআ সন্তানের সুখের জন্য একটি বড় অসীলা হতে পারে। যেমন তাদের বদ্দুআ তাদের জীবনে দুঃখের ঝড় বয়ে আনতে পারে। যেহেতু সন্তানের ক্ষেত্রে মা-বাপের দুআ কবুল হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(ثَلَاثُ دَعوَاتٍ مُستَجَابَاتٍ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ، وَدَعوَة الْمُسَافِر ، وَدَعـوَة الْوَالِـد عَلـى وَلَده).

"তিনটি দুআ এমন আছে যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং ছেলের উপর তার মা-বাপের (দুআ অথবা) বদ্দুআ।" *(তিরমিযী ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*

সুতরাং সন্তানের নিকট থেকে কোন কষ্ট পেলেও তাকে অভিশাপ দেওয়া বা তার জন্য বদ্দুআ করা পিতামাতার উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ وَلاَ تدعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَـدْعُوا عَلَـى أَمـوَالِكُمْ، لاَ تُوافِقُـوا مِـنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ)).

"তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ্দুআ করো না (কেননা, হয়তো এমন হতে পারে যে,) তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি সময় পেয়ে বস, যখন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করবে, তোমাদের জন্য তা কবূল ক'রে নেবেন।" (কাজেই বদ দুআও কবূল হয়ে যাবে। অতএব এ থেকে সাবধান)। (মুসলিম)

সন্তান চাওয়ার সময় যেমন মহান আল্লাহর কাছে নেক সন্তান চাওয়া উচিত, তেমনি তার ঈমান ও সুখের জন্য দুআ করা উচিত। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই ধরনের একটি দুআ শিক্ষা দিয়েছেন,

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (١٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি; আমার প্রতি আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভুক্ত। *(আহক্বাফ ঃ ১৫)*

ইব্রাহীম ﷺ দুআ করে বলেছিলেন,

{رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصلاةِ وَمِن ذُرِّيَتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} [إبراهيم: ٤٠-٤١]

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআ কবুল কর। হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করো।' (ইব্রাহীম ঃ ৪০-৪১)

সন্তানের অধিকার যথারীতি আদায় করলে মানুষ তার যথেষ্ট সুফল উপভোগ করতে পারে। বাইরের কোন পরিবেশে খারাপ না হলে আল্লাহর ইচ্ছায় ছেলেমেয়েরা মা-বাপের ইচ্ছামতোই গড়ে ওঠে। দুনিয়ায় সে সন্তান দ্বারা পিতামাতার মাথা উঁচু হয়। সমাজে তাদের বংশের গৌরব ও প্রশংসা অবশিষ্ট থাকে। মরণের পরেও সেই সন্তান পিতামাতার জন্য দুআ করে। আর সেই দুআ কাজেও লাগে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

"আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

সেই সন্তান মরণের পরেও পিতামাতাকে শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করে এবং তাদের জন্য দুআ করে বলে,

{رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا} [الإسراء: ٢٤]

অর্থাৎ, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।' *(বানী ইস্রাঈল ঃ ২৪)*

পক্ষান্তরে যদি সন্তানের অধিকার লংঘিত হয়, তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়, তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাদের প্রতি কার্পণ্য করা হয়, প্রয়োজনীয় আহার-পোশাক না দেওয়া হয়, তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলম ও অন্যায়াচরণ

করা হয়, নতুন বিবির কথায় নেচে পুরনো বিবির সন্তানদের প্রতি অবিচার করা হয়, তাহলে দুআর বদলে তাদের নিকট থেকে গালিই পাওয়া যায়।

স্বার্থবিনিময়ের এই সংসারে কিছু পাওয়ার আশা করলে কিছু দিতে হয়, কিছুই না দিয়ে কিছু পাওয়ার আশা করা বোকামি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে অপরের অধিকার লংঘিত হয় না, হতে পারে না। আর কর্তব্যে অবহেলা করলেই অপরের অধিকার নষ্ট হয়। অশান্তিময় হয়ে ওঠে পৃথিবী।

নিকটাত্মীয়দের অধিকার

মানুষ জন্মসূত্রে কিছু মানুষের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। সেই সূত্র থেকে সে সুতো পরিমাণও সরে যেতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই বাঁধা থাকে জ্ঞাতি-বন্ধনের শক্ত ডোরে, যে ডোর ছিঁড়ে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

এ মায়াময় পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে, যারা আত্মীয়তার বন্ধন বুঝে না। বহু মানুষ আছে, যারা আত্মীয়তার মায়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করে না। সাবালক-সাবালিকা হতেই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। জনক-জননীর স্নেহছায়ায় শৈশব কাটিয়ে যুবক-যুবতী হতেই নিজেকে দায়িত্বহীন স্বাধীন ভেবে বসে। ভুলে যায় তার প্রতি তাদের বিশেষ ঋণকে, যে ঋণ কোনক্রমেই পরিশোধ করা সম্ভব নয়। নিজের ব্যক্তিস্বার্থ কায়েম রাখতে গিয়ে বিনষ্ট করে হকদারদের বহু হক। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে ভুলে যায় নিঃস্বার্থ স্নেহ-প্রীতির ঋণ। ছিন্ন করে গর্ভধারিণীর নাড়ির বন্ধন। অনেক সময় বৈধ ভালোবাসাতে অতিরঞ্জন করে অথবা তাতে অন্ধ হয়ে ভ্রষ্ট হয়ে নষ্ট করে বহু অধিকারীর ন্যায্য অধিকার।

স্বার্থের খাতিরে সহোদর সহোদর থেকে দূরে সরে যায়। নাড়ির টান অপেক্ষা বেশি হয় ব্যক্তিস্বার্থের টান। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। স্বার্থের আকর্ষণে বহু মানুষ পরকে আপন করে এবং আপনকে করে পর। কৃতঘ্ন সন্তান জনক-জননীকে বর্জন করে। অনেকে তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়। অনেকে 'মায়ের সন্তান নয়, শাশুড়ীর জামাই' হয়ে যায়।

বহু জনক-জননীও জন্ম দেওয়ার পর সন্তানকে অসহায় বর্জন করে। নিজেদের যৌবন নব্যাকারে সুসজ্জিত করতে সন্তানকে লালন-পালনের দায়িত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে! অনেক সময় জামাইকে আপন করে নিজের সন্তানকে দূরে ঠেলে দেয়। ফলে কেউ কারো অধিকার আদায় করে না। কেউ কারো কর্তব্য পালন করে না।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে নিজ নিজ নিকটাত্মীয়ের বহু কর্তব্য ন্যস্ত রেখেছেন এবং তা পালন করতে বারবার তাকীদ করেছেন।

{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (٢٦) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ২৬)*

{فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٣٨) سورة الروم

অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান কর। এ যারা আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) কামনা করে, তাদের জন্য শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

(রূম ঃ ৩৮)

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا} (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। *(নিসা ঃ ৩৬)*

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (٩٠) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *(নাহল ঃ ৯০)*

কিন্তু অনেক সময় আত্মীয় আপনার মনের খিলাপ চলতে পারে। আপনার মনোমতো আচার-ব্যবহার প্রদর্শন করতে না পারে। অনেক সময় সে আপনার বিরোধিতা ও শত্রুতাও করতে পারে।

আপনি যার জন্য চুরি করেন, সেই আপনাকে 'চোর' বলতে পারে।

আপনি যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি---এমনও হতে পারে।

আপনার যার জন্য বুক ফাটে, সে আপনারে এঁকে কাটে---এমনও হতে পারে।

আপনি যার ভরণ-পোষণ করেন, পশ্চাতে সে আপনার নিন্দাবাদ করতে পারে।

আপনি যার তত্ত্বাবধান করেন, সে আপনার শত্রুর জিন্দাবাদ গাইতে পারে।

আপনি যার উপকার করেন, সে আপনার অথবা আপনার কোন আপনজনের চরিত্রে অপবাদ রচনা ও রটনা করতে পারে।

তখন আপনি কী করবেন? তখন কি পারবেন তার অধিকার আদায় করতে?

বড় শক্ত কাজ সেটা। তবে যদি মহান হয়ে মহৎ কাজ করতে চান, তাহলে তাকে ক্ষমা করে অধিকার আদায় করা অব্যাহত রাখুন। তার জন্য আপনি ক্ষমা পাবেন, সওয়াব পাবেন।

সাহাবী মিসত্বাহ, যিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র চরিত্রে অপবাদ রটনার ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি একজন গরীব মুহাজির ছিলেন। আত্মীয়তার দিক দিয়ে আবু বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ-এর খালাতো ভাই ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ও ভরণপোষণের দায়িত্বশীল ছিলেন। যখন তিনিও (কন্যা) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বিরুদ্ধে চক্রান্তে শরীক হয়ে পড়লেন, তখন আবু বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হলেন; আর তা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং আয়েশার পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি কসম ক'রে বসলেন যে, আগামীতে তিনি মিসত্বাহকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না। আবু বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ-এর এই শপথ যদিও মানব প্রকৃতির অনুকূলই ছিল, তবুও সিদ্দীকের মর্যাদা এর চাইতে উচ্চ চরিত্রের দাবীদার ছিল। সুতরাং তা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। যার কারণে তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢٢) سورة النــور

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। *(নূর ঃ ২২)*

উক্ত আয়াতে অত্যন্ত স্নেহ-বাৎসল্যের সাথে তাঁর শীঘ্রতাপ্রবণ মানবীয় আচরণের উপর সতর্ক করলেন যে, তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। আর তোমরা চাও যে, মহান আল্লাহ তোমাদের সে ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা ক'রে দেন। তাহলে তোমরা অন্যের সাথে ক্ষমা-সুন্দর আচরণ কর না কেন? তোমরা কি চাও না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন? কুরআনের এই বর্ণনা-ভঙ্গি এতই প্রভাবশালী ছিল যে, তা শোনার সাথে সাথে সহসা আবু বাকর ﵁-এর মুখ হতে বের হল, 'কেন নয়? হে আমাদের প্রভু! আমরা নিশ্চয় চাই যে, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর।' এরপর তিনি কসমের কাফ্ফারা দিয়ে পূর্বের ন্যায় মিসত্বাহকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে শুরু করলেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর)*

এ হল মুসলিম চরিত্রের সুউন্নত নমুনা। যেহেতু ইসলাম মুসলিমকে তার দুশমনের অধিকার আদায়েও অনুপ্রাণিত করে। বিদ্বেষপোষণকারী আত্মীয়কে দান করার মাঝে অধিক সওয়াব প্রদান করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকা সেই সাদকা, যা শত্রুতাপোষণকারী নিকটাত্মীয়কে করা হয়। *(আহমাদ ২৩৫৩০, হাকেম ১৪৭৫, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, দারেমী ১৬৭৯নং)*

এ বড় উদারতার নীতি। যে নীতি প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়ে মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমার সঙ্গে যে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে তা বজায় কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে, তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা ক'রে দাও।" *(আহমাদ, হাকেম, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৮৯১নং)*

বলা বাহুল্য, আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে জ্ঞাতিবন্ধন বজায় থাকে। পিতামাতার নিকটাত্মীয়দের সাথে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখার মাধ্যমে পার্থিব সামাজিকতাও বজায় থাকে। অথচ সে কাজ প্রকৃত মুমিনদের কাজ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه » .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে। *(বুখারী)*

জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার কাজ হল উপদেশ গ্রহণকারী জ্ঞানীদের।

{أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ} (٢١) سورة الرعد

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যে ব্যক্তি সত্য

বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে। যারা আল্লাহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং ভয় করে তাদের প্রতিপালককে ও ভয় করে কঠোর হিসাবকে। *(রা'দঃ ১৯-২১)*

আর মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

{وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (١) سورة النساء

অর্থাৎ, (হে মানুষ!) তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। *(নিসাঃ ১)*

তিনি মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন,

{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (٢٣) سورة محمد

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। *(মুহাম্মাদঃ ২২-২৩)*

সুতরাং যারা জ্ঞাতিবন্ধনের সূত্র ছিঁড়ে ফেলে, তারা অভিশপ্ত। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (٢٥) سورة الرعد

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস। *(রা'দঃ২৫)*

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তারা ফাসেক সত্যত্যাগী, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٢٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। *(বাক্বারাহঃ ২৭)*

বলা বাহুল্য, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজেব। আর তার বিপরীত করা কাবীরা গোনাহ। যেভাবেই সম্ভব, সেভাবেই তা পালন করা জরুরী।

সালামের মাধ্যমে।

কুশল-বিনিময়ের মাধ্যমে।

উপহার-উপঢৌকন দেওয়ার মাধ্যমে।

সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে।

সুপরামর্শদানের মাধ্যমে।
সুশিক্ষা ও আদব দেওয়ার মাধ্যমে।
তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে।
ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে।
উপদেশ ও অসিয়ত দানের মাধ্যমে।
হিতাকাঙ্ক্ষা ও শুভকামনার মাধ্যমে।
সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে।
স্ব-স্ব অধিকার আদায় করার মাধ্যমে।
পাশে বসে দুটো কথা বলার মাধ্যমে।
দাওয়াত কবুলের মাধ্যমে।
সাক্ষাতের মাধ্যমে।
দূরালাপের মাধ্যমে।
পত্রালাপের মাধ্যমে।

যে কোন মাধ্যমেই হোক, আত্মীয়তার বৃক্ষকে যথাসাধ্য সজীব ও সতেজ রাখতে হবে। নচেৎ যার আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন থাকবে, তার সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ اللَّهُ ».

অর্থাৎ, জ্ঞাতিবন্ধন (আল্লাহর) আরশে ঝুলানো আছে; সে বলে, 'যে ব্যক্তি আমাকে বজায় রাখবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহও সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" *(মুসলিম ৬৬৮৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعةِ ، قَالَ : نَعَمْ ، أمَا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ لَكِ.

"আল্লাহ সকল কিছুকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, '(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।' সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বললেন, 'তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ}

"তোমরা চাইলে (এ আয়াতটি) পড়ে নাও; 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।" *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম)*

নিকটাত্মীয়ের অধিকার আদায় না করে যে ব্যক্তি সুসম্পর্ক ছিন্ন করে, মহান আল্লাহ তার কারেন্ট্ শাস্তি দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যুলুমবাজী ও (রক্তের) আত্মীয়তা ছিন্ন করা ছাড়া এমন উপযুক্ত আর কোন পাপাচার নেই যার শাস্তি পাপাচারীর জন্য দুনিয়াতেই আল্লাহ অবিলম্বে প্রদান করে থাকেন এবং সেই সাথে আখেরাতের জন্যও জমা করে রাখেন।" *(আহমাদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ৪২১১নং, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৫৭০৪নং)*

সুতরাং পরকালে সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মহানবী ﷺ বলেন,

« لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ».

"ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।"

সুফয়্যান বলেন, 'অর্থাৎ (রক্ত-সম্পর্কীয়) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।' *(বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬ নং, তিরমিযী)*

জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। প্রীতি-ভালোবাসার আচরণে সংসার তথা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর আমল মহান আল্লাহ কবুল করেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ).

অর্থাৎ, আদম-সন্তানের আমল প্রত্যেক বৃহস্পতিবার জুমআর রাত্রে (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়, তখন জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্নকারীর আমল কবুল করা হয় না। *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ২৫৩৮-নং)*

অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, সকল আত্মীয় সমান নয়। আপনার এমনও আত্মীয় থাকতে পারে, যে আপনার আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেও লোকের কাছে লজ্জাবোধ হয়। যে আত্মীয় দ্বীন-বিরোধী, ঈমান-বিরোধী। অথচ জ্ঞাতিবন্ধন অপেক্ষা ঈমানী বন্ধনের মজবুতি অনেক বেশি। সে ক্ষেত্রে ঈমানের আকর্ষণে জ্ঞাতির বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কেউ নয়, সে ব্যক্তি আপনার কোন আত্মীয় হতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে

প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। *(মুজাদালাহ ঃ ২২)*

অনুরূপ বিদআতী, দুষ্কৃতী, লম্পট, বেশ্যা ইত্যাদির সাথেও আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার কথা নয়। পাপকে ঘৃণা করার সাথে সাথে পাপীকেও ঘৃণা না করলে শাস্তি পাবে কীভাবে? সমাজের লোক শিক্ষা পাবে কীভাবে?

অনেক আত্মীয় আছে, যাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে তাদের প্রতি বাহ্যিক সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করতে হয়। হৃদয়ে ঘৃণা থাকলেও মুখে মুচকি হাসির উপহার দিতে হয়।

একদা এক অভদ্র ব্যক্তি আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। নবী ﷺ-এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, "বাজে লোক!" তারপর তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সে যখন বসল, তখন নবী ﷺ তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার সম্পর্কে এই এই (কুমন্তব্য) করলেন। তারপর সে যখন ভিতরে এল, তখন তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক'রে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনুরূপ সাহাবী আবুদ দারদা ؓ বলেছেন, 'আমরা অনেক লোকের সামনে হাস-মুখ হই, কিন্তু আমাদের অন্তর তাদেরকে অভিশাপ দেয়।'

আলী ؓ বলেছেন, 'আমরা এমন অনেক হাত চুম্বন করি, (মনে মনে) যা কেটে ফেলা পছন্দ করি।'

আপনারও হয়তো এমন আত্মীয় থাকতে পারে, যাকে করেন ছিঃ, কিন্তু সে আপনার ভাতের পাশে ঘি হয়ে আছে। তখন তো কোন উপায় নেই। কিন্তু যদি আপনার বর্জন ও বয়কট করা সম্ভব হয় এবং তাতে তার ও অন্যান্যের জন্য শিক্ষণীয় হয়, তাহলে কেন তাকে বর্জন করবেন না?

কেন নোংরা ও নোংরামিকে পছন্দ করবেন, আশ্বাস দেবেন, প্রশ্রয় দেবেন?

বাধ্য না হয়েও নোংরার নোংরামিতে আপনার সায় দেওয়া, তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করা, উপহার দিয়ে দাওয়াত খেয়ে তার সাথে স্বাভাবিক আত্মীয়তা বজায় রাখা কি এ কথার দলীল নয় যে, আপনার মনটাও অনুরূপ নোংরা?

বাধ্য হওয়া ও এখতিয়ার করা, দুইয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। গুয়ের এ পিঠ-ও পিঠ সমান হওয়ার মতো নয়।

সবাই তো নিজ নিজ পেটে গু বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সে গু আর পেট থেকে বেরিয়ে যাওয়া গু কি সমান হয় ?

ঘরের ভিতরের পাপ ও রাস্তার পাপ সমান নয়। গোপনে পাপ ও প্রকাশ্যে পাপ এক সমান নয়। পাপ যে প্রকাশ করে, তার অপরাধ বেশি।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর

আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।'

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।" *(বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম)*

স্বার্থপূর্ণ এ সংসারে আপনি আত্মীয় পাবেন বহু শ্রেণীর। হয়তো-বা এমন আত্মীয় পাবেন না, যে আপনার মনোমতো, যে আপনার সহযোগী, সহমর্মী, সমব্যথী। বড় দুঃখ ও আফসোসের সাথে কবি গেয়েছেন,

'চাওয়ার অধিক পেয়েছি বন্ধু আত্মীয় পরিজন,
বন্ধু পেয়েছি, পাইনি মানুষ, পাইনি দরাজ মন।'

দুনিয়ার এ অপূর্ণতা বড় উদ্বেগজনক, সংসারের এ শূন্যতা বড় দুঃখজনক।

অনেক আত্মীয় পাবেন, যারা আপনার বিরোধী, আপনার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যারা আপনার হিংসা করে, আপনার দুর্দিনের আশায় থাকে, আপনার দুর্নাম শুনে খোশ হয় এবং সুনাম শুনে জ্বলে ওঠে, এমন আত্মীয়ের সাথে যদি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় করে চলতে পারেন, তাহলে আপনি সবচেয়ে ভালো লোক।

অনেক আত্মীয় পাবেন, যারা আপনার বিরোধী নয়, তবে তারা কোন স্বার্থে আপনার সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায় না। তা সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার চেষ্টা করে যান, তাহলে আপনিই প্রকৃত জ্ঞাতিবন্ধন রক্ষাকারী।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الذِي إِذَا قطعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)). رواه البخاري

"সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে।" *(বুখারী)*

এমন কাজে ধৈর্যের প্রয়োজন, সওয়াবের আশায় সহ্যের প্রয়োজন। আর সে কারণেই আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন,

((لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ)).

"যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে।" *(মুসলিম)*

অনেক আত্মীয় পাবেন, যারা আপনার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রেখে চলতে চায়। আপনি তাদের সাথে সে বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখুন। যদি ভাবেন, তাদের কোন স্বার্থ আছে অথবা তারা যোগ্য আত্মীয় নয়, তবুও বিনিময়ে আত্মীয়তা বজায় করে চললেও আপনি রেহাই পাবেন। অবশ্য সঠিক কারণে আপনি তাদেরকে পাত্তা না দিলে সে কথা স্বতন্ত্র।

অনেক আত্মীয় পাবেন, যারা ভালো এবং নিঃস্বার্থভাবে আপনার সাথে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় করতে চায়। কিন্তু আপনার স্বার্থ হানি হবে বলে, আপনি তা চান না। সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনি গোনাহগার লোক।

আর তার চাইতেও বেশি গোনাহগার, যদি আপনি আপনার আত্মীয়দের প্রতি হিংসা করেন, বিদ্বেষ পোষণ করেন এবং পারলে তাদের কোন ক্ষতি করে বসেন।

আত্মীয়তার বন্ধন স্বাভাবিক রাখার মানসে শরীয়ত মুসলিমকে বংশ-সূত্রের জ্ঞান রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, সঃ জামে' ২৯৬৫নং)* যাতে সকলে নিজ নিজ বংশানুপাতে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক সুদৃঢ় করতে পারে।

তবে এ কথা অবশ্যই সঠিক যে, বংশীয় সূত্র অপেক্ষা ঈমানী সূত্রের মজবুতি বেশি। বিপরীতমুখী টানে দুর্বলতর সূত্রটি ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) নূহ ﷺ ও তাঁর পুত্র য়্যাম। পিতার কথায় বিশ্বাস হল না পুত্রের। আল্লাহর পক্ষ থেকে ধমক এল অবিশ্বাসীদের কাছে। তাতেও বিশ্বাস হল না কারো। আযাব ও তুফান এসে গেল। বেটা বাপের কাছে না থেকে দূরে ছিল। তবুও বাপের মনে বেটার প্রতি প্রকৃতিগত টান ছিল। তাই তিনি বেটাকে ডাক দিয়ে বললেন,

يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٢)

'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং অবিশ্বাসী (কাফের)দের সঙ্গী হয়ো না।'

তবুও কানে কথা গেল না বেটার। সে অসার আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল,

{سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ}

'আমি এমন কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।'

পিতা বললেন,

{لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ}

'আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেউই রক্ষাকারী নেই। তবে তিনি যার প্রতি দয়া করবেন, সে (রক্ষা পাবে)।'

সুতরাং তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল। অতঃপর সে ডুবে যাওয়া লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হল।

পিতার স্নেহ-বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সকাতরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন,

{رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ} (٤٥)

'হে আমার প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি আমারই পরিবারভুক্ত। আর তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

কিন্তু মহান আল্লাহ বললেন,

{يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ (٤٦)

'হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎকর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে সে বিষয়ে আবেদন করো না, যে বিষয়ে তোমার কোনই জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'

পিতা লজ্জিত হয়ে বললেন,

{رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ}

'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে আশ্রয়

চাচ্ছি, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব।' *(সূরা হূদ ৪২-৪৭)*

(খ) ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর পিতা আযর।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (٤)

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।' তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখি না।' (ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারিগণ বলেছিল,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। *(মুমতাহিনাহ ঃ ৪)*

কিন্তু ইব্রাহীম ﷺ-এর সে উক্তিও প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } (١١٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, ইব্রাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ সুস্পষ্ট হল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নিল। বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। *(তাওবাহ ঃ ১১৪)*

যেহেতু মহান আল্লাহর বিধান হল,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। *(তাওবাহ ঃ ১১৩)*

(গ) নূহ ও লূত (আলাইহিমাস সালাম)এর স্ত্রী।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} (١٠) سورة التحريم

অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।' *(তাহরীমঃ ১০)*

এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে দাম্পত্যের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ ব্যাপারে উলামাগণ একমত যে, কোন নবীর স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিলেন না। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* খিয়ানত বলতে বুঝানো হয়েছে, এরা তাদের স্বামীদের উপর ঈমান আনেনি। তারা মুনাফিক্বী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের কাফের জাতির প্রতি তারা সমবেদনা পোষণ করত। যেমন, নূহ ﷺ-এর স্ত্রী নূহ ﷺ-এর ব্যাপারে লোকদেরকে বলে বেড়াত যে, এ একজন পাগল। আর লূত ﷺ-এর স্ত্রী তার গোত্রের লোকদেরকে নিজ বাড়ীতে আগত অতিথির সংবাদ পৌঁছে দিত। কেউ কেউ বলেন, এরা উভয়ই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর চুগলি ক'রে বেড়াত। *(আহসানুল বায়ান)*

(ঘ) ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া।

তিনি উদ্ধত কাফেরের স্ত্রী হয়ে ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং তার জন্য বহু শাস্তি ভোগ করেছিলেন। পরিশেষে তিনি মহান আল্লাহর কাছে ফিরআউন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (١١) سورة التحريم

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফিরআউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে (প্রার্থনা ক'রে) বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালেম সম্প্রদায় হতে।' *(তাহরীমঃ ১১)*

(ঙ) মহানবী ﷺ বলেছিলেন,

« أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِى – يَعْنِى فُلاَنًا – لَيْسُوا لِى بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّىَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ».

অর্থাৎ, শোন! আবূ অমুক বংশের লোকেরা আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু কেবল আল্লাহ এবং নেককার মু'মিনগণ। *(মুসলিম ৫৪১নং)*

নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্য হতে কেউ যদি কোন অন্যায়াচরণ করত, তাহলে তিনি তাকেও রেহাই দিতেন না। নিজের মেয়ে বলে আত্মীয়তার টানে কোন শাস্তি থেকে মুক্তি দিতেন না।

একদা (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)। এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস

হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।” *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮নং, আসহাবে সুনান)*

ঈমানী বন্ধন যে কত মজবুত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিক সাহাবীর আচরণে। তুফাইল বিন আম্‌র দাওসী ؓ ইসলাম গ্রহণের পর বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজ পিতা ও স্ত্রীকে বললেন, ‘তোমরা আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও। আমি তোমাদের কেউ নই এবং তোমরা আমার কেউ নও।’ তাঁরা বললেন, ‘কী ব্যাপার? কেন এ কথা বলছ?’ বললেন, কারণ আমি মুসলমান হয়েছি। আর ইসলাম আমাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে।’ পরিশেষে উভয়ে বলে উঠলেন, ‘তোমার দ্বীন, আমাদের দ্বীন।’

সাহাবী সা’দ বিন আবী অক্কাস ইসলামে দীক্ষিত হলেন। সে কথা শুনে তাঁর মা পানাহার বন্ধ করে দিলেন। আর কসম করে বললেন যে, সা’দের ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। কিন্তু সা’দ নিজের ঈমানে অবিচল থাকলেন এবং বললেন, ‘মা! আপনি জেনে নিন যে, যদি আপনার মত ১০০টি মা হয় এবং একটি একটি করে সকলে মারা যায়, তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করব না। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি খান, না হলে না খান!’

অবশ্য একদিন ও এক রাত পরে তিনি পানাহার করেছিলেন। *(সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১/১০৯)*

আসমা বিন্তে আবী বাক্‌র আল্লাহর নবী ﷺ-এর বিনা অনুমতিতে তাঁর মুশরিক মায়ের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। উম্মে হাবীবার পিতা তাঁর বাসায় এলে স্বামী (মহানবী ﷺ)এর বিছানা গুটিয়ে নিতেন।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূল, মদীনার মুনাফিকদের সর্দার। কিন্তু তার ছেলে মুসলিম। তাঁর নামও আব্দুল্লাহ। বারবার মুনাফিকী প্রকাশ করার পরেও মহানবী ﷺ তাকে হত্যা করেননি। যেহেতু সে কালেমা পড়েছিল। বাহ্যতঃ মুসলিম ছিল। যাতে কাফেররা না বলে, ‘মুহাম্মাদ নিজ সহচরদেরকেও হত্যা করে।’

ছেলে আব্দুল্লাহ বাপের ঈমান দেখার খুব চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ইচ্ছা ছিল না, তাই সে চেষ্টা সফল হয়নি।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পান করা পানির অবশিষ্টাংশ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ভাবলেন, এই বর্কতের পানি আব্বা পান করলে সম্ভবতঃ আল্লাহ তার হৃদয়কে পবিত্র করে দেবেন। বড় আশা নিয়ে আব্বাকে তা পান করতে দিলে সে জিজ্ঞাসা করল? ‘কী এটা?’

ছেলে বললেন, ‘নবী ﷺ-এর পানীয় পানির অবশিষ্টাংশ।’ আমি তোমার জন্য নিয়ে এলাম। তুমি পান করলে সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমার হৃদয়কে পবিত্র করে দেবেন।’

পিতা বলল, ‘তোর মায়ের পেশাব আনলি না কেন? তা তো এই পানি থেকেও বেশি পবিত্র ছিল!’

এ কথা শুনে ছেলে আব্দুল্লাহ ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বাপকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। *(তফসীর কুরতুবী)*

‘মুরাইসী’ অথবা ‘বানী মুসত্বালাক’ যুদ্ধের সময় একজন মুহাজির এবং একজন আনসার সাহাবীর মাঝে কোন কারণে ঝগড়া বেধে গেল। উভয়েই নিজের নিজের সাহায্যের জন্য মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে ডাকাডাকি শুরু করলেন। এটাকে কেন্দ্র ক’রে আব্দুল্লাহ

ইবনে উবাই (মুনাফিক্ব) আনসারদেরকে বলল যে, 'তোমরা মুহাজিরদেরকে সাহায্য করেছ এবং তাঁদেরকে নিজেদের সাথে রেখেছ। এখন দেখ তার ফল কী সামনে আসছে। অর্থাৎ, তোমাদেরই খেয়ে তোমাদেরকেই দাঁত দেখাচ্ছে! (তোমরা আসলে দুধ-কলা দিয়ে কাল সাপ পুষছ!) আর এর চিকিৎসা হল এই যে, তাঁদের জন্য ব্যয় করা বন্ধ করে দাও। দেখবে তাঁরা আপনা-আপনিই কেটে পড়বে।' সে (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই) এ কথাও বলেছিল যে,

{لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} (٨) سورة المنافقون

'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।' *(মুনাফিক্বূন ঃ ৮)*

তার উদ্দেশ্য ছিল, সে সম্মানী। আর আল্লাহর রসূল হীন! সুতরাং সে কথা জানাজানি হল। সূরা মুনাফিক্বূন অবতীর্ণ হল। মদীনা প্রবেশের সময় ছেলে আব্দুল্লাহ নগর-দ্বারে খাড়া হয়ে বাপকে মদীনা প্রবেশে বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি ততক্ষণ মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর রসূল ﷺ অনুমতি দিয়েছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি স্বীকার করেছ যে, তুমিই হীন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মানী।'

সুতরাং মহানবী ﷺ প্রবেশের অনুমতি দিলে সে মদীনায় প্রবেশ করে। অতঃপর ছেলে আব্দুল্লাহ এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে মহানবী ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি শাস্তিস্বরূপ আমার বাপকে হত্যা করতে চান, তাহলে সে দায়িত্ব আমাকে দিন। আমি নিজে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেব। কারণ অন্য কোন মুসলিমকে সে দায়িত্ব দিলে আমি আমার বাপের খুনীকে আমার চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখা আমার জন্য বড় কষ্টকর হবে।'

কিন্তু একই কারণে সে অনুমতি তিনি দেননি।

আবূ কুহাফাহ মুসলমান হওয়ার পূর্বে একদা নবী ﷺ-কে গালি দিল। তা শুনে মুসলিম ছেলে আবূ বাক্র তার গালে এমন একটা চড় মেরেছিলেন, যার ফলে বাপ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

বদরের যুদ্ধে ছেলে আব্দুল্লাহ পিতা আবূ বাক্রের বিপক্ষে ছিল। আবূ বাক্র মোকাবেলা করার জন্য ছেলেকে আহবান করলেন। ছেলে বাপকে এড়িয়ে চলতে লাগল। মুসলিম হওয়ার পর সে এ কথা স্বীকার করলে আবূ বাক্র তাকে বললেন, 'আমি যদি সেদিন তোকে সামনে পেতাম, তাহলে হত্যা করে ছাড়তাম।'

ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা করার ফলে কোন কোন সাহাবী নিজ পিতাকে হত্যা করেছেন।

মুসআব বিন উমাইর ﷺ তাঁর ভাই উবাইদুল্লাহ বিন উমাইরকে বদরের দিন হত্যা করেছেন।

উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ তাঁর মামা আস বিন হিশামকে ঐ দিনে হত্যা করেছেন।

ঈমানের মোকাবেলায় কোন আত্মীয়তাই টিকতে পারে না। ইসলাম অপেক্ষা কোন আত্মীয়ই আপন হতে পারে না।

আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল ﷺ একদা হাদীস বয়ান করে বললেন, নবী ﷺ ঢিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, "ঢিল শিকার মারতে পারে না এবং দুশমন শায়েস্তা করতেও পারে না। কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে ফেলে এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়।"

এ হাদীস শুনে এক আত্মীয় আব্দুল্লাহকে বলল, 'তাতে অসুবিধাটা কী?'

জবাবে তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমার কাছে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা

করছি, আর তুমি এই কথা বল? আল্লাহর কসম! তোমার সাথে কোনদিন কথা বলব না।' *(বুখারী ৫৪৭৯, মুসলিম ১৯৫৪, আল-ইবানাহ ৯৬নং)*

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন, একদা (আব্বা) আব্দুল্লাহ বিন উমার বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের মহিলারা মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না।"

এ কথা শুনে (আমার ভাই) বিলাল বিন আব্দুল্লাহ বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই ওদেরকে মসজিদ যেতে বাধা দেব।'

প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ তার বুকে আঘাত করলেন এবং তাকে এমন খারাপ গালি দিলেন, যেমনটি আর কোনদিন শুনিনি। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোকে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে খবর দিচ্ছি। আর তুই বলিস, 'আল্লাহর কসম! আমরা ওদেরকে বাধা দেব।' *(মুসলিম ৪৪২নং)*

এই ঘটনার পর আজীবন তিনি ছেলের প্রতি বৈমুখ ছিলেন এবং তার সাথে কথা বলেননি। *(আহমাদ)*

বলা বাহুল্য, যে আত্মীয় শরীয়তের অধিকার লংঘন করে, সে আত্মীয়তার অধিকার হারিয়ে বসে। ঈমানের মোকাবেলায় জ্ঞাতির অধিকার থেকে পরিপূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়।

আত্মীয়তা বজায় রাখুন। তবে ঈমানী বন্ধনকে প্রাধান্য দিন। আত্মীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকুন।

দেখা-সাক্ষাতের সময় এগানা-বেগানার খেয়াল রাখুন। পর্দার বিধান মেনে চলুন।

বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ-মেলামিশা থেকে বিরত থাকুন।

বেগানার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা থেকে সাবধান থাকুন।

উপহার-উপঢৌকন বিনিময়ে অতিরঞ্জন করা থেকে দূরে থাকুন। কাউকে উপহার দিতে বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনাকে কেউ দিতে না পারলে মনে কষ্ট নেবেন না।

আত্মীয়তার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখতে গিয়ে দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রয় করবেন না। মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মানুষের সৃষ্টিকর্তাকে অসন্তুষ্ট করবেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদেরকে সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।" *(ইবনে হিব্বান প্রমুখ)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। *(মায়িদাহ ঃ ২)*

কেউ যদি আপনার দ্বীনদারীর জন্য আপনাকে দূর ভাবতে চায়, আপনার পর্দার জন্য পর করতে চায়, তাহলে অবশ্যই আপনি দুঃখিত হবেন। কিন্তু সান্ত্বনা নিন মহানবী ﷺ-এর

একটি উক্তির মাধ্যমে, তিনি বলেছেন,

((لا تُصَاحِبْ إلاَّ مُؤْمِناً ، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلاَّ تَقِيٌّ))

"মু'মিন মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাবার যেন পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায়।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

খবরদার ! কোন আত্মীয়কে তার সেই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না, যে প্রাপ্য তাকে মহান আল্লাহ দিয়েছেন। প্রত্যেক ওয়ারেস যেন তার প্রাপ্য মীরাস সঠিকভাবে প্রাপ্ত হয়। কাউকে বঞ্চিত করে অন্যকে জমি-সম্পত্তি লিখে দেবেন না। সন্তানদের মাঝে সম্পত্তিদানে অবিচার করবেন না।

নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কাউকে অধিক ভালোবেসে ভালোবাসার দুর্বলতায় হকের বেশি জমি-সম্পত্তি লিখে দেবেন না। কারণ তাতে অন্য হকদার বঞ্চিত হয়। আপনার যদি কেবল মেয়ে-সন্তান থাকে, তাহলে আপনার ভাইকে বঞ্চিত করে মেয়েদের নামে সব লিখে দেবেন না। যে অধিকার মহান আল্লাহ দিয়েছেন, সে অধিকার থেকে অধিকারীকে বঞ্চিত করার অধিকার আপনার নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে নিজ নিজ হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ২৮৭০নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

পরিশেষে বলি, যদি পারেন, তাহলে সদাচরণের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হন। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমার সঙ্গে যে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে তা বজায় কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে, তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা ক'রে দাও।" *(আহমাদ, হাকেম, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৮৯১নং)*

প্রতিবেশীর অধিকার

যে আপনার পাশাপাশি বসবাস করে, সেই আপনার প্রতিবেশী। চাহে সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, সৎ হোক অথবা অসৎ, বন্ধু হোক অথবা শত্রু, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, স্বদেশী হোক অথবা বিদেশী।

প্রতিবেশী মাত্রেই তার অধিকার আছে। শরয়ী হিসাব মতে যে যত নিকটে, তার অধিকার তত বেশি।

প্রতিবেশী বা পড়শী আপনার বাড়ির পাশে কত ঘরকে বলা যাবে?

এ ব্যাপারে উলামাদের নানা মত আছে।

কেউ বলেছেন, চারিপাশের চল্লিশ ঘর আপনার প্রতিবেশী।

কেউ বলেছেন, চারিপাশের দশ ঘর আপনার প্রতিবেশী।

কেউ বলেছেন, যে ঘরের লোক আপনার শব্দ শুনতে পায়, সেই ঘর আপনার প্রতিবেশী।

কেউ বলেছেন, আপনার ঘরের লাগালাগি যে ঘর, সেই ঘর আপনার প্রতিবেশী।

কেউ বলেছেন, এক মসজিদে আপনার সাথে যারা নামায পড়ে, তাদের সকলের ঘর আপনার প্রতিবেশী।

মোটকথা পরিভাষায় যাকে প্রতিবেশী বলা হয়, সে আপনার প্রতিবেশী। যেমন আপনার কারখানা, দোকান, ক্ষেত-জমি প্রভৃতির পাশাপাশি যারা থাকে, তারাও আপনার প্রতিবেশী।

অনুরূপভাবে সফরের সঙ্গীকেও প্রতিবেশী বলা হয়। সেই হিসাবে তার প্রতিও সদ্ব্যবহার করতে কুরআন মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا} (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, (সফরের) সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। (নিসা ঃ ৩৬)

ব্যাপকার্থে পাশাপাশি অবস্থিত দেশও প্রতিবেশী দেশ। তার প্রতিও প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতে হবে প্রত্যেক দেশকে।

ইসলাম মুসলিমকে প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করে। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় দিতে আদেশ করে।

সামাজিক ধর্মে ইসলামী ব্যবহারের কোন তুলনা নেই। সামাজিকতার আচরণে তার সৌন্দর্যের কোন নজীর নেই। পূর্বোক্ত আয়াতেই আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ নিজের অধিকার আদায়ের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে বান্দার অধিকার তথা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, অনাথ, দরিদ্র ও প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন।

ইসলামের ফজর থেকেই মানবিক সচ্চরিত্রতা ও সদাচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে মানুষের। মক্কায় মুসলমান হওয়ার পর অত্যাচারিত হলে তাঁরা হাবশায় হিজরত করলেন। মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য সেখানকার বাদশার নিকট নানা উপঢৌকন-সহ লোক পাঠালো। বাদশার কাছে অভিযোগ করা হল, এরা বিধর্মী লোক। এরা নিজেদের বাপ-দাদাদের ধর্ম বর্জন করেছে, আপনাদের (খ্রিস্টান) ধর্মও গ্রহণ করেনি। তাই এদেরকে আমাদের সাথে মক্কায় ফেরত পাঠানো হোক।

ন্যায়পরায়ণ বাদশা নও-মুসলিমদেরকে তাঁদের নতুন দ্বীন ও তার শিষ্টাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তার উত্তরে জা'ফর বিন আবী ত্বালেব رضي الله عنه বললেন,

أَيُّهَا الْمَلِكُ ! كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ ، وَصِدْقَهُ ، وَأَمَانَتَهُ ، وَعَفَافَهُ ، فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ ، وَنَعْبُدَهُ ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ ، وَالدِّمَاءِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ ، وَقَوْلِ الزُّورِ ،

وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ.....

অর্থাৎ, হে রাজন্! আমরা ছিলাম একটি অজ্ঞ জাতি। আমরা মূর্তিপূজা করতাম। মৃতপশু ভক্ষণ করতাম, ব্যভিচার করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করতাম, আমাদের সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে ভক্ষণ করত, এমতাবস্থায় আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করলেন, যাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও পবিত্রতা আমরা জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর 'তাওহীদ' (একত্ববাদ)এর প্রতি আহবান করলেন, যাতে আমরা তাঁকে একক (মা'বূদ) বলে মানি, তাঁর ইবাদত করি এবং তাঁকে ছেড়ে আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা যে সকল পাথর ও প্রতিমার পূজা করতাম তা বর্জন করি। তিনি (নবী) আমাদেরকে সত্য কথা বলতে আদেশ করেন, আমানত আদায় করতে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় অক্ষুণ্ন রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে, হারাম থেকে বিরত থাকতে, খুন-খারাবি করা থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেন। অশ্লীলতা, মিথ্যা কথা, এতীমের মাল ভক্ষণ, সতীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি থেকে নিষেধ করেন। *(আহমাদ ২২৪৯৮-নং)*

সুন্নাহতে প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে খুব বেশি। প্রতিবেশীর অধিকার আদায়, তাকে সুপরামর্শদান, তার মান-সম্মান রক্ষা, তার মানহানিকর ত্রুটি গোপন, তার প্রয়োজন পূরণ, তার ধন ও স্ত্রী-পরিজনের হিফাযত করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"জিব্রাইল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত ক'রে থাকেন। এমনকি আমার মনে হল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বানিয়ে দেবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রতিবেশীর ব্যাপারে এমন তাকীদ আসতে লাগল যে, মহানবী ﷺ-এর মনে হতে লাগল, হয়তো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ এসে প্রতিবেশীকে ত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারেস বানিয়ে দেওয়া হবে, যেমন নিকটাত্মীয়গণ হয়ে থাকে! এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রতিবেশীর অধিকার কত বড়।

আর এ কারণেই মহানবী ﷺ নিজেও বলতেন, "আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করছি।" *(সহীহুল জামে ২৫৪৮-নং)*

প্রতিবেশী যে সব অধিকার আছে, তার মধ্যে কিছু অধিকার নিম্নরূপ ঃ-

(ক) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

প্রতিবেশীর এতই বড় অধিকার রয়েছে যে, তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া যাবে না। যে কোন মানুষ ও জীব-জন্তুকে কষ্ট দেওয়া হারাম, নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া অধিকরূপে হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে পূর্ণ মু'মিন নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ !)) قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((الَّذِي لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ!)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর

কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনুরূপ পূর্ণ মু'মিন হওয়ার ব্যাপারে আরো একটি শর্তারোপ এই করা হয়েছে যে, মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করে, প্রতিবেশীর জন্য তাই পছন্দ করবে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য করে।" *(মুসলিম ৪৫নং)*

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখলে পূর্ণ মু'মিন হওয়া সম্ভব। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তুমি (পূর্ণ) মুমিন হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য কর, তাহলে (পূর্ণ) মুসলিম হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী)*

পক্ষান্তরে যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে বেহেশ্‌তে যাবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) .

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না। *(মুসলিম)*

কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখে, অন্যান্য কাজে কম থাকলেও সে বেহেশ্‌তে যাবে।

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে বেহেশ্তে যাবে।" *(আহমাদ ২/৪৪০, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১৬৬, সহীহ তারগীব ২৫৬০নং)*

এই জন্য মহানবী ﷺ মু'মিনকে তাকীদ দিয়ে বলেছেন,

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخرِ ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْـرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে অভিশপ্ত। আবূ জুহাইফা رضي الله عنه বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে নিজ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি তোমার আসবাব-পত্র রাস্তায় বের ক'রে ফেলো।' সে ফিরে গিয়ে তাই করল। তা দেখে পথচারী লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রতিবেশীর কষ্ট দেওয়ার কথা জানানো হল। সুতরাং সকলে ঐ প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে লাগল। সে তা শুনে মহানবী ﷺ-এর কাছে

এসে লোকেদের অভিশাপ দেওয়ার কথা জানালে তিনি তাকে বললেন, 'তাদের আগে আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।' প্রতিবেশীটি বলল, 'আমি ওকে আর কষ্ট দেব না।' অতঃপর অভিযোগকারী মহানবী ﷺ-এর কাছে এলে তাকে তার আসবাবপত্র তুলে নিতে আদেশ করলেন এবং তাকে আশ্বস্ত করলেন। *(আবূ দাঊদ ৫১৫৩, ত্বাবারানী, বাযযার, সঃ তারগীব ২৫৫৮-২৫৫৯নং)*

একদা আলী ﷺ আব্বাস ﷺ-কে বললেন, 'আপনার ভাইদের কোন্ খাতির আর অবশিষ্ট আছে?' উত্তরে আব্বাস ﷺ বললেন, 'ভাইদের প্রতি ইহসানী করা এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।' *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ২/১৮)*

বলা বাহুল্য, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া তাকে খাতির করার সমান।

(খ) প্রতিবেশীর প্রতিরক্ষা ও হিফাযত করা।

প্রতিবেশীর অন্যতম অধিকার এই যে, বিপদে-আপদে তার তরফ থেকে প্রতিরোধ করা, কেউ তার সম্মানে আঘাত করলে অথবা জান-মালে আক্রমণ করলে তার প্রতিরক্ষা করা প্রতিবেশীর দায়িত্ব। প্রতিবেশীর মহিলার উপরে কেউ নজর তুলে তাকালে, সে নজরের প্রতিরোধ করা প্রতিবেশীর কর্তব্য।

(গ) প্রতিবেশীর প্রতি এহসানী ও উপকার করা।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, তার বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানোই যথেষ্ট নয়। বরং তার প্রতি সদ্ব্যবহার, এহসানী ও উপকার করাও কর্তব্য প্রতিবেশীর। এমন কাজ ঈমানের পরিচায়ক। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوم الآخِرِ ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بـاللهِ وَاليَـوم الآخِـرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ)).

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার (ও এহসানী) করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।" *(মুসলিম, কিছু শব্দ বুখারীর)*

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তাহলে তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর, সত্য কথা বল এবং তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৪০৯নং)*

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারে দেশ আবাদ ও শান্তিময় থাকে, মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। মহানবী ﷺ বলেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা, এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

বলা বাহুল্য, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে তার বিপদে ও অসুখে তার সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। তাকে আগে-ভাগে সালাম দিন। তার সামনে মিষ্টি হাসি হাসুন। প্রয়োজনে সুপরামর্শ ও সদুপদেশ দিন। সর্বদা তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে হিতাকাঙ্ক্ষী থাকুন। আর জেনে রাখুন যে, প্রতিবেশীর কাছে ভাল হতে পারলে আপনি ভাল লোক। নচেৎ আপনি খারাপ লোক।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম বন্ধু হল সেই, যে তার বন্ধুর কাছে উত্তম এবং তাঁর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হল সেই, যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে ৩২৭০নং)*

তিনি আরো বলেন, "যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) ভাল কাজ করেছ। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) মন্দ কাজ করেছ।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৬১০নং)*

তিনি আরো বলেন,

(مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ، يَشْهَدُ لَهُ ثَلاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ ، إلاَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ).

অর্থাৎ, যখন কোন মুসলিম বান্দা মারা যায় এবং তার জন্য নিকটবর্তী তিন ঘর প্রতিবেশী ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তখন মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার বান্দাদের সাক্ষ্য সেই বিষয়ে গ্রহণ করলাম, যে বিষয় তারা জানে এবং যে বিষয় আমি জানি (ওরা জানে না), সে বিষয়ে ওকে ক্ষমা করে দিলাম।' *(আহমাদ, সঃ তারগীব ৩৫১৬নং)*

(ঘ) প্রতিবেশী কষ্ট দিলে ধৈর্য ধরুন।

ভুল করা মানুষের প্রকৃতি। প্রতিবেশী ভুল করলে ফুল-চোখে ক্ষমা করুন। তার ত্রুটি দৃষ্টিচ্যুত করুন। তার পদস্খলনকে ক্ষমার নজরে দেখুন। কোন অসমীচীন কাজ করলে তার কোন সুব্যাখ্যা করুন। তার দোষ গোপন করুন। সুন্দর চরিত্র প্রদর্শন করুন।

হাসান বাসরী (রঃ) বলেছেন, 'প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের অর্থ কষ্টদান থেকে বিরত থাকা নয়, বরং তার সাথে সদ্ব্যবহারের অর্থ হল তার কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করা।'

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وثَلاثَةٌ يَشْنُؤُهُمُ اللهُ، الرَّجُلُ يَلْقَى العَدُوَّ فِي فِئَةٍ فَيَنْصُبُ لَهُمْ نَحْرَهُ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لأَصْحابِهِ، والقَوْمُ يُسافِرُونَ فَيَطُولُ سُرَاهُمْ حَتَّى يُحِبُّوا أَنْ يَمَسُّوا الأَرْضَ فَيَنْزِلُونَ فَيَتَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي حَتَّى يُوقِظَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ، والرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الجَارُ يُؤْذِيهِ جارُهُ فَيَصْبِرُ على أَذاهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُما مَوْتٌ أَوْ ظَعْنٌ، والذِينَ يَشْنُؤُهُمُ اللهُ التَّاجِرُ الحَلافُ والفَقِيرُ المُخْتالُ والبَخِيلُ المَنَّانُ).

অর্থাৎ, আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন ও তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।

(১) সেই ব্যক্তি, যে কোন দলে থেকে দুশমনের মোকাবেলার জন্য নিজের বুক পেতে দেয়। পরিশেষে সে খুন হয়ে যায় অথবা সাথীদের বিজয় লাভ হয়।

(২) সেই ব্যক্তি, যে কোন সম্প্রদায়ের সাথে সফরে থাকে, তাদের রাত্রি-ভ্রমণ দীর্ঘায়িত হয়, পরিশেষে তারা মাটি স্পর্শ করতে (ঘুমাতে) চায়। সুতরাং তারা অবতরণ করে (ঘুমিয়ে যায়)। আর তাদের ঐ ব্যক্তি এক ধারে সরে গিয়ে নামায পড়তে লাগে। অবশেষে তাদেরকে কুচ করার জন্য জাগ্রত করে। (সে মোটেই ঘুমায় না।)

(৩) সেই ব্যক্তি, যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে তার কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। পরিশেষে মৃত্যু অথবা স্থানান্তর তাদেরকে পৃথক করে দেয়।

আর যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন, (তারা হল,)

(১) অনেকানেক কসমখোর ব্যবসায়ী,

(২) অহংকারী গরীব এবং

(৩) অনুগ্রহ প্রকাশকারী কৃপণ। *(আহমাদ ২ ১৩৪০, সঃ জামে’ ৩০৭৪নং)*

মানুষ এ ব্যস্ততার যুগে অপরের খোঁজ-খবর রাখে না। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর খবর নেয় না। বিশেষ করে শহরে পাঁচ কি দশ ইঞ্চি ইটের দেওয়ালের অপর পাশে কী ঘটছে তার খবর রাখে না। সবাই যেন স্বার্থপর, সবাই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ!

পরন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে, নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে প্রতিবেশীর ঘাড়ে বোঝা চাপাতে মানুষ পিছপা নয়।

কত শতভাবে প্রতিবেশী কষ্ট পায়!

প্রতিবেশীর বাড়ির সদর দরজার সামনে গাড়ি রাখে।

প্রতিবেশীর দরজার সামনে নোংরা ও আবর্জনা ফেলে।

বাড়ি-ধোওয়া বা বাথরুমের পানি প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে দিয়ে বইয়ে দেয়।

প্রতিবেশীর বাড়ির ভিতরে নজর যায়---এমনভাবে দরজা-জানালা বা ছাদ খোলা রাখে।

নিজের বাড়ির গাছ প্রতিবেশীর বাড়িতে ডালপালা বিস্তার করে ছায়া করে অথবা পাতা ফেলে নোংরা করে।

কোন দুর্গন্ধ ছড়িয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া।

গান-বাজনা বা অন্য কোন অপছন্দনীয় শব্দে প্রতিবেশীকে অতিষ্ঠ করে তোলা।

দরজার সামনে আড্ডা জমিয়ে প্রতিবেশীর মহিলাকে বিব্রত করা।

প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে কুয়া খোলা ছেড়ে রাখা।

আলো জ্বালিয়ে রেখে প্রতিবেশীর বাড়িতে ঘুমের ডিস্টার্ব করা।

পাড়াগ্রামে ছাগল-গরু, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি ছেড়ে রেখে প্রতিবেশীর গাছপালা নষ্ট করা।

আরো কতভাবে পেরেশান করা প্রতিবেশীকে।

অনেক সময় হিংসাবশতঃ এমন শ্রেণীর অত্যাচার করা হয় প্রতিবেশীর প্রতি। পরশ্রীকাতরতায় কাতর হয়ে প্রতিবেশীকে দু-চোখে দেখতে পারে না। এমনিতেই হিংসা করা হারাম, তার ওপর প্রতিবেশীর প্রতি হিংসা? সে তো বহুগুণ হারাম।

বিশেষ করে মহিলারা প্রতিবেশী মহিলাদের হিংসা করে, দোকানদার দোকানদারের হিংসা করে, প্রতিবেশীর খদ্দের ভাঙায় ইত্যাদি।

হিংসাবশতঃ কোন ত্রুটি পেলে প্রচার করে, রটনার সুরে সুর মেলায়। ‘মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে, পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে।’ ‘যার গরু সে বলে বাঁঝা, পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন!’

হিংসুক প্রতিবেশী বড় ভয়ানক। কোন দোষে প্রতিবেশীর মুখে হাত দেওয়া বড় মুশকিল। এই জন্য প্রবাদ আছে, ‘ঝি জব্দ কিলে বউ জব্দ শিলে, পাড়া-পড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।’ এমন প্রতিবেশী থেকে আল্লাহ দূরে রাখুন।

প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায়াচরণের একটি হল, তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। তার দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, পেশা, লেবাস-পোশাক, ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা করা।

এমনিতে ব্যঙ্গ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ] (الحجرات : ١١)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। *(হুজুরাতঃ ১১)*

তাহলে প্রতিবেশীর সাথে এমন আচরণ কী পরিমাণের হারাম হতে পারে?

অনুরূপ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা কোনটাই বৈধ নয়। প্রতিবেশী হিসাবে তার একটা সম্মান ও পজিশন থাকা উচিত প্রতিবেশীর কাছে। নিশ্চয় সে কাজ মুসলিমের হতে পারে না।

অনুরূপ প্রতিবেশীর ভেদ ও গুপ্ত খবর প্রচার করা বৈধ নয়। বৈধ নয় তার ছিদ্রান্বেষণ করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা, অযথা ধারণা (পোষণ করা) সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করো না, পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধান করো না, রিষারিষি করো না, পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, আল্লাহর বান্দারা ভাই-ভাই হয়ে যাও; যে ভাবে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। এক মুসলিম আর এক মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করতে পারে না। তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞাও করতে পারে না। তাকওয়া এখানে (অন্তরে)। কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম।" *(বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ)*

প্রতিবেশীর বিয়ে ভাঙানো, স্ত্রী বা ভৃত্যের কান ভাঙানো কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কারো স্ত্রী অথবা কারো ভৃত্যকে প্ররোচনা বা প্রলোভন দ্বারা নষ্ট করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(আবূ দাঊদ)*

বৈধ নয় প্রতিবেশীর জমি-জায়গা দাবিয়ে নেওয়া। যেহেতু এমন কাজের কাজী অভিশপ্ত।

"আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুষ্কৃতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।" *(মুসলিম ১৯৭৮-নং)*

'ঘরের পাশে মরাই, গুটি-গুটি সরাই।' প্রতিবেশীর কোন জিনিস কাছে পেয়ে চুরি করা অথবা কুড়িয়ে পেয়ে গোপন করা বৈধ নয়। বৈধ নয় ঘরের পাশে পেয়ে প্রতিবেশী কোন মহিলার সাথে অবৈধ প্রণয়-সূত্রে নিজেকে গেঁথে ফেলা।

বৈধ নয় প্রতিবেশীর দেওয়ালে লেখা বা কোনভাবে দেওয়াল খারাপ করা। বৈধ নয় তার গাড়ি ইত্যাদির প্রতি শিশুসুলভ আচরণ করা।

প্রতিবেশীকে যেভাবেই যত সামান্যই কষ্ট দেওয়া হোক, তা কিন্তু সামান্য নয়। যেহেতু যার সেবা পাওয়ার অধিকার আছে, তাকে কষ্ট দেওয়া অনেক বড় অপরাধ।

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর -অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো

বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে---এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।"

আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (٦٩)

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭,৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ ﵁ বলেন, একদা মহানবী ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা ব্যভিচার সম্বন্ধে কী বল?" সকলে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন, অতএব তা হারাম।' তিনি বললেন,

(لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ).

"প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি মহিলার সাথে ব্যভিচার অধিকতর নিকৃষ্ট।"

অতঃপর বললেন, "তোমরা চুরি সম্বন্ধে কী বল?" সকলে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন, অতএব তা হারাম।' তিনি বললেন,

(لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ).

"প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি বাড়িতে চুরি করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি বাড়িতে চুরি করা অধিকতর নিকৃষ্ট।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫০৪৩নং)*

যেহেতু প্রতিবেশী প্রতিবেশীর আমানত রক্ষা করবে, এটা তার কর্তব্য। তা না করে যদি খিয়ানত করে এবং রক্ষা না করে উল্টে ভক্ষণ করে, বেড়া যদি ক্ষেত খায়, তাহলে অবশ্যই সে অপরাধ ছোট নয়।

'রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, কে করিবে রক্ষা,
ধার্মিক যদি চুরি করে, কে দেবে তারে শিক্ষা?'

প্রতিবেশী যদি বিদেশে থাকে অথবা জিহাদে থাকে অথবা কোন কর্মসূত্রে বাড়িতে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে প্রতিবেশীর ঘাড়ে এই আমানত চাপে যে, সে প্রতিবেশীর স্ত্রী-সন্তানের দেখাশোনা করবে। তা না করে যদি উল্টে তাদের প্রতি খেয়ানত করে, তাহলে সে অপরাধ কি ছোট ভাবা যায়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِى أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ».

"স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের পক্ষে মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের নিজেদের মায়ের মর্যাদার মতো। স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ ব্যক্তির

পরিবারের প্রতিনিধিত্ব (দেখাশোনা) করে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে সে তার খিয়ানত ক'রে বসে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং সে তার নেকীসমূহ থেকে ইচ্ছামত নেকী নিয়ে নেবে।"

সাহাবী বুরাইদা বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমাদের ধারণা কী? (সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে ছাড়বে?)" *(মুসলিম)*

প্রতিবেশীর উচিত, নিজ প্রতিবেশীকে চেনা। সুতরাং চিলকে বিল দেখানো তার উচিত নয়, উচিত নয় বিড়ালকে মাছ বাছতে দেওয়া এবং ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ করে বাইরে যাওয়া। 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' প্রবাদ মাথায় রেখে বাড়িতে আসা-যাওয়ার সুযোগ দিয়ে কাউকে প্রশ্রয় দেবে না। নচেৎ যাকে মাথায় তুলবে, সেই একদিন মাথায় লাথি মেরে তার সর্বনাশ ঘটাবে। আর তখন পস্তাতে হবে, যখন হায়-পস্তানি কোন কাজে আসবে না।

প্রতিবেশীর কাছে প্রতিবেশীর মহিলা নিরাপত্তা পাবে, এটাই ঈমান ও প্রতিবেশের দাবী। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মদীনার আনসারদের প্রশংসায় বলেছেন,

(ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صالحين ألا تنزل بين أبويها).

অর্থাৎ, মহিলা যদি আনসারদের দুটি নেককার ঘরের মাঝে বাস করে, তাহলে সে মায়ের বাড়ি না গেলেও কোন পরোয়া করে না। *(উয়ূনুল আখবার ১/২৮৭)*

প্রতিবেশী নেক হলে মহিলার গৃহকর্তা বাড়িতে না থাকলেও মনে বল থাকে, নিজেকে নিরাপদ বোধ করে। আর সে জন্যই নেক প্রতিবেশী দুনিয়ার অন্যতম সুখের সম্পদ।

প্রতিবেশীর উচিত নিজ সন্তান-সন্ততিকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা। নচেৎ অনেক সময় এমনও হয় যে, সে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ প্রদর্শন করে, কিন্তু তার ছেলেরা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, তাদের বাড়ির ভিতরে ঢিল ছুড়ে, বল খেলতে গিয়ে বাড়ির ভিতরে বল মারে, তার ফলে লাইট ভাঙ্গে, কাঁচ ভাঙ্গে, গাড়ির উপর অত্যাচার করে, গাছ নষ্ট করে, খামোখা কলিং-বেল টিপে বা দরজায় ধাক্কা দিয়ে উত্যক্ত করে ইত্যাদি।

অনেক সময় প্রতিবেশীর ভালো লোকের ছেলেরাও পাশের বাড়ি বা খামারে বা রাস্তায় হৈ-হুল্লোড় করে, উচ্চ স্বরে গান-বাজনা করে বা শুনে, খামোখা গাড়ির হর্ন মেরে প্রতিবেশীর ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, আরামে ব্যারাম সৃষ্টি করে, রোগীকে বিরক্ত করে, ছোট শিশুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে ইত্যাদি। নিশ্চয় এ সকল আচরণ কোন সভ্য সমাজের মানুষদের নয়।

অনেক সময় এমন ঘটে, প্রতিবেশীর পাশের বাড়ি বা দোকান ভাড়া দেওয়া হয় এমন লোককে, যে পছন্দনীয় নয়। খারাপ লোক, খারাপ কাজ করে, অবৈধ ব্যবসা বা কাজ করে। সে ক্ষেত্রে তার মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয়।

তদনুরূপ প্রতিবেশীর কাছে অনুমতি না নিয়ে বাড়ি, জায়গা বা দোকান বিক্রি করা এবং এমন লোককে মাঝে ঢুকতে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়, যে লোক সন্তোষভাজন নয়। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হল, অনুরূপ কিছু বিক্রি করার সময় তা সর্বাগ্রে প্রতিবেশীর কাছে প্রস্তাব রাখতে হবে। অতঃপর সে তা ক্রয় করতে আগ্রহী না হলে অথবা অক্ষম হলে অন্যকে বিক্রি করা যাবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ).

অর্থাৎ, বাড়ির প্রতিবেশী প্রতিবেশীর বাড়ির বেশি হকদার। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী প্রমুখ, সঃ জামে' ৩০৮৯নং)*

প্রতিবেশীর অধিকার বেশি, এ কথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া মুসলিমের কাজ নয়।

প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লাগলে অথবা ডাকাতি পড়লে অথবা কেউ অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রতিবেশীর উচিত ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করা। কোন জরুরী কাজে ডাক দিলে এক ডাকে ছুটে আসা। বিপদে সাহায্য করতে গড়িমসি বা গয়ংগচ্ছ করা উচিত নয়।

'এক ঝিকে মাছ লাগে না সেই বা কেমন বঁড়শী,
এক ডাকেতে দেয় না সাড়া সেই বা কেমন পড়শী?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে।" তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। *(বুখারী)*

এ হল আম জনসাধারণের জন্য, সুতরাং খাস প্রতিবেশীর জন্য কী উপমা হতে পারে?

প্রতিবেশীর উচিত নয়, প্রতিবেশীর উপকারে নিজের দরজা বন্ধ ক'রে রাখা। ধনী হলে ধন দিয়ে, আলেম হলে ইল্‌ম দিয়ে, ডাক্তার হলে প্রয়োজনে চিকিৎসা দিয়ে, যে যেভাবে সক্ষম সে তাই দিয়ে প্রতিবেশীর উপকার করবে। ব্যস্ততার ওজুহাত দেখিয়ে সহযোগিতার দরজা বন্ধ রাখা উচিত নয়। নচেৎ কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন, আমাদের কাছে এমন এক যুগ এসেছিল, যখন কারো নিকট তার মুসলিম ভাই অপেক্ষা দীনার-দিরহাম বেশি প্রিয় ছিল না। আর এখন দীনার-দিরহামই মুসলিম ভাই অপেক্ষা আমাদের কাছে বেশি প্রিয়। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

(كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ).

অর্থাৎ, কত প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর কাছে) ধরে এনে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! একে জিজ্ঞাসা করুন, কেন এ আমার মুখে দরজা বন্ধ রেখেছিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু থেকে বিরত রেখেছিল?' *(আসবাহানী, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সিঃ সহীহাহ ২৬৪৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন প্রথম বাদী-প্রতিবাদী হবে দুই প্রতিবেশী।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ২৫৫৭নং)*

প্রতিবেশী যদি গরীব মানুষ হয়, তাহলে কি তার খেয়াল রাখেন? সে হয়তো হাত পেতে আপনার কাছে কিছু চায় না। তা বলে কি আপনি তাকে অভাবমুক্ত মনে করেন? খোঁজ নিয়ে দেখেন কি, তার বাড়িতে চুলো জ্বলে কি না? দু-বেলা দু'মুঠো খেতে পায় কি না? আপনি হয়তো ভরপেট খান। অতিরিক্ত খাবার ডাস্‌বিনে ফেলে দেন। অথবা বাইরের কুকুর খেয়ে যায়। কিন্তু বাড়ির পাশে অভাবী মানুষ পেটপুরে খেতে পায় না, তার জন্য কি আপনি দায়ী হবেন না? কেমন মু'মিন আপনি?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ)

"সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী উপোস থাকে।" *(ত্বাবারানী,*

হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৫৩৮-২নং)

"সে আমার প্রতি মুমিন নয়, যে ভরপেট খেয়ে রাত্রি যাপন করে অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় থাকে এবং সে তা জানে।" *(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫৫০৫নং)*

এমনও প্রতিবেশী থাকতে পারে, যাদের খাবার হয়তো জোটে, কিন্তু ভালো খাবার জোটে না। আপনি হয়তো মাছ-মাংস খান, কিন্তু তাদের পাতে তা জোটে না। যদি পারেন, তাহলে তাতে ঝোল বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ।" *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আবূ যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী ﷺ) অসিয়ত ক'রে বলেছেন যে, "যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী করবে। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দেবে।"

প্রতিবেশীর সাথে উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদানের মাঝে আপোসে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। তারই মাঝে অনেক ভুল-ত্রুটি ফুল-চাপা যায়। কুধারণা দূর করে সুধারণা সৃষ্টি করে।

'স্মৃতি দিয়ে বাঁধা থাকে প্রীতি, প্রীতি দিয়ে বাঁধা থাকে মন,
উপহারে বাঁধা থাকে প্রীতি, তাই দেওয়া প্রয়োজন।'

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে এই উপঢৌকন বিনিময় করতে পারলে উত্তম। তবে তা লৌকিকতার রঙে রঞ্জিত হওয়া ভাল নয়। কেউ উপহার না আনতে পারলে তার প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। উপহারের জিনিস দামী না হলে যে দেয়, তার দামও কমে যাওয়া উচিত নয়। উপহার ক্ষুদ্র হলেও তার মূল্য অনেক বেশী। সেই হিসাবেই তা গ্রহণ করতে হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(تَهَادَوْا تَحَابُّوا).

"তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পরিক সম্প্রীতি লাভ করবে।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৯৪, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৩০৪নং)*

আনাস ﷺ বলেছেন,

(يا بني! تبادلوا بينكم ؛ فإنه أودّ لما بينكم).

অর্থাৎ, হে আমার সন্তানগণ! তোমরা আপোসে (উপঢৌকন) বিনিময় কর, যেহেতু তা তোমাদের আপোসে বেশি সম্প্রীতিকর। *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৯৫নং)*

কিন্তু প্রতিবেশীর বাড়ি তো আর একটা হবে না। সে ক্ষেত্রে সকলকে দিয়ে কুলানোও হয়তো না যেতে পারে। তখন উপায় কী হবে? তার বিধানও দিয়েছে শরীয়ত।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। (যদি দু'জনকেই দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে) আমি তাদের মধ্যে কার নিকট হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাব?' তিনি বললেন, "যার দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাও)।" *(বুখারী)*

এ ব্যাপারে বাড়ির মহিলারা বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এই জন্য মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে বলেন,

(يَا نِسَاءَ المؤمِنَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَو فِرْسِنَ شَاةٍ).

"হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মহিলাদের জন্য কিছু পাঠানোকে তুচ্ছ ভেবো না; যদিও বা তা ছাগলের খুরই হোক না কেন।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৭৯৮৯নং)*

অনেক সময় মহিলার কাছে যা থাকে, তা উপঢৌকন হিসাবে প্রতিবেশিনীর কাছে পাঠাতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু তা করা উচিত নয়। বরং সামান্য কিছু হলেও উপঢৌকন-বিনিময় অব্যাহত থাকা উচিত। কিছু দেওয়ার থেকে আদৌ কিছু না দেওয়াটা বেশি লজ্জাকর বিষয়। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه] (الزلزلة : ٧)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধূলিকণা পরিমাণ পুণ্যকর্ম করবে, সে তা (কিয়ামতে) দেখতে পাবে। *(যালযালাহ ঃ ৭)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ).

অর্থাৎ, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হয়। *(বুখারী ১৪১৭ নং, মুসলিম ১০১৬ নং)*

বলা বাহুল্য প্রতিবেশিনীর উচিত, সামান্য কিছুকে নগণ্য না ভেবে উপঢৌকন পাঠানো। যেমন যার কাছে তা পাঠানো হয়, তার উচিত, তুচ্ছ ভেবে সেই সামান্য উপঢৌকন ফিরিয়ে না দেওয়া অথবা তা গ্রহণ করতে অহংকার প্রদর্শন না করা।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ির অবস্থা দেখুন, মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমরা দু'মাসে তিনটা চাঁদ দেখতাম। (আর এ দিনগুলোতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরগুলোতে আগুন জ্বলত না।' (উরওয়া বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কীভাবে দিন অতিবাহিত করতেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'দুটো কালো জিনিস দ্বারা; খেজুর ও পানি। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু আনসার প্রতিবেশী ছিল, যাদের ছিল কিছু দুধালো উটনী ও বকরী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সেগুলো দোহন ক'রে (হাদিয়া) পাঠাতেন। আর তিনি আমাদেরকে তা-ই পান করাতেন।' *(বুখারী ২৫৬৭, মুসলিম ২৯৭২নং)*

অনেকে ভাবে, উপহার নিলে ছোট হতে হয়। যেহেতু প্রত্যেক দানই প্রতিদান চায়। দাতার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। যেমন উপঢৌকন যদি 'ঘুস' হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

যেমন যা না খেয়ে ফেলে দিতে হবে, বা যা খাওয়া চলবে না, তা উপঢৌকন হিসাবে গ্রহণ না করলে বুঝিয়ে বলে ফেরত দেওয়া দূষণীয় নয়। অবশ্য তা গ্রহণ করে অন্যকে উপহার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই অহংকার প্রদর্শন বা নাক সিঁটকানো সমীচীন নয়। 'আমরা ওসব খাই না, আমাদের বাড়িতে তা পড়ে বেড়ায়। ওসব আমাদের গরুতে খায়।'--- ইত্যাদি বলে দাতার মনকে ছোট করা বৈধ নয়।

সাধারণতঃ শহুরে পরিবেশে প্রতিবেশী ভাড়াটের খোঁজ কেউ সহজে নেয় না। এক জায়গায় বাস করে একই মসজিদে প্রায় একটি বছর নামায পড়লাম, কিন্তু সেখান স্থানীয় বাসিন্দার কিছু নামাযী জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না, 'আপনার পরিচয় কী? আপনি কী করেন?' ইত্যাদি।

বাইরের লোক বলে, বিদেশী বলে, গাঁইয়া ভেবে, মযহাব-বিরোধী বলে অথবা আরো অন্য

কারণে অনেকের প্রতি গুরুত্ব দেয় না জামাআতের লোক। যাতে ক্ষতি হয় মুসলিম সমাজের, ক্ষয় হয় সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সদ্ভাবের। এরা এক শ্রেণীর উদ্ধত মানুষ। তিক্ত হলেও এটাই বাস্তব।

সংসারে জীবন-ধারণের সময় অনেক কিছু প্রয়োজন পড়ে, যা কখনো অপরের নিকট ধার নিতে হয়। প্রতিবেশী হিসাবে তা দেওয়া কর্তব্য। যেমন আগুন, পানি, লবণ, হাঁড়ি, বালতি বা অন্য কোন পাত্র, কাটার যন্ত্র, রান্নাশালের আসবাবপত্র, সাইকেল ইত্যাদি আরো অনেক কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধার নিয়ে কাজ চালাতে হয়। প্রতিবেশী হয়ে সেসব না দিলে প্রতিবেশীর হক আদায় হয় না। তাছাড়া সে মহান আল্লাহর এই বাণীর শামিল হতেও পারে, তিনি বলেছেন,

{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٧)

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক প্রদর্শন (ক'রে তা) করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। *(মাঊন ঃ ৪-৭)*

প্রতিবেশী হিসাবে যদি সহযোগিতার হাত না বাড়ানো হয়, তাহলে সত্যই তা বড় লজ্জার ও বড় দুঃখের। যেমন বড় দুঃখের কথা এটাও যে, কাউকে কোন জিনিস ধার দিলে, সে আর সহজে তা ফেরত দিতে চায় না।

প্রতিবেশী যদি কোন দরকারে তার দেওয়ালে পেরেক বা কাঠ গাড়তে চায়, তাহলে তাতেও বাধা দেওয়া উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ).

অর্থাৎ, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাঠ (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে নিষেধ না করে।

অতঃপর আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه বললেন, 'কী ব্যাপার আমি তোমাদেরকে রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাতে দেখছি! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এ (সুন্নাহ)কে তোমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করব (অর্থাৎ এ কথা বলতে থাকব)।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

খুশী ও আনন্দের সময় প্রতিবেশী বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ সময়ে তাকে গুরুত্ব না দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে মনের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অবশ্য একান্ত খাস ব্যাপার হলে সে কথা ভিন্ন। অনুরূপ প্রতিবেশীর উচিত, সেই ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রত্যেক সুখের বিষয়ে তার শরীক হওয়ার কামনা মনে পোষণ না করা। নচেৎ অতিরিক্ত কামনা থাকলে এবং বঞ্চনা ভাগে পড়লে অহেতুক দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু জুটবে না।

যেমন প্রতিবেশী উচিত নয়, দাওয়াত গ্রহণে অহংকার প্রদর্শন করা। যেহেতু প্রথমতঃ দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব। আর দ্বিতীয়তঃ তাতে প্রতিবেশীর মনের জমিতে ভুল ধারণার আগাছা সৃষ্টি হয়। যদি একান্তই কোন ওজর-আপত্তি থাকে, তাহলে সে কথা সুন্দরভাবে তাকে জানিয়ে দেওয়া জরুরী। প্রতিবেশীকে খেয়ালে রাখা উচিত, মহানবী ﷺ বলেছেন,

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ

فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ)). رواه مسلم

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ অলীমার খাবার, যাতে যে (স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ, মিসকীনকে) বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহবান করা হয় সে (অর্থাৎ, ধনী) আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।" (মুসলিম)

যথাসম্ভব প্রতিবেশীর হিতাকাঙ্ক্ষী হন। তার মঙ্গল ও শুভ-কামনা করুন। এর বিপরীত মুসলিমের কর্ম নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ – أَوْ قَالَ لأَخِيهِ – مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দা প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী বা ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম ১৮০নং)*

লক্ষ্য করা যেতে পারে, প্রতিবেশী মানুষদের মাঝে সৎ ও কল্যাণকর কাজে পরস্পর সহযোগিতা নেই। অট্টালিকার ইটগুলির মাঝে যেন সিমেন্ট নেই। সমাজের রজ্জুতে যেন কেমন কাটা-কাটা, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাব! কোথায় সে বাণীর বাস্তবায়ন "এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে।" কোথায় সে মজবুতি? অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّـهَ إِنَّ اللّـهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ}

(٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। (মায়িদাহ ঃ ২)

মহান আল্লাহর নির্দেশ মু'মিনদের আপোসে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি থাকবে, আপোসের মাঝে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার রীতি ও অভ্যাস থাকবে। কিন্তু কোথায় তা? সবাই যেন 'হক' বলতে ভয় পায়। লজ্জাবোধ করে অপরকে ভালো শিক্ষা দিতে। অথচ বাংলার প্রবাদেও আছে, 'পড়শীর মুখ না আরশীর মুখ।' পাড়া-পড়শীর লোক হবে আয়নার মতো। আর মহানবী ﷺও বলেছেন,

(الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ).

অর্থাৎ, মু'মিন মু'মিনের আয়না স্বরূপ। *(আবূ দাউদ ৪৯১৮, সিঃ সহীহাহ ৯২৬নং)*

কেউ নিজের চেহারা নিজে দেখতে পায় না। আয়নাতে চেহারার ভালো-মন্দ ধরা পড়ে। সে কিছু গোপন করে না। প্রতিবেশীও হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে প্রতিবেশীর ত্রুটি সংশোধনে শত প্রয়াসী হবে। কোন ভুল করে বসলে তা শুধরে নেওয়ার পথ বলে দেবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ পড়শী যেন বঁড়শি হয়ে জব্দ করতে চায়। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় যদি সে সক্ষম হয়, তাহলে অপরের মাথায় পা রেখেও প্রথম স্থানটি অধিকার করে নিতে চায়।

নামে-ডাকে যদি প্রতিবেশী বড় হয়, তাহলে যেন-তেন-প্রকারেন তাকে ছোট করে নিজে বড় হতে চায়। প্রতিবেশীর সুযশ নষ্ট করার অপপ্রয়াস চালিয়ে নিজের যশ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়। এমন যদি সমাজের অবস্থা হয়, তাহলে জাতির কল্যাণ ও উন্নতির কথা কীরূপে ভাবা যেতে পারে?

কোন কারণে যদি প্রতিবেশীর সাথে মনোমালিন্য হয়, তাহলে তা বিলম্বিত হতে থাকে। বরং অনেক সময় সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে খোঁটা দেওয়া শুরু হয়। শুরু হয় পাশাপাশি জায়গা নিয়ে দবদবানি---'আমার জায়গায় পা দিবি না। আমার পুকুরে নামবি না।' ইত্যকার কত কথা বলে নিমিষে বিচূর্ণ করে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের শিশমহল।

প্রতিবেশী যদি স্বদেশী না হয়, তাহলেও তার প্রতি কর্তব্য ভুলে যাবেন না। তারও অধিকার আছে। বিদেশী বলে তার প্রতি আপনার কোন কর্তব্য নেই---এ কথা মনেও আনবেন না। এমনকি প্রতিবেশী যদি অমুসলিম হয়, তবুও তার অধিকার আছে আপনার কাছে। সুতরাং কোন দ্বীনী বিষয়ে নয়, পার্থিব বিষয়ে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[لاينهاكم اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ] (الممتحنة : ٨).

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। *(মুমতাহিনাহ ঃ ৮)*

একদা সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস একটি ছাগল যবেহ করলে নিজের বাড়ির লোককে বললেন, 'আমাদের প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে উপঢৌকন পাঠালে?' তিন-তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, 'আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"জিব্রাইল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত ক'রে থাকেন। এমনকি আমার মনে হল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বানিয়ে দেবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সাহাবী বুঝেছিলেন, এই অসিয়তে মুসলিম ও কাফের সকল প্রকার প্রতিবেশীই শামিল। তবে অমুসলিম প্রতিবেশীর একটি হক, মুসলিম প্রতিবেশীর দুটি হক। আর মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী হলে তার তিনটি হক রয়েছে।

নেক প্রতিবেশী হওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তার প্রতি হিংসা না করে তার কদর করুন। আল্লাহ যদি তাকে বড় করেছেন, তাহলে তার প্রতি হিংসা না করে আপনি তাকে নিয়ে গর্ব করুন যে, আপনি তার প্রতিবেশী। যেহেতু সৎ প্রতিবেশী থাকা পার্থিব একটি সুখের কারণ। আর হিংসুক, পরশ্রীকাতর, অহংকারী, দুশ্চরিত্র, চোর, দুষ্কৃতী ইত্যাদি প্রতিবেশী থাকা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি।" *(ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "দুনিয়ায় তিনটি জিনিস মুসলিম ব্যক্তির সুখের বিষয়, নেক প্রতিবেশী, প্রশস্ত বাড়ি এবং সচল সওয়ারী। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সঃ জামে' ৩০২৯নং)*

সুতরাং যিনি নতুন বাড়ি করবেন, কিনবেন অথবা ভাড়া করবেন, তাঁর উচিত, জায়গা ও বাড়ির পূর্বে প্রতিবেশী কেমন---তাই দেখা। নচেৎ সুখের বাসায় দুখের ডিম পাড়বে অসৎ প্রতিবেশী হলে। বদের হাড্ডি প্রতিবেশী আপনার কাবাবে হাড্ডি হয়ে থাকবে।

আলী ﷺ বলেছেন, 'বাড়ির পূর্বে প্রতিবেশী লক্ষণীয় এবং পথের পূর্বে সাথী দর্শনীয়।'

প্রনিধান করুন আসিয়ার কথা, তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় বলেছিলেন,

{رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ} (١١) سورة التحريم

'হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর.....।' *(তাহরীমঃ ১১)*

বলা বাহুল্য, গৃহের কথা উল্লেখ করার আগে তিনি 'তোমার নিকট' প্রতিবেশের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

প্রতিবেশী মন্দ হলে সুখের বাসায় আগুন লাগে। মনের ভিতর তার ব্যাপারে উদ্বেগ থাকে, কষ্ট থাকে, দুশ্চিন্তা থাকে। কথায়, কাজে বা আচরণে যে প্রতিবেশী স্বস্তিতে বিশ্রাম নিতে দেয় না। যাকে দেখলে চোখ জ্বলে, মন জ্বলে, মুখে লানত বের হয়, তার পাশে থেকে কি সুখানুভব হয়? 'যাকে করি ছিঃ, সে ভাতের পাশে ঘি' হলে কি ভাত রুচে?

এক ভুক্তভোগী কবি বলেছেন,

'ছ্যাদা ঘটি চোরা গাই,
চোর পড়শী ধূর্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে স্ত্রী নষ্ট,
এ কয়টি বড় কষ্ট।'

দুনিয়ায় যে ক'দিন বাঁচেন, সুখে বাঁচতে চাইলে খারাপ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চান। এ আদেশ করে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ جَارِ السُّوءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ).

অর্থাৎ, তোমরা স্থায়ী জনপদে মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যেহেতু বেদুঈন প্রতিবেশী তোমার নিকট থেকে স্থানান্তরিত হবে। *(নাসাঈ ৫৫০২নং)*

আর খোদ মহানবী ﷺ এই দুআ করতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাচ্ছি, যেহেতু অস্থায়ী আবাসস্থলের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে। *(হাকেম ১/৫৩২, নাঃ ৮/২৭৪, সঃ জামে' ১২৯০নং)*

اَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, অসৎ সঙ্গী এবং স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৪২২৭, মাঃ যাওয়ায়েদ ১০/১৪৪, সঃ জামে' ১২৯৯নং)*

মানবাধিকার

ইসলামে পশুর অধিকার আছে, তাহলে মানবাধিকার থাকবে না কেন?

ইসলামের কিছু দন্ডবিধিকে যারা মানবাধিকার বিরোধী বলে মনে করে, তারা আসলে 'মানব' শব্দের অর্থতে ভুল ধারণার শিকার হয়। সেই সাধে অপরাধী মানবের অধিকার রাখতে গিয়ে নিরপরাধ মানবের অধিকার দৃষ্টিচ্যুত করে।

মানবকে যে সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা সম্মানিত করেছেন, মানব যদি সেই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে বহাল না রাখে, তথা মানবের আসন থেকে নিচে নেমে আসে, তাহলে সে তার অধিকার প্রাপ্তির দাবি করতে পারে কীভাবে?

তাছাড়া জানতে হবে যে, মানবাধিকার দিয়েছেন মহান আল্লাহ। অমানবিকতার আচরণ করার জন্য সে অধিকার কেড়ে নিয়েছেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর বিধানেই আছে পরিপূর্ণ মানবাধিকার। মানবের পাঁচটি অধিকার ঃ ঈমান, প্রাণ, জ্ঞান, মান ও ধন রক্ষার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। অতএব মানবের এই পাঁচটির মধ্যে যে কোনও একটি কোন মানব কোনভাবে নষ্ট করলে সে মানবাধিকার লাভের যোগ্য থাকতে থাকতে পারে না।

ইসলাম মানবকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব অন্য মানবের রক্ত-পিপাসু, তাকে বাঁচার অধিকার দেয়নি।

ইসলাম মানবকে সম্মান লাভের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব অপর মানবের সম্মান নষ্ট করে, তার সে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ইসলাম মানবকে দ্বীনদারীর অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব 'দ্বীনে হক' অবলম্বন করে না অথবা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তার নিকট থেকে মানবের কিছু অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ইসলাম মানবকে স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট করে, সে মানবের সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

ইসলামে প্রত্যেক মানুষের রুযী-রুটি, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার দিয়েছে। অধিকার দিয়েছে শিক্ষা ও কর্মের। ইসলাম এসেছে মানবের মানবতার পরিপূর্ণ করার জন্য। ইসলামে কোন যুলম নেই। আসলে মানবমন্ডলী নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলম করে থাকে।

কেবল স্বধর্মাবলম্বী বলেই নয়, বিধর্মীর প্রতিও মানবতার দরদ আছে মুসলিমদের। একদা এক ইয়াহুদীর জানাযা সামনে বেয়ে পার হতে দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওটা তো এক ইয়াহুদীর জানাযা।' তিনি বললেন, "ওটা কি একটা প্রাণ নয়?"

তাঁর পরবর্তীতে তাঁর সাহাবাগণও মানবতার সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ক্বাদেসিয়াতে সাহল বিন হুনাইফ ও ক্বাইস বিন সা'দ বসে ছিলেন। এক জিম্মী অমুসলিমের লাশ নিয়ে যেতে দেখে তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা অবাক হলে তাঁরা মহানবী ﷺ-এর হাওয়ালা দিলেন। *(বুখারী ১৩১১-১৩১৩, মুসলিম ৯৬১নং)*

কাফের হলেও যে মানুষ মুসলিমদের রক্তপিপাসু নয়, সে মানুষের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٩) الممتحنة

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সহযোগিতা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই তো অত্যাচারী। *(মুমতাহিনাহ ঃ ৮-৯)*

মুসলিম রাজ্যে অমুসলিমদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। সেখানে তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয় না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(মায়িদাহ ঃ ৮)*

মানবতার অধিকার রক্ষায় মুসলিম দরিদ্র অমুসলিমকে (নফল) দান করতে পারে। একদা মহানবী ﷺ কিছু মাল মুসলিমদের মাঝে বন্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী তা চাইলে তিনি বললেন, "মুসলিমদের সাদকায় তোমাদের কোন অংশ নেই।" এর পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল।

সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, মুসলিমরা দরিদ্র অমুসলিমদেরকেও দান করত। কিন্তু যখন মুসলিমদের দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন মহানবী ﷺ নির্দেশ দিলেন, "তোমরা স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কাউকে দান করো না।" কিন্তু মহান আল্লাহ নবী ﷺ-এর এ সিদ্ধান্তকে রহিত করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ } (٢٧٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়-দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের উপকারের জন্যই। আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। *(বাক্বারাহ ঃ ২৭২)*

অতঃপর মহানবী ﷺ ঘোষণা দিয়ে বললেন,

(تَصَدَّقُوا عَلَى أَهلِ الأَدْيَانِ).

অর্থাৎ, তোমরা সকল ধর্মের মানুষদেরকে দান কর। *(ইবনে আবী শাইবাহ, সিঃ সহীহাহ ২৭৬৬নং)*

ইসলামেই আছে প্রকৃত মানবের মানবাধিকার। ইসলাম মানবের প্রতি অন্যায় করে না। তার কোনও দন্ডবিধান অমানবিক নয়। ইসলামের দন্ডবিধি প্রয়োগ না করাতেই মানবাধিকার

লংঘিত হয় অধিক। যে দন্ডকে বর্বরোচিত ধারণা করে, সেই দন্ড প্রয়োগ না করার ফলে যে বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি হয়, তাতে আরো বেশি মানবাধিকার লংঘিত হয়। সেই দন্ডনীয় অপরাধ যে হারে বাড়তে থাকে, তাতে অধিক হারে মানবমন্ডলী নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও হারিয়ে বসে। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষী মানুষ তা অনুধাবন করে না, করতে চায় না। আসলে 'দেখতে লারি, চলন বাঁকা!'

মানবাধিকার মানে স্বেচ্ছাচারিতা বা অবাধ স্বাধীনতার অধিকার নয়। মানবাধিকার মানে যে কোন অপরাধ ও পাপ করার অধিকার নয়। ইচ্ছামতো অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, ব্যভিচার, লাম্পট্য ও বিকৃত যৌনাচার নয়। মানবাধিকার হল সুশৃঙ্খলিত ও বৈধ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার।

সমলিঙ্গী ব্যভিচার বা সমকাম, পশুগমন, বেশ্যাগমন অথবা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের ব্যভিচারে মানবাধিকার নেই, বৈধ বিবাহে মানবাধিকার আছে। যার স্বামী নেই অথবা যার স্ত্রী নেই, তাকে যে বৈধ বিবাহে বাধা দেয়, সেই আসলে মানবাধিকার লংঘন করে।

অতএব হে মানবমন্ডলী!

{اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} (٣) سورة الأعراف

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক।" *(আ'রাফ ঃ ৩)*

ইসলাম মানুষের জন্য সরল পথ, মুক্তি ও সুখের একমাত্র পথ। এই পথের সন্ধান পাওয়ার অধিকার সকল অমুসলিমদের আছে। সুতরাং সেই অধিকার আদায়ের দায়িত্ব আছে প্রত্যেক মুসলিমের ঘাড়ে।

পশু-পক্ষীর অধিকার

পশু-পক্ষীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মহান আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্রে পশু-পক্ষীও আমাদেরই মত এক-একটা সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} (٣٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীব এবং (বায়ুমন্ডলে) নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রত্যেকটি পাখী তোমাদের মতই এক একটি জাতি। আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদের সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে। *(আন্আম ঃ ৩৮)*

আর পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এই মানুষের জন্য। তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} (٢٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (বাক্বারাহ ঃ ২৯)

পৃথিবী আবাদে পশু-পক্ষীর বড় গুরুত্ব আছে মানুষের জীবনে। এই জন্যই মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য তা সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। সতর্কবাণী আল-

কুরআনে গুরুত্ব-সহকারে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি সূরার নামকরণই হয়েছে পশু-পক্ষীর নাম দিয়ে। যেমন বাক্বারাহ (গাভী), আনআম (চতুষ্পদ জন্তু), নাহল (মৌমাছি), নাম্ল (পিঁপড়া), আনকাবূত (মাকড়ষা), ফীল (হাতি)।

মহান আল্লাহ মানুষের কোন্ কোন্ উপকারের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন, তাও উল্লেখ করেছেন। তিনি আকাশমন্ডলী ও মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন,

{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٨) النحل

অর্থাৎ, তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে; আর তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। আর যখন তোমরা সন্ধ্যায় ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। আর ওরা তোমাদের ভার বহন ক'রে নিয়ে যায় দূর দেশে; যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই চরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও। *(নাহলঃ ৫-৮)*

উক্ত আয়াতগুলি থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের সাথে পশু-পক্ষীর সম্পর্ক কাছাকাছি। সুতরাং মানুষের সাথে যে জিনিসের উপকারিতা জড়িয়ে আছে, সে জিনিসকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যেহেতু তাতে রয়েছে মানুষের রুযী, পোশাক, সৌন্দর্য ও বাহন।

এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, নচেৎ অন্যান্য পশুতেও উপকারিতা বর্তমান।

উপকারিতা উল্লেখযোগ্য হওয়ার কারণে শরীয়তে কয়েকটি প্রাণীর প্রশংসা করা হয়েছে। যেমনঃ-

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الإِبلُ عِزٌّ لأَهْلِها والغَنَمُ بَرَكَةٌ والخَيْرُ مَعْقُودٌ في نَواصِي الخَيْل إلى يَوْمِ القِيامَةِ).

"উট তার পালনকারীর জন্য সম্মান ও ইজ্জত, ভেঁড়া-ছাগল হল বর্কত। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে বাঁধা আছে কল্যাণ।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৩ নং)*

((لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ)).

"তোমরা মোরগকে গালি দিয়ো না, কারণ সে নামাযের জন্য জাগ্রত করে।" *(আবু দাউদ, সহীহুল জামে' ৭১৯১)*

এ ছাড়া আল-কুরআনে 'হুদহুদ' পাখির প্রশংসা রয়েছে। *(নাম্লঃ ২০-২৬)*

পক্ষান্তরে শূকরকে অপবিত্র বলা হয়েছে। *(আনআম ঃ ১৪৫)* মুসলিমদের জন্য তার মাংস ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে।

কুকুরকেও হারাম ও অপবিত্র করা হয়েছে। বরং মহানবী ﷺ বলেছেন, "সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিব্রীল ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক সময়ে সাক্ষাৎ করার জন্য ওয়াদা করেন। সুতরাং সে নির্ধারিত সময়টি এসে পৌঁছল; কিন্তু জিব্রীল ﷺ আসলেন না। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না এবং তাঁর দূতগণও না।" তারপর তিনি ফিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দেখতে পেলেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা বসে আছে। তখন তিনি বললেন, "এ কুকুরটি কখন এখানে ঢুকে পড়েছে?" (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি ওর ব্যাপারে জানতেই পারিনি।' সুতরাং তিনি আদেশ দিলে ওটাকে বাইরে বের করা হল। তারপর জিব্রীল ﷺ-এর আগমন ঘটল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ (অভিযোগ ক'রে) বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, আর আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম, অথচ আপনি আসলেন না?" জিব্রীল বললেন, 'আমাকে ঐ কুকুর ছানাটি (ঘরে ঢুকতে) বাধা দিয়েছিল; যেটা আপনার ঘরের মধ্যে ছিল। নিশ্চয় আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর কিংবা কোন ছবি বা মূর্তি থাকে।' *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে, যা শিকারের জন্য নয়, পশু রক্ষার জন্য নয় এবং ক্ষেত পাহারার জন্য নয়, সে ব্যক্তির নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।" *(মালেক, বুখারী ৫৪৮১, মুসলিম ১৫৭৪, তিরমিযী, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর চাঁটলে তা (প্রথমবার মাটি দিয়ে মেঁজে) সাতবার ধৌত কর।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯০নং)*

মানুষের শত্রু হিংস্র প্রাণী সম্বন্ধে বিধান আছে শরীয়তে। মহানবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি দুষ্ট প্রাণীকে ইহরাম ও হালাল অবস্থায় (অথবা হারাম সীমানার ভিতরে ও তার বাইরে) হত্যা করা হবে; সাপ (বিছা), (পিঠে অথবা বুকে সাদা দাগবিশিষ্ট এক প্রকার) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৬৯৯নং)*

"যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার জন্য রয়েছে ১০০টি নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম নেকী, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চাইতেও কম নেকী।" *(মুসলিম ২২৪০ নং)*

মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। তাই তার দুশমনকে মেরে ফেলতে আদেশ করা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (বিষধর) সাপ দেখে এবং তার হামলার ভয়ে তাকে মেরে না ফেলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(সহীহুল জামে' ৬২৪৭নং)*

পশু-পক্ষীর প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব মানুষের

প্রাণরক্ষা মানুষের কাছে প্রাপ্য প্রাণীর অন্যতম অধিকার। মানুষের হাতেই পৃথিবীর ক্ষমতা। সকল প্রাণী তথা নিজেকে ধ্বংস করার সকল প্রকার হাতিয়ার সে তৈরী করেছে, আবিষ্কার করেছে। নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করতে পারে পৃথিবীর সকল জীবকে। তাই তারই দায়িত্বে রয়েছে সকল জীবের জীবন রক্ষার দায়িত্ব।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বাঁচার জন্য মারতে হবে। যে আমাকে মারতে চায়, আমি তাকে মারতে পারি। আমার ঘাতককে আমি শেষ করতে পারি। ন্যায়সংগত অধিকার সেটা। তা বলে অন্যায়ভাবে কাউকে মারতে পারি না। অকারণে কারো জীবন নাশ করতে পারি না। অহেতুক কোন প্রাণ নষ্ট করতে পারি না। অপ্রয়োজনে কারো প্রাণ নিয়ে অকরুণ খেলা খেলতে পারি না।

অকারণে প্রাণহত্যার জন্য মানুষকে জাহান্নামে যেতে হবে। "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অপরের প্রাণ নিয়ে অকরুণ খেলা করা বৈধ নয়। যে খেলে, সে অভিশপ্ত। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ৫৫১৪, মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর, যে পশুর অঙ্গহানি ঘটায়। *(নাসাঈ ৪৪৪২, ইবনে হিব্বান ৫৬১৭, বাইহাকী ১৮৬০০নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেছেন,

(لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ).

অর্থাৎ, নবী ﷺ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে পশুর অঙ্গহানি ঘটায়। *(বুখারী ৫৫১৫, দারেমী ১৯৭৩, বাইহাকী ১৮৫১৮নং)*

কোনও পশুর অহেতুক প্রাণনাশ ঘটানো বিশাল গোনাহর কাজ। মহানবী ﷺ বলেন,

« إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا ».

"আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অধিকার ছাড়া (অযথা) একটি বা তার বেশী চড়ুই হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে চড়ুই সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।" বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! অধিকারটা কী (যে অধিকারে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে)? তিনি বললেন, "অধিকার হল এই যে, তা যবাই করে (তার গোশ্ত) খাওয়া হবে এবং মাথা কেটে (হত্যা করে) ফেলে দেওয়া হবে না।" *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২২৬৬নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন, একদা নবী ﷺ দেখলেন, পিঁপড়ের গর্তসমূহকে আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি তা দেখে বললেন, "কে এই (পিঁপড়েগুলি)কে পুড়িয়ে ফেলেছে?" আমরা বললাম, 'আমরাই।' তিনি বললেন, আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আর অন্য কারো জন্য সঙ্গত নয়।" *(আবূ দাউদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫নং)*

একদা একটি গাছের নিচে একজন নবীকে পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তিনি গর্তসহ পিঁপড়ের দল পুড়িয়ে ফেললেন। আল্লাহ তাঁকে অহী করে বললেন, "তোমাকে একটি পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তুমি একটি এমন জাতিকে পুড়িয়ে মারলে, যে (আমার) তসবীহ পাঠ করত? তুমি মারলে তো একটিকেই মারলে না কেন, (যে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল)?" *(বুখারী, মুসলিম ২২৪১নং প্রমুখ)*

এইভাবে ইসলাম প্রাণীর প্রাণরক্ষায় তৎপর। তবে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তার প্রাণ সবার চাইতে মূল্যবান। সুতরাং তার প্রাণের শত্রুকে মেরে ফেলতে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে। যেমন এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "পাঁচটি দুষ্ট প্রাণীকে ইহরাম ও হালাল অবস্থায় (অথবা হারাম সীমানার ভিতরে ও তার বাইরে) হত্যা করা হবে; সাপ (বিছা), (পিঠে অথবা বুকে সাদা দাগবিশিষ্ট এক প্রকার) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৬৯৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার জন্য রয়েছে ১০০টি নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম নেকী, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চাইতেও কম নেকী।" *(মুসলিম ২২৪০ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (বিষধর) সাপ দেখে এবং তার হামলার ভয়ে তাকে মেরে না ফেলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(সহীহুল জামে' ৬২৪৭নং)*

পক্ষান্তরে প্রসাধন-সামগ্রী প্রস্তুত করার জন্য মানুষ ভ্রূণ হত্যা করে। ঔষধ বা অন্য কিছু তৈরির জন্য পশু হত্যা করে। অর্থোপার্জনের জন্য বন্য-প্রাণীসম্পদ শিকার করে। বিশাল বিশাল হাতি-গন্ডার মেরে তার দাঁত ও খড়্গ বিক্রি করে। কিন্তু যে প্রাণ বা প্রাণী হত্যায় মহান স্রষ্টার অনুমতি নেই, সেই হত্যায় মানুষ পাপী হবে। হিসাব দিতে হবে তাকে রোজ কিয়ামতে।

পানাহারে পশু-পক্ষীর অধিকার

গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে নিয়মিত পানাহার করাতে হবে। তা না করালে আল্লাহর কাছে গোনাহগার হতে হবে। খাঁচায় বেঁধে রাখা পশু বা পাখিকেও খাওয়ানোর দায়িত্ব তার, যে বেঁধে রেখেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ).

"এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা মহানবী ﷺ একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, "তোমরা এই অবলা জন্তুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।" *(আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২২৭৩নং)*

এক ব্যক্তি তার উটকে ঠিকমত খেতে দিত না, উপরন্তু কষ্ট দিত। তার পাশ দিয়ে রহমতের নবী ﷺ-কে পার হতে দেখে উটটি আওয়াজ দিল এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি উটের মালিককে ডেকে বললেন, "তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ক্ষুধায় রাখ এবং (বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত ক'রে ফেলো!" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০নং)*

গৃহপালিত জন্তু তো নিজের সম্পদ, তাকে পানাহার করিয়ে সবাই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আর খেতে না দিয়ে কষ্ট দিলে পাপী হতে হয়। পরন্তু নিজের পালিত পশু না হলেও তাকে পানাহার করালে সওয়াব আছে। প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে পুণ্য আছে।

রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)*

পশু-পক্ষীর প্রতি দয়া প্রদর্শন

অহিংস্র প্রাণীকূল নিরীহ এবং মানুষের বাধ্য, বাধ্য না হলেও ক্ষতিকর নয়। সে ক্ষেত্রে তারা যেহেতু দুর্বল, সেহেতু দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়ার অধিকারী। এমনকি যে পশুর মাংস ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল, তাকে যবেহ করার সময়েও দয়া প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। এ নয় যে, যবেহ যখন করছিই, তখন তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে লাভ নেই।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنّ الله تعالى كَتَبَ الإِحْسانَ على كلِّ شَيْءٍ فإذا قَتَلْتُمْ فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ ولْيُحِدَّ أحَدُكمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبيحَتَهُ).

অর্থাৎ, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।" *(আহমাদ, মুসলিম ১৯৫৫নং প্রমুখ)*

এই দয়া প্রদর্শন করতে গিয়েই বধ্য পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া উচিত নয় (মকরূহ)। যেহেতু নবী ﷺ ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি

করে।" *(মুসনাদ আহমাদ ২/১০৮, ইবনে মাজাহ ৩১৭২নং, সহীহ তারগীব ১/৫২৯)*

যবেহর বিভিন্ন হাদীস থেকে ইসলামের বিদ্বানগণ যবেহর বিভিন্ন আদব নির্ধারণ করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন উমার ﷺ বলেছেন, 'যবেহযোগ্য পশুর প্রতি একটি অনুগ্রহ প্রদর্শন এই যে, যবেহকারীর কাছে টাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবে না।'

তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে একটি ছাগলকে যবেহ করার জন্য তার পায়ে ধরে টেনে-টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে বললেন, 'দুর্ভোগ তোমার! মৃত্যুর দিকে ওকে ভালোভাবে টেনে নিয়ে যাও।' *(মুসান্নাফ আঃ রায্যাক)*

রাবীআহ আর্রাই বলেছেন, 'অন্য পশুর দৃষ্টির সামনে পশু যবেহ না করা অনুগ্রহ প্রদর্শন করার অন্তর্ভুক্ত।'

যবেহর পশুকে শুইয়ে ফেলার পর তাড়াতাড়ি যবেহ করে ফেলতে হবে। শুইয়ে ধরে রেখে তাকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়। এক ব্যক্তি পশুকে শুইয়ে রেখে তার ছুরি শান দিচ্ছিল। তা দেখে মহানবী ﷺ তাকে বললেন,

(أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتُهَا مَوتَتَين هَلاَّ أَحْدَدتَّ شُفرَتَكَ قَبلَ أَن تُضجِعَهَا؟)

"তুমি কি ওকে দুইবার মারতে চাও? ওকে শোয়াবার আগে ছুরিতে শান দাওনি কেন?" *(ত্বাবারানীর কাবীর, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৪নং)*

যাকে মারতে যাচ্ছি, তার প্রতিও দয়া? যেহেতু দয়াবান মানুষই প্রকৃত মানুষ। মহান করুণাময় দয়া প্রদর্শন করতে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمنُ تَبارَكَ وَتَعَالى، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّماءِ).

"দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) তাবারাকা অতাআলা দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন।" *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪১৩২নং, হাকেম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিকে আল্লাহও দয়া করেন না।" *(বুখারী ৬০১৩, মুসলিম ২৩১৯ নং, তিরমিযী)*

(مَنْ رَحِمَ وَلَو ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করবে, যদিও যবেহযোগ্য পশু (বা চড়ুই)র প্রতি হয়, কিয়ামতে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন। *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৭৯, সিঃ সহীহাহ ২৭নং)*

তিনি এক সাহাবীকে বলেন, "তুমি যদি তোমার বকরীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ২২৬৪নং)*

অন্যস্থলে উল্লিখিত হয়েছে যে, হত্যা করার সময়েও দয়াপ্রদর্শন করে হত্যা করতে হবে। পিঁপড়ে মারলেও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা বৈধ নয়। টিকটিকি মারা বিধেয় ও সওয়াবের কাজ হলেও এক আঘাতে মেরে ফেলাতে আছে বেশি সওয়াব।

অবোলা ও অবলা পাখীর প্রতিও দয়া প্রদর্শন মুসলিমের কাজ। ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেশাব-পায়খানা করতে চলে গেলেন। অতঃপর আমরা একটি লাল রঙের (হুম্মারাহ) পাখী দেখলাম। পাখীটির সাথে তার দুটো বাচ্চা ছিল। আমরা তার বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম। পাখীটি এসে (আমাদে)র আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ ফিরে এলেন এবং বললেন, "এই পাখীটিকে ওর

বাচ্চাদের জন্য কে কষ্টে ফেলেছে? ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।" *(আবূ দাঊদ ২৬৭৫নং)*

পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করায় এত বড় মাহাত্ম্য আছে যে, তা করে একজন বেশ্যাও আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

"একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর বের হয়ে দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের ক'রে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, 'পিপাসার তাড়নায় আমি যে অবস্থায় পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই অবস্থায় পৌঁছেছে।' অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন।"

সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?' তিনি বললেন,

(نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ).

"হ্যাঁ, প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।"

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, "কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামড়ার মোজা খুলে তা (ওড়নায় বেঁধে কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।" *(বুখারী ৩৩২১নং)*

সুরাক্বাহ বিন জু'শুম ؓ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সেই হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উটের জন্য তৈরী করে রেখেছি। (ঐ) উটকে পানি পান করালে আমি সওয়াবের অধিকারী হব কি? তিনি বললেন,

(نَعَم ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أجرٌ).

"হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী(কে পানি পান করানো)তে সওয়াব আছে।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭২নং, বাইহাকী প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

(مَنْ حَفَرَ مَاءً، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى، مِنْ جِنٍّ، وَلاَ إِنْسٍ، وَلاَ طَائِرٍ، إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

"যে ব্যক্তি কোন কুয়া খুঁড়বে, যে কুয়া থেকে কোন পিপাসার্ত জীব, জ্বিন, মানুষ অথবা পাখি পানি পান করলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেই ব্যক্তিকে সওয়াব দান করবেন।" *(বুখারীর তারীখ, ইবনু খুযাইমা, সঃ তারগীব ৯৬৩নং)*

মহানবী ﷺ ঘোড়া সম্বন্ধে বলেছেন, "ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য

পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে, তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লেখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে, তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে দেবেন।" *(বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং, নাসাঈ)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ও কৃপা পছন্দ করেন।" *(বুখারী ৬০২৪, মুসলিম ২১৬৫নং)*

প্রাণীর প্রতিও কৃপা ও নম্রতা তিনি পছন্দ করেন। আমরা যে পশুকে সওয়ারীরূপে ব্যবহার করি, যখন তা দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে থাকে, তখন তার পানাহারের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। যদি কোন এমন জমির উপর সফর করা হয়, যাতে বেশ সুন্দর ঘাস আছে, তাহলে পশুকে সেখানে কিছুক্ষণ চরে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ....)

অর্থাৎ, যখন ঘাসযুক্ত ভূমিতে সফর করবে, তখন ভূমি থেকে উটকে তার অধিকার প্রদান কর। (চরতে দাও।) আর যখন ঘাস-পানিহীন ভূমিতে সফর কর, তখন তা শীঘ্র পার হয়ে যাও। *(মুসলিম ৫০৬৮-নং, আবু দাউদ, তিরমিযী)*

তদনুরূপ পশুর উপর অধিক মাল বোঝাই করা বৈধ নয়, যাতে বহন করতে অথবা গাড়ি টানতে তার কষ্ট হয়। এত লোকের সওয়ার হওয়া বৈধ নয়, যাদেরকে নিয়ে পশুর পথ চলতেই কষ্ট হয়। *(ফাতহুল বারী ১২/৫২০)*

বলা বাহুল্য, সওয়ার হওয়ার সময়, বোঝা বহনের সময়, ঘানি টানিয়ে তেল পেষানোর সময়, চাকি ঘুরিয়ে পানি তোলার সময়, শাল ঘুরিয়ে আখ পেষানোর সময় পশুকে কষ্ট না দেওয়া আবশ্যক।

পশুর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় অথবা গরু-মহিষের কাঁধে গাড়ির জোঁয়াল থাকা অবস্থায় থামিয়ে কোন কাজ করা বৈধ নয়। দরকার হলে বোঝ হাল্কা করে দিয়ে কাজ সারা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ).

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সওয়ারীর পিঠকে (বক্তৃতার) মেম্বর বানিয়ে নেওয়া থেকে বিরত হও। যেহেতু আল্লাহ তা কেবল তোমাদেরকে দূর দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন; যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তিনি তোমাদের জন্য মাটি সৃষ্টি করেছেন, তার উপর দাঁড়িয়ে প্রয়োজন সারো। *(আবূ দাঊদ ২৫৬৭, সিঃ সহীহাহ ২২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((اِرْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَاتَّدِعُوها سَالِمَةً ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ)).

অর্থাৎ, এই পশুগুলি আরোহন কর (কষ্ট) থেকে নিরাপদ রাখা অবস্থায় এবং (নেমে) বর্জন কর নিরাপদ করে। আর তাদেরকে চেয়ার বানিয়ে নিয়ো না। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২১নং)*

আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা যখন (সফরে) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতাম, তখন সওয়ারীর পালান নামাবার পূর্বে নফল নামায পড়তাম না।' *(আবূ দাঊদ ২৫৫৩নং)* অর্থাৎ, আমরা নামাযের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সওয়ারীর পিঠ থেকে পালান নামিয়ে তাকে আরাম না দেওয়ার আগে নামায পড়তে শুরু করতাম না।

তদনুরূপ সেই পশুর উপর সওয়ার হওয়া বৈধ নয়, যা জমি-চাষ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

একটি হাদীসে আছে,

(لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ).

অর্থাৎ, কোন উটের গর্দানে ধনুকের তারের হার থাকলে তা যেন অবশ্যই অবশিষ্ট না থাকে। তা ছিঁড়ে ফেলা আবশ্যক। (আবূ দাঊদ ২৫৫২, সঃ জামে' ৭২০৭নং)

অনেক উলামা এই হাদীসের একটি ব্যাখ্যায় বলেছেন, ধনুকের তার বেঁধে রেখে উট বা অন্য পশুকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু তা গলায় ফাঁস সৃষ্টি করতে পারে অথবা কোন গাছের ডালে বা বেড়ায় লেগে সে আটকে যেতে পারে। তাতে তার শ্বাসরোধও হতে পারে।

একই কারণে লাগাম যেন পশুর জন্য কষ্টদায়ক না হয়, তার খেয়াল রাখা জরুরী।

বৈধ নয় জুতার গোড়ালিতে পিন লাগিয়ে তার দ্বারা নির্মম আঘাত করে সওয়ারী হাঁকানো। যেহেতু এতে তার কষ্ট হয়।

বৈধ নয় জ্যান্ত থাকতে যবেহকৃত পশুর রগ কাটা, জ্যান্ত অবস্থায় মাছকে তেলে ছেড়ে ফ্রাই করা। মারা তো যাবেই, তবুও তার আগে একটু দয়া পাওয়ার অধিকার কি রাখে না অবোলা ও অবলা জীব-জন্তুরা?

পশু-পক্ষীর প্রতি যুলম বৈধ নয়

পশুর প্রতি কোন যুলম করা যাবে না, তাকে গালি বা অভিশাপ দেওয়া যাবে না।

যুলম সকল শরীয়তে সকল জীবের প্রতি হারাম। আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে,

(اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

"তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার।" *(মুসলিম ২৫৭৮নং)*

যুলম মানে অন্যায়-অত্যাচার। কোন পশু-পক্ষীর প্রতি কোন অন্যাচারণ করা যাবে না।

কোন পশুকে ঠিকমতো খেতে না দেওয়া অন্যায়। কোন পশু দ্বারা তার সাধ্যের বাইরে বোঝা বইয়ে নেওয়া অত্যাচার। একটি উট এমনই অন্যায়ের অভিযোগ করলে মহানবী ﷺ তার মালিককে বলেছিলেন, "তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ভুখা রাখ এবং কষ্ট দাও!" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০নং)*

কোন পশুকে বেঁধে রেখে খেতে না দেওয়া, অহেতুক বেঁধে রাখা, বেঁধে রেখে ছোট শিশুদেরকে খেলতে দেওয়া---এ সবই অন্যায়। এ ব্যাপারে "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সেই বিড়াল তাকে নিজ নখ দিয়ে নুচে-নুচে আযাব দিচ্ছিল। নিশ্চয় তা ছিল কাবীরা গোনাহ।

কোন ক্ষতি করলে অথবা বোঝা বইতে বা শীঘ্র হাঁটতে অক্ষমতা প্রদর্শন করলে কোন পশুকে অভিশাপ দেওয়া যাবে না।

ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সফরে ছিলেন। আনসারী এক মহিলা এক উটনীর উপর সওয়ার ছিল। সে বিরক্ত হয়ে উটনীটিকে অভিসম্পাত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে (সঙ্গীদেরকে) বললেন,

((خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ)).

"এ উটনীর উপরে যা কিছু আছে সব নামিয়ে নাও এবং ওকে ছেড়ে দাও। কেননা, ওটি (এখন) অভিশপ্ত।"

ইমরান বলেন, 'যেন আমি এখনো উটনীটিকে দেখছি, উটনীটি লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, আর কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না।' *(মুসলিম)*

আবূ বার্যাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী বলেন, একবার এক যুবতী মহিলা একটি উটনীর উপর সওয়ার ছিল। আর তার উপর লোকেদের (সহযাত্রীদের) কিছু আসবাব-পত্র ছিল। ইত্যবসরে মহিলাটি নবী ﷺ-কে প্রত্যক্ষ করল। আর লোকেদের জন্য পার্বত্য পথটি সংকীর্ণ বোধ হল। মহিলাটি উটনীকে (দ্রুত গতিতে চলাবার উদ্দেশ্যে) বলল, 'হাঃ! হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ কর।' তা শুনে নবী ﷺ বললেন,

((لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ)) .

"ঐ উটনী যেন আমাদের সাথে না থাকে, যাকে অভিশাপ করা হয়েছে।" *(মুসলিম)*

কোন পশুকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া যাবে না। অকারণে তাকে মারধর করা যাবে না।

ইবনে উমার ﷺ একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির উপর

অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

কোন পশুকে দেগে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হলে তার চেহারায় দাগা হবে না। কোন পশুকে প্রয়োজনে মারতে হলে তার মুখমন্ডলে মারা যাবে না।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি গাধা দেখতে পেলেন, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তা দেখে তিনি অত্যধিক অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি ওর চেহারা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অঙ্গে দাগব। (আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন দেব।)" অতঃপর তিনি নিজ গাধা সম্পর্কে নির্দেশ করলেন এবং তার পাছায় দাগা হল। সুতরাং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি (গাধার) পাছা দেগেছিলেন। *(মুসলিম)*

জাবের ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "যে এর চেহারা দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।" *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ চেহারায় মারতে ও দাগতে নিষেধ করেছেন।'

দুই পশুর মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেওয়াও এক প্রকার অন্যায়াচরণ। এই আচরণে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু পশুরা খামোখা কষ্ট পায়।

যে পশু যে কাজের জন্য নয়, সে কাজে তাকে ব্যবহার করা এক প্রকার যুলম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(وَبَيْنَما رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ).

"এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর মাল রেখে চালাতে চাইল। গরুটি তার দিকে ফিরে মুখে বলল, 'আমি এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমি তো চাষের জন্য সৃষ্টি হয়েছি।' *(বুখারী ৩৬৬৩, মুসলিম ৬৩৩৪নং)*

উচিত নয়, সাধ্যের অতীত মাল বোঝাই করা এবং মারের চোটে তা টানতে বাধ্য করা। মানুষের মনে প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া থাকা দরকার। মানুষই তো সবচেয়ে বিবেকবান ও বুদ্ধিমান জীব।

পশুর অঙ্গহানি ঘটানো অবৈধ

পশুর অধিকার হরণের একটি অপকর্ম হল তার অঙ্গহানি ঘটানো। জীবিতাবস্থায় এ কর্মে অহেতুক কষ্ট পায় পশু। যার ফলে এমন বর্বরোচিত কর্ম শয়তানী বলে বিবেচিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا} (١٢١)

অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারীদেরকে (দেবীদেরকে) আহবান করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই। এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র। এ সকল লোকের বাসস্থান জাহান্নাম। তা হতে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না। (নিসা ঃ ১১৭-১২১)

লৌহদন্ড আগুনে পুড়িয়ে পশুর চেহারা দেগে বিকৃত করাও বৈধ নয়। জাবের ﷺ বলেন, (যেমন আগেও উল্লিখিত হয়েছে) নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "যে এর চেহারা দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।" *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ চেহারায় মারতে ও দাগতে নিষেধ করেছেন।'

যে পশুর মাংস হালাল নয়, সে পশুকে খাসি করা বৈধ নয়। অবশ্য যেটা প্রয়োজনে করতে হয়, সেটা অবৈধ নয়। যেমন গোশ্‌ত ভালো নেওয়ার জন্য হালাল পশুর খাসি করা, যাকাত বা মক্কার হারামের কুরবানী চিহ্নিত করার জন্য চেহারা ছাড়া অন্যত্র দাগ দেওয়া ইত্যাদি।

হালাল পশুর জীবিতাবস্থায় কোন জায়গার মাংস কেটে নেওয়া বৈধ নয়। কারণ, তাতে পশুর কষ্ট হয়। আর সেই জন্য সেই কাটা মাংসকে মৃত পশুর মাংসের সাথে তুলনা করে হারাম বলা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ).

অর্থাৎ, পশুর জীবিতাবস্থায় যা কেটে নেওয়া হয়, তা মৃতাবস্থায় কাটার মতো। *(আহমাদ, আবূ দাউদ ২৮৫৮, তিরমিযী ১৪৮০, ইবনে মাজাহ ৩২১৬, দারেমী, দারাক্বুত্বনী, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ জামে' ৫৬৫২নং)*

ইসলামে পশুহত্যা বৈধ। মানুষের খাদ্যস্বরূপ হালাল পশু নিয়মিত যবেহ করে তার মাংসকে হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তাকে অযথা কষ্ট দেওয়াকে হালাল করা হয়নি।

নেতার অধিকার

সমাজে বাস করতে সুশৃঙ্খলতার প্রয়োজন খুব বেশি। আর তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'আমীর' বা নেতা নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী। মসজিদে নামাযের জন্য একজন 'ইমাম' হবেন, বাড়িতে একজন 'মুরুব্বী' হবেন, চাকরির একজন 'মালিক' হবেন, অফিসে একজন 'ম্যানেজার' হবেন, প্রতিষ্ঠানে একজন 'সভাপতি' হবেন, জামাআতের একজন 'আমীর' হবেন---- এটাই ইসলামের বিধান।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذا خَرَج ثلاثةٌ في سفَر فليُؤَمِّرُوا أحدهم)).

অর্থাৎ, তিনজন সফরে বের হলে তাদের উচিত, একজনকে আমীর নির্বাচন করা। *(আবূ দাঊদ ২৬০৮-২৬০৯, সিঃ সহীহাহ ১৩২২নং)*

সেই ক্ষেত্রে ঐ আমীর বা নেতার আনুগত্য পাওয়ার অধিকার আছে। তিনি যা বলবেন, সেই অনুযায়ী নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গকে পথ চলতে হবে, কাজ করতে হবে।

নেতার দায়িত্বশীলতা বেশি---এ কথা ঠিক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, নেতৃত্বাধীন ব্যক্তির কোন দায়িত্ব নেই। বরং নেতৃত্বাধীন ব্যক্তির যে সকল দায়িত্ব আছে, তার মধ্যে প্রধান দায়িত্ব হল দুটি ঃ কর্মক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা বা আমানতদারী। এ দুটি না হলে কোন মানুষ কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত নয়।

কর্মক্ষমতা না থাকলে সাফল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। আর আমানতদারী না থাকলে কর্মে আন্তরিকতা ও মনোযোগিতা থাকবে না। কর্তব্যে শৈথিল্য ও ফাঁকিবাজি থাকবে। আর তাতে প্রতিষ্ঠান বা মালিকের ক্ষতি হবে। যে ক্ষতির জন্য জিজ্ঞাসিত হবে নেতৃত্বাধীন কর্মচারীরা।

কর্মচারীর মধ্যে উক্ত মহৎ গুণ দুটি বর্তমান থাকা একান্ত জরুরী---এ কথা লক্ষ্য করেছিলেন একজন সৎশীল ব্যক্তির বিচক্ষণ কন্যা। তিনি নিজ পিতাকে উক্ত দুই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করতে পরামর্শ দিয়ে পিতাকে বলেছিলেন,

{يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } (٢٦) سورة القصص

অর্থাৎ, 'হে আব্বা! আপনি এঁকে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে নিশ্চয় সে (ব্যক্তি) উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।' *(ক্বাস্বাস্বঃ ২৬)*

ঐ মহিলা মূসা ﷺ-এর মধ্যে উক্ত দুটি গুণ ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। আর তাঁর কথা শুনেই পিতা তাঁকে কর্মচারী ও পরে জামাতা নির্বাচন করেছিলেন।

কর্মচারীর উচিত, মালিকের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া, তার হুকুম তামিল করা, বৈধ বিষয়ে তার আন্তরিক আনুগত্য করা। এতে তার দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

"নিঃসন্দেহে কোন গোলাম যখন তার মনিবের কল্যাণকামী হয় ও আল্লাহর বন্দেগী (যথারীতি) করে, তখন তার দ্বিগুণ সওয়াব অর্জিত হয়।" *(বুখারী)*

প্রভুর আনুগত্যে ভৃত্যের রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। সে দুনিয়ার প্রভুকে রাজি করে এবং মহান প্রভুকেও রাজি করে, তাই তার রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ)) ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ ، وَبِرُّ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. متفقٌ عَلَيْهِ

"(আল্লাহ ও নিজ মনিবের) হক আদায়কারী অধীনস্থ দাসের দ্বিগুণ নেকী অর্জিত হয়।"

(আবূ হুরাইরা বলেন,) 'সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আবূ হুরাইরার জীবন আছে! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি পরাধীন গোলাম রূপে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতাম।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন,

((المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ ، وَالنَّصِيحَةِ ، وَالطَّاعَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ)). رواه البخاري

"যে অধীনস্থ গোলাম তার প্রতিপালক (আল্লাহর) ইবাদত সুন্দরভাবে করে এবং তার মালিকের অবশ্যপালনীয় হক যথরীতি আদায় করে। তার মঙ্গল কামনা করে ও আনুগত্য করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন,

((ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

"তিন প্রকার লোকের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (১) কিতাবধারী (ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের) কোন ব্যক্তি তার নিজের নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং পরে মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনে। (২) সেই অধীনস্থ গোলাম, যে আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক যথারীতি আদায় করে। (৩) সেই ব্যক্তি যার একটি দাসী আছে। তাকে সে আদব-কায়দা শিখায় এবং উৎকৃষ্টরূপে তাকে আদব শিক্ষা দেয়, তাকে বিদ্যা শিখায় এবং সুন্দররূপে তার শিক্ষা সুসম্পন্ন করে, অতঃপর তাকে স্বাধীন ক'রে দিয়ে বিবাহ ক'রে নেয়, এর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

উক্ত হাদীসসমূহে যদিও ক্রীতদাস ও অধীনস্থ গোলাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তবুও সাধারণ দাস-দাসীর ক্ষেত্রেও সে কল্যাণের আশা করা যায়, যা তারা দুনিয়ার প্রভু ও দ্বীন-দুনিয়ার প্রভুকে রাজি-খুশী করে অর্জন করতে পারে।

নেতৃত্বাধীন ব্যক্তির উচিত, নেতার কথা মেনে চলা এবং কোন বৈধ বিষয়ে তার অবাধ্য না হওয়া। তাকে যে কর্মভার দেওয়া হয়েছে, তা আন্তরিকতা ও আমানতদারীর সাথে বহন করা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ».

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহ ও সন্তানের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

মুসলিম সমাজ একটি অট্টালিকার মতো, যার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত রাখতে সাহায্য করে। তারই মাঝে পরিকাঠামো লৌহ-শিক (রড)এর কাজ হল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের। আর ইট, পাথর, বালি ও সিমেন্টের কাজ হল তাকে জড়িয়ে ধরে দেওয়াল পরিপক্ব করা।

নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের অধিকার

প্রয়োজনে অনেক মানুষকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে হয়। অপরের দ্বারা অনেক কাজ নিতে হয়। পয়সার বিনিময়ে পরিশ্রম ক্রয় করতে হয়। সকল মানুষকে মহান আল্লাহ সমানরূপে সৃষ্টি করেননি। এটা তাঁর ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী নয়, বরং এটা তাঁর হিকমতে ভরপুর। তিনি বলেছেন,

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (٣٢) الزخرف

অর্থাৎ,এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে, তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। (যুখরুফ ঃ ৩২)

সামাজিক এই আদান-প্রদান ও আচার-ব্যবহারে অবশ্যই নিয়ম-নীতি আছে মানুষের জন্য। যে নিয়ম-নীতি লংঘন করলে এবং অধিকারীর অধিকার নষ্ট করলে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

শান্তি থাকে না সে সমাজে, যে সমাজের ধনীরা গরীবদের শোষণ করে এবং তাদেরকে নিজেদের ক্রীতদাস-দাসীতে পরিণত করে। জিয়ল মাছের মতো প্রয়োজনে পানিতে জিইয়ে রাখে এবং ইচ্ছা হলে ধরে ভক্ষণ করে। যে সমাজের উপর তলার লোকেরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের বোঝা নিচের তলার লোকেদের উপর চাপিয়ে সৌভাগ্য অর্জন করতে তৎপর থাকে। যে সমাজের ধনীরা পোলাও খাওয়ার লালসায় গরীবদের মুখের রুটিও কেড়ে নিয়ে থাকে।

শান্তি থাকে না সেখানে, যেখানে মানুষ মানুষকে যথার্থ অধিকার প্রদান করে না, বঞ্চিত করে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে।

শান্তিময় আল্লাহ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তির দূত প্রেরণ করে শান্তির ধর্ম ইসলাম কায়েম করেছেন। তাতেই রয়েছে মানবাধিকারের আসল নিয়ম-নীতি। সেই নীতির কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

১। খাদেম, ভৃত্য, চাকর-চাকরানী, দাস-দাসীকে তাই খেতে দেবে, যা সে নিজে খায়। অবশ্য যদি খেতে দেওয়ার চুক্তি না থাকে, তাহলে সে কথা আলাদা। পরন্তু যে খানা সে তৈরি করবে, সে খানা খাওয়ার অধিকার সে লাভ করে। যেহেতু নিজের হাতে সে বানিয়েছে, নাড়া-ঘাঁটা করে পাকিয়েছে, তার সুবাস ও সুঘ্রাণ তার নাকে গেছে, হয়তো-বা চেখে তার মিষ্টতা বা নুন-ঝালও দেখেছে। তা খাওয়ার জন্য হয়তো-বা তার মন লালায়িত হয়েছে। অথচ সে যদি তা খেতে না পায়, তাহলে কেমন দেখায়? এই জন্য দ্বীনের নবী ﷺ বলেছেন,

((إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ)). رواه البخاري

“যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির খাদেম (দাস-দাসী) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক

খাবল বা দু' খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু' গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে।" *(বুখারী)*

২। যে ধরনের পোশাক মালিক পরে, সেই ধরনের পোশাক তাকে পরতে দেবে। অবশ্য তা চুক্তির বাইরে থাকলে আলাদা কথা।

৩। তার সাধ্যাতীত কাজের ভার তাকে অর্পণ করবে না। এমন কাজ তাকে করতে বলবে না, যে কাজ করার ক্ষমতা তার নেই। অথবা যে কাজ করতে তার প্রচুর কষ্ট হয়। এমন হলে নিজে লেগে অথবা অন্য আরো কর্মচারী লাগিয়ে তার সে কাজে সহায়তা করা জরুরী।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيدِيْكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَـدِهِ ، فَلْيُطْعِمْـهُ مِمَّـا يَأكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)).

অর্থাৎ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।" *(বুখারী ৩০, ২৫৪৫, মুসলিম ৪৪০৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(للمَمْلوك طَعَامُهُ وكسوتُه ولا يكلَّف من العَمَل ما لا يُطِيقُ).

অর্থাৎ, ক্রীতদাসের জন্য রয়েছে তার খাদ্য ও পোশাক। আর যে কাজ করতে সে সক্ষম নয়, সে কাজের ভার তাকে দেওয়া যাবে না। *(মুসলিম, মিশকাত ৩৩৪৪নং)*

অবশ্য দাস-দাসীর পিছনে যা অতিরিক্ত খরচ করা হয়, সওয়াবের নিয়ত রাখলে তাতে মালিক সওয়াব প্রাপ্ত হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(ما أطعَمْتَ نَفْسَك فهو صدقةٌ وما أطعمْتَ ولدك وزوجتَك وخادمك فهو صدقةٌ)

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে যা খাইয়েছ, তা (তোমার জন্য) সদকাহ, তুমি তোমার সন্তান, স্ত্রী ও খাদেমকে যা খাইয়েছ, তা (তোমার জন্য) সদকাহ। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সিঃ সহীহাহ ৪৫২নং)*

৪। এমন জায়গায় তাকে বাস করতে দেবে, যা তাকে শীত-গ্রীষ্ম ও রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করবে।

৫। রীতিমতো তার পারিশ্রমিক প্রদান করবে।

কারো দারিদ্র, অতিশয় অভাব, মজবুরী ও গত্যন্তরহীনতার সুযোগ নিয়ে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করবে না। অথবা যথাসময়ে তার পারিশ্রমিক আদায় করতে গয়ংগচ্ছ বা টাল-বাহানা করবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

অর্থাৎ, শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। *(ইবনে মাজাহ ২৪৪৩, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)*

৬। কোন ভুল করে ফেললে তাকে গালাগালি করবে না, কোন ত্রুটি ধরে তাকে লজ্জা দেবে না, মারধর করবে না। মজুর, শ্রমিক বা দাস-দাসী হলেও তার মানবিক একটা সম্মান আছে, তা তে আঘাত করা মোটেই উচিত নয়।

মা'রূর বিন সুয়াইদ বলেন, একদা আবূ যার্র ﷺ-কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন, তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

আবূ যার্র ﷺ বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রূপ করেছিলাম। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!" অতঃপর তিনি বললেন, "ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতই মানুষ।) আল্লাহ ওদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনোমতো হবে না, তাকে বিক্রয় করে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিয়ো না।" *(আবূ দাউদ ৫১৫৭নং)*

৭। দাস-দাসীর মানবিক সম্মান রক্ষা করবে। তাকে অসম্মান করবে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না, ঘৃণা করবে না। তার সাথে যথোচিত ব্যবহার প্রদর্শন করবে।

৮। তার কাজ নিতে গিয়ে কোন শরীয়ত-বিরোধী কর্মে লিপ্ত হবে না। যেমন দাস হলে মালিক-বাড়ির মহিলার সাথে বেপর্দা বা অবাধ মিলামেশা, দাসী হলে মালিক বা মালিক-বাড়ির পুরুষদের সাথে বেপর্দা ও অবাধ মিলামেশা বৈধ নয়।

তাকে নামায পড়তে সময় দেবে। বেনামাযী হলে নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। রোযার সময় কাজ হাল্কা করে দেবে। পরিজনের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেবে। ইত্যাদি।

৯। কাজ করতে গিয়ে কর্মচারী যদি নিজের কোন ক্ষতি করে ফেলে, তাহলে মালিকের কাছে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার সে রাখে।

১০। কাজের লোক পছন্দনীয় না হলে তাকে ভালোভাবে রাখা অথবা ভালোভাবে বর্জন করা উচিত। লটকে রেখে তাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। যেমন রোগা হলে তার চিকিৎসা করানো উচিত। না পারলে তাকে রোগাবস্থায় কাজ করতে বাধ্য করা বৈধ নয়।

১১। অমুসলিম হলেও কর্মচারী উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখে। ইসলামী আচরণ দিয়ে তাকে আকৃষ্ট না করে, নোংরা ব্যবহার প্রদর্শন করে তাকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

১২। হুকুম তামিল করতে গিয়ে ভুল-ভ্রান্তি বা শৈথিল্য ও ত্রুটি হতেই পারে। সুতরাং ক্ষমা পাওয়ার অধিকার তাদের আছে। ক্ষমাশীলতার মাঝে মানুষের মাহাত্ম্য আছে। দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে ক্ষমা প্রদর্শন করলে সবলের সম্মান বর্ধন হয়।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা দাস-দাসীকে কতবার ক্ষমা করব?' এ কথা শুনে তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি পুনরায় একই প্রশ্ন করল। কিন্তু এবারেও তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে উত্তরে তিনি বললেন, "প্রত্যহ তাকে সত্তর বার ক্ষমা কর!" *(আবূ দাউদ ৫১৬৪, তিরমিযী ১৯৪৯, সিঃ সহীহাহ ৪৮৮নং)*

দাস-দাসীদের প্রতি অত্যাচারের নমুনা

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, 'দাস-দাসীকে সত্তরবার ক্ষমা কর।' কিন্তু এটা হল ভুলের ক্ষমা। তারা ভুল করলে সেই ভুলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো। তবে শাস্তি দিলে অত্যাচার করো না। 'লঘুপাপে গুরুদন্ড' প্রদান করো না। আর বিনা দোষে তাদের প্রতি যুলম করো না। কারণ "যুলম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার।" *(মুসলিম ২৫৭৮-নং)*

বড় দুঃখের বিষয় যে, বহু সবল মানুষ দুর্বলদের প্রতি নির্দ্বিধায় অত্যাচার চালায়। আর সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কোন কোন দাস-দাসী আত্মহত্যা করে। কেউ বা প্রতিশোধ নিতে মালিককে খুন করে। কেউ কাজ ছেড়ে পলায়ন করে। অত্যাচার করার সময় অত্যাচারীরা এ কথা মনে রাখে না যে, 'ওদের উপর তাদের যতটা ক্ষমতা আছে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ক্ষমতাবান।'

আপনি নানাবিধ অত্যাচার দেখে থাকবেন, শুনে থাকবেন ও পড়ে থাকবেন।

এক প্রকার অত্যাচার হল, কর্মচারীকে তার স্ত্রী থেকে বঞ্চিত করা এবং পরিচারিকাকে তার স্বামী থেকে বঞ্চিতা করা। সুদীর্ঘ সময় তাদেরকে ছুটি না দেওয়া। অথবা এক বাড়িতে কাজ করা সত্ত্বেও তাদের আপোসে সাক্ষাৎ ও মিলনের সুযোগ না দেওয়া। দিলে নাকি তাদের কাজে ক্ষতি হয়!

কিন্তু এই অত্যাচারের ফলে যে তাদের বাড়ি, পরিবার বা পরিবেশের মাঝে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, তা হয়তো অনুধাবন করে না। দাস-দাসীও তো তাদেরই মতো মানুষ। তাদেরও যৌন-চাহিদা ও ক্ষুধা আছে, যেমন ওদের আছে। অতঃপর তারাও বাড়ির ভিতরে এমন কিছু দর্শন করতে পারে, যাতে তাদের পিপাসায় পিপাসা বর্ধন করে। অতঃপর এমন বাস্তব সামনে আসে, যার পরিণাম মোটেই মঙ্গলময় নয়। যেহেতু দাস-দাসী এমনও হতে পারে যে, তাদের সে ঈমান নেই, যে ঈমান তাদেরকে যৌন পদস্খলন থেকে বিরত রাখতে পারে।

অবশ্য এই অত্যাচার বন্ধ করতে গিয়ে দাস-দাসীকে স্বামী-স্ত্রীর সংসর্গ সুলভ করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা যেন নকল স্বামী-স্ত্রী না হয়। নচেৎ বিরল-ঘটিত ব্যভিচার বন্ধ করতে গিয়ে অবাধ ব্যভিচারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, নিজ শালীকে বউ বানিয়ে নিয়ে এসে এক বিছানায় বাস করেছে বাড়ির হাউস-ড্রাইভার ও পরিচারিকা।

কোন এক বেশ্যাকে চুক্তি করে বউ বানিয়ে নিয়ে এসে অনুরূপভাবে অর্থোপার্জন করেছে।

নকল বিবাহ-সার্টিফিকেট বা নিকাহ-নামা বানিয়ে কোন এক স্থানীয় কর্মরত মহিলাকে বউ বানিয়ে ফ্লাট নিয়ে বাস করেছে।

অনেকে টেলিফোনে বিয়ে পড়িয়ে নিকাহ-নামা বানিয়ে বাইরে সুখে সংসার করছে। অথচ দেশে হয়তো ঐ মহিলার স্বামী-সন্তান আছে !

সুতরাং সাধু সাবধান।

এক প্রকার যুলম হল চুক্তির বাইরে অথবা সাধ্যের বাইরে কর্মভার অর্পণ করা।

ড্রাইভারকে সাফাই কাজের অথবা পেন্টারকে প্লাম্বারের কাজের ভার জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া।

নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও কাজ নেওয়া। আট ঘন্টা ডিউটি বলে নয়-দশ বা তারও বেশি ঘন্টা কাজ নেওয়া।

যে কাজ একাধিক শ্রমিকের, সে কাজ মাত্র একজন শ্রমিককে করতে দেওয়া।

এইভাবে আরো কত রকমের অন্যায়াচরণ করে শ্রমিকের অধিকার লংঘন করে বহু মানুষ,

বহু মুসলিম। অথচ মহানবী ﷺ বলেছেন,

((هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللّه تَحْتَ أَيدِيْكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَـدِهِ ، فَلْيُطْعِمْـهُ مِمَّـا يَأكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)).

অর্থাৎ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।” *(বুখারী ৩০, ২৫৪৫, মুসলিম ৪৪০৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ إِلاَّ مَا يُطِيـقُ، فَـإِنْ كَلَّفْتُمُـوهُمْ فَـأَعِينُوهُمْ وَلاَ تُعَـذِّبُوا عِبَـادَ اللّه خَلْقاً أَمْثَالَكُمْ).

অর্থাৎ, অধিকারভুক্ত দাসের জন্য রয়েছে তার খাদ্য ও পোশাক। আর যে কাজ করতে সে সক্ষম নয়, সে কাজের ভার তাকে দেওয়া যাবে না। যদি তাদেরকে অসাধ্য কাজের ভার দাও, তাহলে তাদেরকে তাতে সহযোগিতা কর এবং তোমাদেরই মতো সৃষ্টি আল্লাহর বান্দাদিগকে কষ্ট দিয়ো না। *(ইবনে হিব্বান, সঃ জামে' ৫১৯২, সিঃ সহীহাহ ২৮৪২নং)*

এ নির্দেশ হলো ক্রীতদাস-দাসীর ক্ষেত্রে। তাহলে স্বাধীন দাস-দাসীর ক্ষেত্রে আচরণ কী হওয়া উচিত?

ঘরের বাঁদী হলেও তার যথোচিত বিরাম ও বিশ্রামের দরকার আছে। কিন্তু সারাদিন কাজ করিয়ে আবার রাতেও যদি তাকে ঘুমাতে না দেওয়া হয়, দফায় দফায় এক একজনের খাবার ইত্যাদি তৈরি করতে হয়, তাহলে তার প্রতি কি যুলম করা হয় না?

বহু মানুষ শ্রমিকের মূর্খতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তার অধিকার নষ্ট করে।

নিরক্ষর শ্রমিকের কাছে টিপসহি নিয়ে এমন কিছু গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়, যা সে আদৌ গ্রহণ করেনি! এক মাসের জায়গায় ২/৩ মাসের বেতন গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি লিখিয়ে তার হক নষ্ট করে। অতঃপর অস্বীকার করলে সেই কাগজ সরকারী অফিসে পেশ করে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়! এ শুধু যুলমই নয়। এ হল চুরি ও জুচ্চোরি।

শ্রমিক বা দাসদাসীকে ঘৃণা করা একটি অন্যায়।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্রে কেউ ধনী, কেউ গরীব। কেউ শহুরে, কেউ গাঁইয়া। কেউ সাদা চামড়ার, কেউ কালো চামড়ার। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন বংশের, ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ও প্রকৃতির। তা বলে কেউ কাউকে ছোট ভাববে, ঘৃণা করবে, তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করবে, কথায় কথায় খোঁটা দেবে---তা বৈধ নয়।

আসলে সে ভালো, যে আল্লাহর কাছে ভালো। এ ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে

পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। *(হুজুরাতঃ ১৩)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক। তোমাদের পিতা এক। শোনো! আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১, সিঃ সহীহাহ ২৭০০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(সহীহুল জামে' ৫৩৫৮-নং)*

আমাদের দ্বীন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, আমরা যেন মানুষের বাহ্যিক চাকচিক্য ও চমৎকারিত্ব অথবা সরলতা ও মলিনতা দেখে ধোঁকা না খাই। যেহেতু চকচক করলেই কোন জিনিস সোনা হয় না। কালো হলেই সবকিছু কাক হয় না। মানুষের 'মান' ও 'হুঁশ'---এ দুটি নিয়ে মানুষ। বাহ্যিক রূপ ও লেবাস-পোশাক মানুষের চোখে মান বাড়ায় ঠিকই, আভ্যন্তরিক মন-মানসিকতা ও চরিত্র-ব্যবহার তা হ্রাস করে দেয় অথবা আরো বর্ধিত করে।

সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী?" সে বলল, 'এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি ঐ (উপবিষ্ট) লোকটিকে বললেন, "এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো একজন গরীব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোন কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐরূপ লোকদের চাইতে বহু উত্তম।" *(বুখারী, মুসলিম)*

গরীব হলেও মানুষই তো। সে কোন অপরাধী নয়। দাস হলেও সে মানুষ। দাসী হলেও সে ঘৃণার পাত্রী নয়। খেটে-খাওয়া মানুষ হলেও সে সমাজ-বিরোধী নয়, কায়িক পরিশ্রম করে খেলেও সে অবজ্ঞার পাত্র নয়। চাষী হলেও সে সম্মানী হতে পারে। গাঁইয়া হলেও সে শ্রদ্ধেয় হতে পারে। সে যদি মু'মিন হয়, তার অন্তরাত্মা যদি উচ্চ হয়, তাহলে সেই ধনী শহুরে মালিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

তাই তো মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষের বাহ্যিক আকার দেখে বিচার করেন না। তিনি তার কর্ম ও অন্তর দেখে বিচার করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের জাসূসী করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ

পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের উপর হারাম। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "বহু এমন লোকও আছে যার মাথা উষ্কখুষ্ক ধুলোভরা, যাদেরকে দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেন।" *(মুসলিম)*

কিন্তু এ সংসারে বহু মানুষ আছে, যারা অপরের চোখে ছোট হলেও নিজেদের চোখে খুব বড়। অহম-দৃষ্টিতে তারা অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করে। সুতরাং বাড়িতে কাজের লোককে তো ছোট ভাববেই।

তাইতো তাকে ঘৃণার স্বরে ডাক দেয়।

হীন ভাষায় কথা বলে।

মেজাজ দেখিয়ে আদেশ করে।

তাচ্ছিল্য সহকারে প্রদান করে।

নামের মন্দ খেতাব বের করে।

সামান্য দোষে লানতান ও গালাগালি করে।

তাকে সালাম দেয় না, সে সালাম দিলে তার জবাব দেয় না, দিলেও সঠিকভাবে দেয় না। অথবা অবজ্ঞার সাথে দেয়।

কাউকে সালাম দিতে দেখলে অথবা কোন প্রকারের স্নেহ প্রকাশ করতে দেখলে মুচকি হাসে অথবা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। মনে করে বাড়ির দাস-দাসী সালাম বা স্নেহ পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

কোথায় আছে এমন মানুষ, যে দাস-দাসীর অধিকার আদায় করে? যে মানুষ দাস-দাসীর সাথেও একজন মুসলিম ভাই-বোনের মতো আচরণ প্রদর্শন করে। চেষ্টা করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজ কাজে আন্তরিক ক'রে তোলার। সাথে বসে পানাহার করিয়ে তাদের মন ভরে দেয় আনন্দে। আছে কি এমন মালিক?

এমন মালিক অনেক আছে, যারা বাড়ির কোন অনুষ্ঠানে দাস-দাসীকে অপাঙক্তেয় করে রাখে। পাশাপাশি দাঁড়ালে তাদের আহূত আত্মীয়রা ঘৃণার নজরে তাকায়, চোখ ঠেরে প্রশ্ন করে, 'ওটা কে?'

দাস-দাসীকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা ঠাট্টা-তামাশা করা এক প্রকার যুলম। বাবুসাব বলেই যে মানুষ দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে, তা জরুরী নয়। আমীরজাদী বলেই যে মহিলা দাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে, তা অবধার্য নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (١١) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ মু'মিন হলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী। (হুজুরাত ঃ ১১)

আবূ যার্র ﷺ বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রূপ করেছিলাম। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!" অতঃপর তিনি বললেন, "ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতই মানুষ।) আল্লাহ ওদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনোমতো হবে না তাকে বিক্রয় করে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিয়ো না।" *(আবূ দাউদ ৫১৫৭নং)*

বংশ তুলে মানুষকে খোঁটা দেওয়া ইসলাম-প্রাক্কালের জাহেলী যুগের লোকেদের আচরণ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের আচরণ, যা তারা ত্যাগ করবে না; (নিজ) বংশ নিয়ে গর্ব করা, (পরের) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।" *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

কুলি, মুটে, শ্রমিক, মজুর, চাকর, দাস-দাসী---তারা কাজ ক'রে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে, মেহনত ও পরিশ্রম ক'রে খায় বলে তারা ঘৃণ্য নয়। কিন্তু অনেক মালিক, ম্যানেজার বা সুপারভাইজার তাদেরকে কথায় কথায় আঘাত দেয়, সামান্য ত্রুটিতে লাঞ্ছিত করে, গঞ্জনা ও ভর্ৎসনা করে। তারা তাদেরকে বেতন বা পারিশ্রমিক দেয় বলেই কি সে অধিকার তারা অর্জন ক'রে বসে?

কোনদিন না। তবুও পরিদৃষ্ট হয় এমন আচরণ। একদা এমনই এক আচরণ দেখে কবি লিখেছেন,

"দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এম্‌নি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ?---চুপ্ রও যত মিথ্যাবাদীর দল;
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল!
রাজ-পথে-তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল'ত এ সব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা!

তুমি জান না ক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।"

শ্রমিক ও দাস-দাসীকে থাকার মতো উপযুক্ত জায়গা না দেওয়া এক প্রকার যুলম।

মালিক যেমন বাড়ি ও বিছানায় থাকে, তেমনটি না হলেও বাস করার জন্য তার উপযুক্ত বাসা তাকে দেওয়া আবশ্যক। শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার মতো কক্ষ তাকে না দেওয়া বড় অন্যায়। এমন বাসা না দেওয়া যুলম, যাতে দাস-দাসী নিজেকে হিংস্র পশু, দুষ্কৃতী, ঝড়-বৃষ্টি ও রোগের কবল থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

অনেক মালিক দাস-দাসীকে এমন কামরা দেয়, যাতে শীত-গ্রীষ্ম নিয়ন্ত্রণের সামান্য ব্যবস্থাও থাকে না।

দাসীকে বাস করতে দেয় বাড়ির পাকশালা বা কিচেনে অথবা সিঁড়ির নিচে সংকীর্ণ স্থানে!

বারো জন শ্রমিককে চার জনের বাসোপযোগী রুম দেয়। ট্রেনের থ্রি-টিয়র ডিব্বার মতো এক সাথে তিন থাক খাট সাজানো হয়। আলমারির মতো থাকে থাকে তারা শুয়ে বিশ্রাম নেয়। তাতে কি কারো সঠিকভাবে ঘুম আসে?

কেউ আসে, কেউ যায়। কেউ দরজা বন্ধ করে, কেউ খোলে। কেউ রেডিও শোনে, কেউ টিভি দেখে। কেউ ঘুমায়, কেউ কথা বলে। কারো এলার্ম-ঘড়ি বাজে, কারো মোবাইল বাজে।

আবার কেউ মুসলিম, কেউ অমুসলিম। কেউ নামাযী, কেউ বেনামাযী।

কয়েক শিফটের লেবার কয়েক রকম প্রকৃতি ও আচরণ নিয়ে এক রুমে বাস করলে আরো কত রকমের অসুবিধা হয় তাদের। আর তাতে অনেক সময় ক্ষতি হয় মালিকেরও। ঠিক মতো না ঘুমিয়ে কাজে গেলে তার কাজ কী কাজের মতো হয়?

পক্ষান্তরে সেই যৌথ বাসস্থানে না পাক-ঘরের সুবিধা আছে, না বাথরুমের। বাথরুমে যেতে লাইন দিতে হয়। অনেক সময় পানি ফুরিয়ে গেলে আপদ বাড়ে দ্বিগুণ।

এ ছাড়া আরো কত রকমের অসুবিধায় রাখা হয় শ্রমিক ও দাসদাসীদেরকে। মালিকের জেনে রাখা উচিত যে, যুলম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার।

কর্মক্ষেত্রে নামার পর চুক্তিনামার পরিবর্তন ঘটানো মালিক পক্ষের একটি বড় যুলম। বিভিন্ন প্রকার সুখ-সুবিধার প্রলোভন দিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার পর চুক্তিনামা পাল্টে ফেলে। বেতন কমিয়ে দেয়, বোনাস না দেওয়ার কথা বলে, কত রকমের খরচ বহন করার কথা বলে, ছুটি কমিয়ে দেয়, সবেতন ছুটি বাতিল করে দেয়, আরো কত কী!

যারা বিদেশে কাজে যায়, তারা একটি চুক্তিনামায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে ভিসা লাগিয়ে যখন মালিকপক্ষের কাছে চলে আসে, তখন পুনরায় নতুন চুক্তিপত্র লিখে তাতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। না করলে দেশে ফেরত পাঠাবার হুমকি দেয়। আর তখন কি কেউ দেশে ফিরতে পারে? লক্ষাধিক টাকা খরচ করে বিদেশ আসার পর দেশে ফিরে গেলে সে যে কপর্দকশূন্য দেউলিয়া হয়ে যাবে। কেউ সূদের ওপর ঋণ নিয়ে বিদেশে আসে, কেউ জমি-জায়গা বা বাড়ি বন্ধক দিয়ে বিদেশে আসে। সর্বস্বান্ত হয়ে বিদেশ এসে সাথে সাথে ফিরে গেলে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিজের পেটই কেবল নয়, মা-বাপ অথবা স্ত্রী-সন্তানের মুখে আহার তুলে দেওয়ার মতোও তার হাতে কিছুই থাকবে না। তাড়াতাড়ি কোন কাজও জুটবে না। সবদিক চিন্তা করেই বাধ্য হয়ে নতুন চুক্তিতে সাইন করে। 'আল-মুসলিমূনা আলা শুরুত্বিহিম' (মুসলিমরা শর্ত পালন করতে বাধ্য) বলে নিজেদের এই অপকর্মকে বৈধ করে নেয়। কিন্তু

ভুলে বসে যে, 'ইযা আ-হাদা গাদার' (চুক্তি করে তা ভঙ্গ করা) মুনাফিকের একটি আচরণ।

অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যে, সব ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ থেকেই যুলম হয় না। কারণ অনেক সময় প্রথম চুক্তি মালিক পক্ষ লেখে না। বরং এজেন্টদের পক্ষ থেকে তা লেখা হয় এবং তারাই নানা সুখ-সুবিধার প্রলোভন দিয়ে ভিসা বিক্রয় করে থাকে। অনেক সময় মালিক পক্ষ যেমন লেবার চায়, তেমন পায় না। যেমন প্লাম্বার চায়, আসে কৃষক। ড্রাইভার চায়, আসে আলেম। ফলে চুক্তিনামা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় মালিকও।

দাস-দাসী বা শ্রমিককে যথাসময়ে কথামতো বেতন না দেওয়া এক প্রকার যুলম। অনেকের বেতন ২-৩ মাস আটকে রাখা হয়। অনেক শ্রমিক ৬ মাস বা তারও অধিক সময় ধরে বেতন তুলতে পারে না। আর তাতে তাকে যে সীমাহীন কষ্ট ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাজনের তাগাদা, বাড়ি-ওয়ালার বাড়ি-ভাড়া পাওয়ার তাগাদা, কারেন্ট-বিল, সংসার খরচ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ---ইত্যাদি কীভাবে চলে?

এই টেনশনে দুর্বল মন ও ঈমানের অনেক মানুষ আত্মহত্যার শিকার হয়ে যায়। অথচ মালিকপক্ষ কাগজপত্র ধূর্ত ম্যানেজার দ্বারা এমনভাবে পরিষ্কার করে রাখে যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসে অভিযোগ করলেও কোন ফল হয় না। অনেক সময় অভিযোগ করলে চাকরিটাই চলে যাওয়ার ভয় থাকে। যেহেতু অভিযোগ করার মানেই মালিক-শ্রমিকের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট করা।

শ্রমিকরা অভিযোগ করলে কথা প্রসঙ্গে এক মালিকের কাছে তাদের বেতন আটকে না রেখে মাসের মাস যথাসময়ে দিয়ে দিতে সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে মুচকি হেসে একটি প্রবাদ বলেছিল,

جَوِّعْ كَلْبَكَ يَتْبَعكَ.

অর্থাৎ, তুমি তোমার কুকুরকে ক্ষুধায় রাখো, তাহলে সে তোমার পিছে-পিছে ঘুরবে।

তার মানে তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে রাখলে তারা আমার একান্ত অনুগত থাকবে না। আর চাইতে হলে মানুষ ছোট হয়, বিনম্র ও ভদ্র হতে হয়। তাই আমি মনে করি, তারা অধিকাংশ সময় আমার নিকট বেতন চেয়ে আমার মুখাপেক্ষী থাকবে।

আমি তার এই কূটনীতির প্রবাদ শুনে বলেছিলাম, 'কিন্তু জানেন তো?

رُبَّ كَلْبٍ أَكَلَ مُعَلِّمَه.

অর্থাৎ, অনেক কুকুর তার মালিককে কামড় দেয়।

অনেক পোষা কুকুর নিজ মালিকের সর্বনাশ করে। খিদে বেশি পেলে ঘরের মুরগী ধরে খায়। আর রাগে কামড় দিলে তো জলাতঙ্ক রোগে নিষ্পিষ্ট করে।

বলা বাহুল্য, এমন কূটনীতি মুসলিমের হওয়া উচিত নয়। যেহেতু ইসলামের নীতি হল, 'ঘাম শুকাবার পূর্বে শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান কর।' *(সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর নিকট তাঁর খাজাঞ্চী এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছে কি?' খাজাঞ্চী বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল, তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।" *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

টাকা থাকতেও যারা তাদের কর্মচারীদের বেতন দিতে টালবাহানা করে, হাদীসের স্পষ্ট ভাষায় তাদের এ কাজ যুলম ও অন্যায়। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ের

ব্যাপারে) টাল-বাহানা করা যুলম।” *(বুখারী ও মুসলিম ১৫৬৪নং)*

এ গেল সেই যালেম মালিকের কথা, যে তার কর্মচারীকে বেতন দেয়, কিন্তু দেরি করে দেয়। পক্ষান্তরে অনেক যালেম এমনও আছে, যে কাজ করিয়ে কাজের লোককে তার প্রাপ্য ঠিকমতো আদায় দেয় না। কোন কোন সময় তার পুরো বেতনই কুক্ষিগত করে। অথচ তা বড় অন্যায় ও মহাপাপ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنّ أَعْظَمَ الذُّنوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْها طَلَّقَها وَذَهَبَ بِمَهْرِها ورَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبثاً).

“আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।” *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).

“আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী। আর আমি যার প্রতিবাদী হব অবশ্যই তাকে পরাজিত করব। তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল; অথচ সে তার মজুরী আদায় করল না।” *(আহমাদ ২/৩৫৮, বুখারী ২২২৭ ও ২২৭০নং, ইবনে মাজাহ ২৪৪২নং)*

অনেক সময় মালিক পক্ষ দাস-দাসী বা শ্রমিককে অতিরিক্ত কাজ দিয়ে এবং তার কোন বিনিময় না দিয়ে যুলম করে। অথবা কোন ভারী চাপের কাজ দিয়ে তার শারীরিক ক্ষতি করে। অথচ সে কাজের কথা চুক্তির আগে উল্লেখ করা হয় না।

অনেক মালিক দাসীকে দিয়ে মাটি খোঁড়া করায়, তার দ্বারা পুরুষের কাজ নেয়। ড্রাইভারকে দিয়ে চাষের কাজ নেয়, রাখালের কাজ নেয়, সাফাই কর্মীর কাজ নেয়। যেমন অনেক সমাজে মসজিদের ইমামকে দিয়ে মসজিদ ও তার বাথরুমের সাফাইকর্ম করিয়ে নেয়! অতঃপর মসজিদের মেঝেয় ধুলো দেখতে পেলে সমাজের ভদ্র (?) জনেরা ইমাম সাহেবকে লানতান করে থাকেন। ‘বসেই তো থাকেন মশায়! ঝাঁটা দিয়ে একটু ঝাড়ু দিয়ে দিলে ক্ষতি কী?’

ঐ ভদ্রজন কথান্তরে বিত্তজনেদের কাছে কর্মচারী কর্মচারীই। চাকরে-চাকরে কোন পার্থক্য নেই তাঁদের কাছে। হলেই বা তাঁদের ইমাম। তবুও সে তাঁদের ‘চাকর’ই তো। সুতরাং মসজিদের ইমামকে---যিনি নামাযে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও কাজের বেলায় তিনি শ্রেষ্ঠ হতে যাবেন কেন? তিনি যে তাঁদের মুখাপেক্ষী, বেতনভোগী কর্মচারী।

যদি বলেন, কর্মচারী যদি সেই অতিরিক্ত কর্মে সম্মত থাকে, তাহলেও কি যুলম হবে?

না, তা না হতে পারে। কিন্তু তাকে যদি সম্মত হতে বাধ্য করা হয়, তাহলে কি যুলম নয়?

বিভিন্ন হুমকির মুখে পড়ে সে নিরুপায় হয়ে ভারী বা অতিরিক্ত কাজ করলে, সেটা কি যুলম নয়?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسوَتُه وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ).

অর্থাৎ, ক্রীতদাসের জন্য রয়েছে তার খাদ্য ও পোশাক। আর যে কাজ করতে সে সক্ষম নয়, সে কাজের ভার তাকে দেওয়া যাবে না। *(মুসলিম, মিশকাত ৩৩৪৪নং)*

দাস-দাসী বা শ্রমিককে কারণে-অকারণে মারধর করা একটি বড় যুলম। যেখানে সত্তর বার ক্ষমা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে, সেখানে তাকে সামান্য ত্রুটির জন্য প্রহার করা মহা অন্যায়। নাবালক-বালিকা কত বাবুসাবদের ঘরে মার খায়। সামান্য ভুলের কারণে লঘু পাপে গুরুদন্ড সহ্য করে। বাড়ির গিন্নী বালিকা পরিচারিকার চুলের মুঠি ধরে আঘাত করে। আর কর্তা সিগারেটের ছেঁকা দিয়ে হাউস-বয়কে শায়েস্তা করে!

যে দাস-দাসী ক্রীত ও অধিকারভুক্ত, সেই দাস-দাসীকে মারধর করতে ইসলামে অনুমতি নেই। ইসলামের মানবাধিকার খাদেম বা চাকরকে প্রহার করতে নিষেধ করে এবং যদি ক্রোধবশতঃ প্রহার কেউ করেই ফেলে, তাহলে তাকে ঐ প্রহৃত দাস স্বাধীন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

সুয়াইদ ইবনে মুক্বার্রিন ﷺ বলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যে, মুক্বার্রিনের সাত ছেলের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমাদের একটি মাত্র দাসী ছিল। একদা তাকে আমাদের ছোট ভাই চড় মেরেছিল। তখন রসূল ﷺ আমাদেরকে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে আদেশ করলেন।' *(মুসলিম ৪৩৯১-৪৩৯৪নং)*

আবূ মাসঊদ বাদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আমার একটি গোলামকে চাবুক মারছিলাম। ইত্যবসরে পিছন থেকে এই শব্দ শুনতে পেলাম 'জেনে রেখো, হে আবূ মাসঊদ!' কিন্তু ক্রোধান্বিত অবস্থায় শব্দটা বুঝতে পারলাম না। যখন সেই (শব্দকারী) আমার নিকটবর্তী হল, তখন সহসা দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলছিলেন, 'জেনে রেখো আবূ মাসঊদ! ওর উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ক্ষমতাবান।' তখন আমি বললাম, 'এরপর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারধর করব না।'

এক বর্ণনায় আছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে গেল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওকে স্বাধীন ক'রে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শোন! তুমি যদি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে অবশ্যই দগ্ধ অথবা স্পর্শ করত।" *(মুসলিম ৪৩৯৬-৪৩৯৮নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ».

"যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে এমন অপরাধের সাজা দেয়, যা সে করেনি অথবা তাকে চড় মারে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, সে তাকে মুক্ত ক'রে দেবে।" *(মুসলিম)*

দুনিয়ার বুকে যদি ঐ মযলূম যালেমকে ক্ষমা না করে অথবা ঐ পরাধীন গোলামকে স্বাধীন না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তো আছেই। সেদিন তার নিকট থেকে বদলা অবশ্যই নেওয়া হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে চাবুক মারবে, কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। *(বায্যার, ত্বাবারানীর কাবীর ৪০৩, আউসাত্ব ১৪৪৫, সঃ তারগীব ২২৯১নং)*

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর সম্মুখে বসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার দাস-দাসী আছে। তারা আমাকে মিথ্যা বলে, আমার বিশ্বাসঘাতকতা করে ও অবাধ্য হয়। আর আমি তাদেরকে গালাগালি ও মারধর করি। সুতরাং তাদের ব্যাপারে (আল্লাহর কাছে) আমার অবস্থা কী হবে?' তিনি বললেন, "তারা তোমার যে পরিমাণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অবাধ্যতা করেছে ও মিথ্যা বলেছে এবং যে পরিমাণ তুমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছ তা হিসাব করা হবে। অতঃপর তোমার শাস্তির পরিমাণ যদি তাদের অপরাধ বরাবর হয়, তাহলে সমান-সমান হয়ে যাবে, না তোমার সওয়াব হবে, আর না কোন পাপ। কিন্তু যদি তোমার শাস্তির পরিমাণ তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তাহলে তা তোমার জন্য অতিরিক্ত মঙ্গল হবে। আর যদি তোমার শাস্তির পরিমাণ তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে তা তোমার নিকট থেকে তাদের জন্য অতিরিক্ত মঙ্গল প্রতিশোধ স্বরূপ নেওয়া হবে।"

এ কথা শুনে একটু সরে গিয়ে লোকটি কাঁদতে ও চীৎকার করতে লাগল। আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি আল্লাহর কিতাব পড় না?

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } (٤٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাসমূহ; সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনের হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। *(আম্বিয়া ঃ ৪৭)*

লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওদেরকে মুক্ত করা অপেক্ষা আমি আমার জন্য ও ওদের জন্য কোন অধিক মঙ্গল পাচ্ছি না। আমি আপনাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, ওরা সবাই মুক্ত।' *(আহমাদ ২৬৪০১, তিরমিযী ৩১৬৫, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৮৫৮৬নং)*

বলা বাহুল্য, একজন স্বাধীন মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা তার চাইতে বড় অপরাধ। ইসলাম তা আদৌ বরদাশ্ত করে না। একজন মুসলিম যদি কোন অমুসলিমকেও প্রহার করে, তবুও তার ধারক ও বাহকরা তাকে বলেন,

(مَتَى اسْتَعْبَدتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُم أُمَّهَاتُهُم أَحْرَارًا ؟)

অর্থাৎ, কখন মানুষকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছ, অথচ তাদের মাতৃগণ তাদেরকে স্বাধীনরূপে জন্ম দিয়েছে? *(আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্ত্বাব ১/১২৪)*

গোলাম-বাঁদীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এক প্রকার যুলম

অনেক মালিক নিজের বাড়ির দাস-দাসীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাকে বিদায় করার ইচ্ছা হলে সরাসরি বিদায় না করে কোন অপবাদ দিয়ে বিদায় করে। চুরির অপবাদ দেয়, অথবা বিশ্বাঘাতকতা বা ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। অথবা অন্য কোন অপবাদ দিয়ে তার অধিকার নষ্ট করে।

মনোমতো কাজ না পেলে কোন একটা অপবাদ দিয়ে তাকে কাজ থেকে বের করে দেয়।

মালিকের রহস্য প্রকাশ হওয়ার ভয়ে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

মালিকের কাছে দেহ সমর্পণ না করলে অথবা মালিকের স্ত্রী বা কন্যার অভিসারে সাড়া না

দিলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ঘরছাড়া করা হয়।

দুর্বল বেচারা সে অপবাদ শতমুখে খন্ডন করলেও কে শোনে তার কথা? কলঙ্কিত হয় তার চরিত্র, বঞ্চিত হয় চাকরি থেকে।

কিন্তু কিয়ামতের দিন সে তার অধিকার ফিরে পাবে। অপবাদদাতাকে দন্ড দেওয়া হবে কাল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ».

"যে ব্যক্তি নিজ মালিকানাধীন দাসের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, কিয়ামতের দিন তার উপর হদ্ (দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করা হবে। তবে সে যা বলেছে, দাস যদি তাই হয় (তাহলে ভিন্ন কথা।)" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ঘরের খাদেম যদি বালক বা বালিকা হয়, তাহলে তার প্রতি অত্যাচার বেশি হয়। কথায় কথায় ডাঁট-ধমক, চড়-থাপ্পড় চলতেই থাকে। গরীবের ছেলেমেয়েদেরকে তা সহ্য করতে হয়। সে যে পেটের জ্বালা! সে জ্বালা সহ্য করা আরো বেশি কঠিন।

বাড়ির মধ্যে কিছু হারিয়ে গেলে অথবা চুরি হলে ধাঁ করে সন্দেহ যায় তার প্রতি। অনেক সময় বিনা অপরাধে মিথ্যা অপবাদের জের সামাল দিতে হয়। অপমান ও লাঞ্ছনার ঝড় বয়ে যায় তার উপর। এমনই একটি রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এক কৃষ্ণকায় বাঁদী আরবের কোন এক গোত্রের অধিকারভুক্ত ছিল। তারা তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু সে তাদের সাথেই থাকতো। এক সময় তাদেরই একটি ছোট্ট বালিকা বাইরে বের হল। তার গলায় ছিল লাল রঙের চর্মনির্মিত মালা। খেলতে খেলতে সে মালাটি খুলে রাখল অথবা মালাটি আপনা-আপনি খুলে পড়ে গেল। ইত্যবসরে একটি চিল উড়তে উড়তে ছো মেরে মালাটিকে গোশ্ত মনে করে তুলে নিয়ে গেল। পরক্ষণে বালিকায় সাথে মালাটি না দেখতে পেয়ে তার বাড়ির লোক খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু কোথাও তা খুঁজে পেল না। অপবাদ গিয়ে লাগল ঐ বাঁদীটির উপর। সুতরাং তারা তার সব কিছুতে তল্লাশি শুরু করল। না পেয়ে পরিশেষে তার গোপনাঙ্গতেও তল্লাশি চালাল!

আল্লাহর কী ইচ্ছা! ইতিমধ্যে সেই চিলটি মালাটিকে নিয়ে উড়তে উড়তে তাদের মাঝেই ফেলে দিল। বাঁদীটি বলল, 'এই তো সেই মালা, যা আমি চুরি করেছি বলে আমাকে তোমরা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলে! অথচ আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলাম।'

অতঃপর বাঁদীটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করল। মসজিদে তার জন্য বিশেষ তাঁবু ছিল, সেখানে সে অবস্থান করত।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, বাঁদীটি আমার কাছে আসত এবং গল্প করত। যখনই সে আমার কাছে বসে কথাবার্তা বলত, তখনই মালার গল্পটি আমাকে শুনাত। কবিতা-ছন্দে সে বলত,

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا ..... أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

অর্থাৎ, মালা-(হারানো)র দিন, আমাদের প্রতিপালকের একটি বিস্ময়কর দিন। শোনো! তিনিই আমাকে কুফ্‌রের শহর থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

পরিশেষে বলি, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। অবিচার মানবাধিকার লংঘনের প্রকৃষ্টতম নমুনা। অন্যায়-অবিচার করে ইহকালে পার পেয়ে গেলেও পরকালে পার পাওয়ার

কোন উপায় নেই।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে কোন দশ ব্যক্তির আমীরকে কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। পরিশেষে হয় তাকে তার (কৃত) ন্যায়পরায়ণতা বেড়ি-মুক্ত করবে, নচেৎ তার (কৃত) অত্যাচারিতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।" *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৬৯৫নং)*

দাস-দাসীর সাথে মালিকদের সদাচরণের কিছু নমুনা

দাস-দাসীদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হয়, তার আদর্শ স্বরূপ কিছু নমুনা উল্লেখ্য।

১। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ

সর্বপ্রকার সদাচরণের প্রকৃষ্ট নমুনা রয়েছে তাঁর চরিত্রে। দাস-দাসীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতার মতো, দয়াশীল ভাইয়ের মতো। তাঁর নিকট ক্রীতদাস, শ্রমিক, চাকর, সেবক বা স্বেচ্ছাসেবকের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি সকলকে সমান চোখে দেখতেন। সকলের সাথে বসে আহার করতেন। সকলের সাথে উঠাবসা করতেন, সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করতেন।

তাঁর একজন ক্রীতদাসের নাম যায়দ বিন হারিষাহ। তিনি ছিলেন কাল্‌ব গোত্রের আরবী শিশু। জাহেলী যুগে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় মক্কায় বিক্রীত হন। হাকীম বিন হিযাম তাঁর ফুফু খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র জন্য ক্রয় করেন। অতঃপর মহানবী ﷺ-এর সাথে তাঁর বিবাহের পর তিনি স্বামীকে উপহার স্বরূপ যায়দকে প্রদান করেন। মহানবী ﷺ পরবর্তীতে যায়দকে এত ভালোবাসেন যে, একদিন তিনি তাঁকে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নেন।

কাল্‌ব গোত্রের লোকেরা এক বছর হজ্জে এলে মক্কায় তাঁকে দেখে চিনতে পারে। তাঁর খবর নিয়ে তারা তাঁর পিতা হারিষাকে জানিয়ে দেয়। পিতা ও পিতৃব্য তাঁকে মুক্ত করার জন্য মক্কায় আসেন। অতঃপর মহানবী ﷺ-এর নিকট আরজি জানানো হলে, তিনি যায়দকে এখতিয়ার দেন, 'সে চাইলে আপনাদের সাথে যেতে পারে।' কিন্তু যায়দ পিতার সাথে যেতে অস্বীকার করেন। পিতা বলেন, 'ধিক্ তোমাকে! তুমি স্বাধীনতার উপর পরাধীনতাকে এবং নিজের পিতা ও পরিবারের উপর অপরকে প্রাধান্য দেবে?'

যায়দ যা বললেন, তাতে তিনি ব্যক্ত করলেন যে, মহানবী ﷺ-ই তাঁর সব কিছু। সবার চেয়ে প্রিয় তিনিই। অতঃপর মহানবী ﷺ হারামের হিজ্‌রের কাছে ঘোষণা করেন, 'শুনুন উপস্থিতিগণ! যায়দ আমার ছেলে। সে আমার ওয়ারেস এবং আমি তার ওয়ারেস।'

এ ঘোষণা শুনে যায়দের পিতা ও পিতৃব্য খোশ হয়ে ফিরে গেলেন।

সুতরাং যায়দ, যায়দ বিন মুহাম্মাদ নামে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে পোষ্যপুত্রের প্রথা বাতিল ঘোষণা করা হয়,

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (৫)

অর্থাৎ, তোমরা ওদেরকে পিতৃপরিচয়ে ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য কর। *(আহযাবঃ ৫)*

তবুও তিনি মহানবী ﷺ-এর সাহচর্যে থেকে তাঁর নৈকট্য লাভ করেন।

মহানবী ﷺ-এর অন্য এক খাদেম আনাস বিন মালেক ﷺ। তিনি উম্মে সুলাইমের পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ মহানবী ﷺ-এর খিদমত করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন তাঁর

বয়স মাত্র দশ বছর। তিনি দশ বছর তাঁর খিদমত করেন।

তিনি নিজ মখদূমের ব্যাপারে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মানুষের চাইতে বেশি সুন্দর চরিত্রের ছিলেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য 'উঃ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ ক'রে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'তা কেন করলে না?' *(বুখারী ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১নং)*

২। উমার বিন খাত্ত্বাব ؓ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ؓ একজন লৌহপুরুষ ছিলেন। তবুও খাদেমদের কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন। তাদের মাঝে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না। তাঁর খাস সঙ্গী ছিলেন আসলাম নামক এক খাদেম।

আসলাম বলেন, একদা রাত্রে তিনি নিজের সফরের উট প্রস্তুত করলেন এবং আমাদের সফরের উটও প্রস্তুত করলেন। আর তিনি বলতে লাগলেন,

لاَ يَأْخُذِ اللَّيْلُ عَلَيْكَ بِالهَمِّ ۞ وَالْبَسَنْ لهُ القَمِيْصَ وَاعْتَمْ

وَكُنْ شَرِيْكَ نَافِعٍ وَأَسْلَمْ ۞ وَاخْدُمِ الأَقْوَامَ حَتَّى تُخْدَمْ

অর্থাৎ, রাত্রি যেন তোমাকে দুশ্চিন্তায় না ফেলে। তার জন্য কামীস ও পাগড়ী পরে নাও।

নাফে ও আসলামের শরীক হয়ে যাও। লোকেদের খাদেম হও, তাহলে তুমি মখদূম হতে পারবে। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৯৯)*

৩। আবূ যার গিফারী ؓ

মা'রূর বিন সুয়াইদ বলেন, একদা আবূ যার্র ؓ-কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

কিন্তু তিনি তা করেননি। যেহেতু মানবতা ও সাম্যের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, তুমি যে কাপড় পরবে, তোমার খাদেমকেও সেই কাপড় পরতে দাও। *(আবূ দাউদ ৫১৫৭নং)*

৪। মাইমূন বিন মিহরান

একদা তিনি মেহমানদের সাথে বসে গল্প করছিলেন। তাঁর দাসী তাঁদের জন্য এক পাত্রে গরম ঝোল আনতে গিয়ে কিছুতে পা লেগে পড়ে গেল। গরম ঝোলের কিয়দাংশ গিয়ে পড়ল তাঁর উপর। এতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে মারতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দাসী হলে কী হবে? সে ছিল কুরআন-জান্তা দাসী! তাঁর রাগ দেখে সে সভয়ে বলে উঠল, 'হে অধিপতি! মহান আল্লাহ (জান্নাতী মুত্তাক্বীদের গুণ বর্ণনায়) বলেছেন,

{وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ}

"যারা ক্রোধ সংবরণ করে।"

সুতরাং নিমেষে তিনি তাঁর রাগকে পানি করে বললেন, 'আমিও তাই করলাম।'
তারপর দাসীটি বলল,

{وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ}

"(যারা) মানুষকে মার্জনা ক'রে থাকে।"
তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মার্জনা করে দিলাম।'
সে আবারও বলল,

{وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١٣٤) سورة آل عمران

"আর আল্লাহ অনুগ্রহশীলদেরকে ভালবাসেন।" *(আলে ইমরান ঃ ১৩৪)*

তিনি বললেন, 'আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম। সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।'

অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে আহনাফ বিন ক্বাইসের ব্যাপারে।

বলা বাহুল্য, উক্ত আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যে মুত্তাক্বী ও পরহেযগার মুসলিমদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তাদের গুণাবলীর মধ্যে তিনটি মহৎ গুণ হল,

(১) তারা ক্রোধকে দমন করবে এবং রাগকে পানি করবে।
(২) কেউ ক্রোধ উদ্রেককর কিছু করে ফেললে তাকে ক্ষমা করে দেবে।
(৩) মানুষের প্রতি এহসানী ও অনুগ্রহ করবে।

আর এই তিনটি গুণ সাধারণতঃ দাস-দাসীর ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করতে হয়। কারণ তাদের দ্বারা ভুল-ত্রুটি বেশি ঘটতে পারে, তাদের প্রতি রাগ বেশি হয়ে থাকে এবং অবাধে তাদের প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করা অতি সহজ। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোকেরা দাস-দাসীকেই বেশি শায়েস্তা করে থাকে এবং তাদের ছোটখাটো ভুলকেও বড় আকারে দেখা হয়।

সুতরাং তাদের ত্রুটি মার্জনা করা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা নিশ্চয় মহৎ লোকের কাজ। নিশ্চয় তারা সংযমী। আর সংযমীরা জান্নাতী।

চাকর কিন্তু গোলাম নয়, চাকর কিন্তু নাগর নয়

এ সংসারে হরেক রকমের মানুষ আছে। আরবী প্রবাদে বলে, 'আন-নাস আজনাস।' অর্থাৎ, সকল মানুষ একই প্রকার নয়। নানা প্রকারের নানা মনের, নানা মতের, নানা পথের মানুষ আছে।

'বিচিত্র বোধের এ ভুবন;
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।'

নানা বর্ণের, নানা ধর্মের মানুষ। একই ধর্মের মানুষের আবার নানা মুণির নানা মত। একই পরিবেশে কত প্রকৃতির মানুষ। নরমপন্থী, চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থী মানুষের মনে এক এক ধরণের প্রবণতা, এক এক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, এক এক প্রকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

মানুষের মন বড় আজীব। ক্ষণিকে পালা বদল করে, চলার পথ পরিবর্তন করে। নিমেষে ভালোবাসা ও নিমেষে প্রেম সৃষ্টি করে। পরকে আপন করে, আপনকে পর করে। সামান্য আকর্ষণে দূরকে কাছে টানে। কাছের মানুষকে তুচ্ছ কারণে প্রত্যাখ্যানের আঘাত হানে। কারো কোন সৌন্দর্য না থাকলেও মনের রঙে তাকে রঙিন করে তোলে। আবার কত রঙিনকে

করে তোলে রঙহীন।

সংসার-ধর্মে মনের রঙের ছড়াছড়ি। কার মনে গোপনে গোপনে কোন্ রঙ লাগে কে বলতে পারে?

যে সংসারে দাস-দাসী ব্যবহার করা হয়, সে সংসারে বিরল শ্রেণীর রঙ এসে মনকে রাঙা করে তুলতে পারে। ঘৃণা ও অত্যাচারের রঙ অথবা ভালোবাসা ও আকর্ষণের রঙ। সে রঙ আবার ঈষৎ হাল্কা হতে পারে, হতে পারে গাঢ় থেকে গাঢ়তর।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা দাস-দাসীকে সেই পুরনো যুগের যুদ্ধ-বন্দী অথবা ক্রীতদাস-দাসী ধারণা করে। সে যুগে গরু-ছাগলের মতো দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। মহিলা কোন দাস ক্রয় করলে তাদের আপোসে পর্দা করতো না। আর পুরুষ কোন দাসী ক্রয় করলে বিনা বিবাহে তাকে স্ত্রীর মতো শয্যা-সঙ্গিনী করতে পারত।

কিন্তু বর্তমানের দাসদাসী 'কেনা গোলাম-বাঁদী' নয়। তারা পরাধীন নয়, স্বাধীন। তারা সাময়িক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে। পছন্দ না হলে কাজ নাও করতে পারে। পক্ষান্তরে ক্রীত দাস-দাসী পরাধীন। তারা স্বেচ্ছায় মালিক বদল করতে পারে না। অত্যাচার করলেও পলায়ন করতে পারে না। ইসলামের বিধানে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অথবা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত মালিকের বাধ্য হয়ে থাকা জরুরী।

রসূল ﷺ বলেছেন,

((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)). رواه مسلم

"যে গোলামই মনিবের ঘর ছেড়ে পলায়ন করে, তার ব্যাপারে সব রকম ইসলামী দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ)). رواه مسلم، وفي روايةٍ: ((فَقَدْ كَفَرَ)).

"যখন কোন গোলাম পলায়ন করবে, তখন তার নামায কবূল হবে না।" *(মুসলিম)* অন্য বর্ণনা মতে, "সে কুফ্‌রী করবে।"

তিনি আরো বলেছেন,

(ثلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذانَهُمْ العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأةٌ باتَتْ وزَوْجُها عليها ساخِطٌ وإِمامُ قَوْمٍ وهُمْ لَهُ كارِهُونَ).

"তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; প্রথম হল, পলাতক ক্রীতদাস; যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। দ্বিতীয় হল, এমন মহিলা যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে এবং তৃতীয় হল, সেই জামাআতের ইমাম যাকে ঐ লোকেরা অপছন্দ করে।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৮৩নং)*

কিন্তু বর্তমানের দাস-দাসী বা মজুরদের ক্ষেত্রে এ বিধান সচল নয়। সুতরাং সেই দাবী রেখে দাস-দাসীর প্রতি সেই পরম আনুগত্যশীল সেবা আশা করা অথবা সেই সেবা না করলে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা যথোচিত নয়।

ক্রীত দাস-দাসীর ক্ষেত্রে যে দাপ চলতো, বর্তমানের দাস-দাসীদের ক্ষেত্রে সেই দাপ চালানো যায় না। মজুরির বিনিময়ে তারা যে চুক্তিতে আবদ্ধ, কেবল সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা কাজ করতে বাধ্য, তার বেশী কাজের আশা অথবা তাদের মাথা কিনে নেওয়ার মতো স্বেচ্ছাচারিতা করা চলে না।

পক্ষান্তরে দাস-দাসী যতই ভালো হোক, তাদের প্রতি এমন ঘনিষ্ঠ হওয়া বৈধ নয়, যার ফলে একটু অসতর্কতায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

দাসী যুবতী ও সুন্দরী হলে এবং অতুলনীয় সেবাযত্ন করার কাজে সুদক্ষা ও পটিয়সী হলে বাড়ির যে কোন যুবক-প্রৌঢ় তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তার দ্বারা পুরুষদের খিদমত নেওয়া, তার সাথে একাকিত্ব অবলম্বন করার সুযোগ সৃষ্টি করা, তাকে সাজগোজ করে থাকতে আদেশ করায় সংসারে অবাঞ্ছনীয় অঘটন ঘটতেই পারে। সভ্য পরিবেশের সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তা দাসীও বিনা পর্দায় বরং যৌবনভরা দেহে যথেষ্ট কাপড় না রেখে কাজ করলে পরিবারের যুবকদের জন্য ফিতনার কারণ তো হতেই পারে। পয়সা দেওয়া বাঁদী বলে তার উপর কোন যুবক বিশেষ অধিকার ফলানোর চেষ্টা করতেও পারে।

অনুরূপ যুবক দাস শ্রী ও সৌন্দর্য এবং সেই সাথে সুচরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারের মালিক হতে পারে। তাই দেখে তাকে একান্ত আপন করে বাড়ির একজন সদস্য গণ্য করার মাধ্যমে বাড়ির মহিলাদের সাথে অবাধ মেলামিশার সুযোগ সৃষ্টি করলে দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য। বিশ্বস্ত ছেলে ভেবে তার সাথে স্ত্রী-কন্যাকে একান্তে স্কুল-কলেজ, অফিস, মার্কেট, পার্ক বা ডাক্তারখানা পাঠালে এবং তারা তাদের নিজের লোক ভেবে তার সামনে যথাযথ পর্দা না করলে আকর্ষণ সৃষ্টি তো হতেই পারে। হাউস-বয় বা হাউস-ড্রাইভার যতই বিশ্বস্ত ও আমানতদার হোক, আগুনের কাছাকাছি মোম কতক্ষণ শক্ত থাকতে পারে?

দাস-দাসীর সাথে ভালো ব্যবহার প্রদর্শনের মানে এই নয় যে, পর্দা উঠে যাবে। দাস-দাসীকে ঘরের একটি সদস্য মনে করার অর্থ এই নয় যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামিশা বৈধ হয়ে যাবে। নচেৎ বারুদের কাছে আগুন এলে বিস্ফোরণ তো হতেই পারে।

এ যুগের কথা নয়। সেই স্বর্ণযুগের কথা। দ্বীনের নবী ﷺ বর্তমান। কুরআন অবতীর্ণ অব্যাহত। মুসলিমরা ঘরে ঘরে ঈমানে পরিপ্লুত। তবুও মানুষ তো। মানবের প্রকৃতি নারী-পুরুষের আকর্ষণ। চুম্বক ও লোহার মতো আকর্ষণ। মাঝে কোন অন্য ধাতু বা বস্তুর অন্তরাল না হলে উভয়ের একত্র হওয়ার ব্যাকুলতা উভয়কে অতিষ্ঠ করে তোলে।

এক বেদুঈন পরিবারে এক অবিবাহিত যুবক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। বাড়ির বধূর সাথে তার প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। সংযমের বাঁধ ভাঙ্গলে এক সময় তাদের মাঝে ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেল! ধরাও পড়ে গেল তারা। লোকমুখে ফতোয়া এল যে, যুবককে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে। কিন্তু যুবকটির বাপ একশটি বকরী ও একটি ক্রীতদাসী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিল। অতঃপর উলামাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, যুবকটিকে ১০০ চাবুক লাগিয়ে এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর বধূটিকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে।

মহিলাটির স্বামী ও যুবকটির বাপ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে মহান আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা জানতে চাইল। তিনি বললেন,

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ».

অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফায়সালা করব। বাঁদী ও বকরী তুমি ফিরে পাবে। তোমার ছেলেকে একশ চাবুক লাগিয়ে এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর হে উনাইস! তুমি সকালে এর স্ত্রীর কাছে যাও। অতঃপর সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে পাথর ছুড়ে

হত্যা করে দাও।” সুতরাং সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলে তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হল। *(বুখারী ২৬৯৫, মুসলিম ৪৫৩১নং)*

বলা বাহুল্য, কর্মচারী, দাস-দাসী, হাউস-বয় বা হাউস-ড্রাইভারের অধিকার দিতে গিয়ে কেউ যেন নিজের বিশেষ অধিকার দিয়ে না বসে। নচেৎ পরিণামে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যার ফলে সে ইহকালে ও পরকালে লাঞ্ছিত হবে। চালক সামান্য অসতর্ক বা বেখেয়াল হলেই যেমন গাড়ি দুর্ঘটনা-কবলিত হয়, তেমনি সংসার-গাড়িও। গৃহকর্তা একটু অসতর্ক বা বেখেয়াল হলেই বাড়ির ভিতরে বিশাল অঘটন ঘটে যেতে পারে।

শুধু অবৈধ সম্পর্ক বা ব্যভিচারই নয়, দাস-দাসী বা পাচক-পরিচারিকার মাধ্যমে চুরি-ডাকাতিও ঘটতে পারে। ঘটতে পারে অপহরণ ও রহস্য প্রচারের মতো ক্ষতিকর কর্মকান্ড। সুতরাং যাঁরা দাস-দাসী ব্যবহার করেন, তাঁদেরকে তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে বলছি না, বলছি সতর্ক থাকতে। তাদের অধিকার আদায় করতে এবং নিজেদের অধিকার না হারাতে।

রাষ্ট্রনেতার অধিকার

মুসলিম সমাজ ও দেশে একজন মুসলিম রাষ্ট্রনেতা হবেন। তিনি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

এমন নেতার প্রতি সমগ্র মুসলিম জাতির শুভ ও হিতাকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الدِّينُ النَّصِيحَةُ ».

অর্থাৎ, “দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন,

« لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ».

“আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।” *(মুসলিম ৫৫নং)*

এমন নেতা জনসাধারণের দুআ পাওয়ার অধিকারী। কারণ তিনি হলেন দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মহানবী ﷺ বলেন,

« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ».

“তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।” *(মুসলিম ৪৯১০-৪৯১১নং)*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন,

لَو كَانَ لِي دَعْوَةٌ مُتسجَابَة، لَصَرَفتهَا لِلسُلطَانِ، فَإنَّ بِصَلاَحِهِ صَلاَحُ الأمَّة.

অর্থাৎ, আমার যদি কবুলযোগ্য দুআ থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমি তা রাষ্ট্রনেতার জন্য

প্রয়োগ করতাম। কারণ তাঁর সংশোধনে উম্মাহর সংশোধন। *(শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ ২৮২পৃঃ)*

ফুযাইল বিন ইয়ায (রঃ) তাঁর সমসাময়িক রাজার জন্য অনেকানেক দুআ করতেন। অথচ তৎকালীন আব্বাসী শাসনামলের বাদশাহদের দুরবস্থার কথা কারো অজানা নেই। তাঁদের সুমতি ও হেদায়াতের জন্য বেশীর ভাগ দুআ করতেন। তিনি বলতেন,

لَو كَانَت لِي دَعوَة مُستَجَابَة لَم أَجعَلهَا إِلاَّ فِي إِمَامٍ لأَنَّه إِذَا صَلح الإِمَامُ أَمِنَ البِلاَد وَالعِبَاد.

অর্থাৎ, আমার যদি কবুলযোগ্য দুআ থাকতো, তাহলে আমি তা কেবল রাষ্ট্রনেতার জন্য খাস করতাম। কারণ রাষ্ট্রনেতা সংশোধন হলে, জনগণ ও সারা দেশ সংশোধন হবে। *(ই'তিক্বাদু আহলিস সুন্নাহ ১৭৬পৃঃ)*

একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি নিজ অপেক্ষা বেশী ওঁদের জন্য দুআ করছেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কারণ আমার সংশোধন আমার নিজের ও আমার পার্শ্ববর্তী মানুষ (পরিবারের) জন্য। কিন্তু রাষ্ট্রনেতার সংশোধন সারা মুসলিম জনসাধারণের জন্য সংশোধন।' (অর্থাৎ, রাষ্ট্রনেতা শুধ্রে গেলে প্রজারা অনায়াসে শুধ্রে যাবে।) *(শারহুস্ সুন্নাহ, বার্বাহারী ১০৭নং)*

বার্বাহারী বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে (মুসলিম) রাজকর্তৃপক্ষের উপর বদ্দুআ করছে, তাহলে জেনো নিয়ো, সে একজন আহলে বিদআহ (বিদআতী)। আর যদি শোনো যে, সে রাজকর্তৃপক্ষের জন্য দুআ করছে, তাহলে জেনো নিয়ো, সে ব্যক্তি একজন আহলে সুন্নাহ ইন শাআল্লাহ।' *(শারহুস্ সুন্নাহ, বার্বাহারী ১০৭নং)*

এমন দেশের নেতাকে মান্য করা ওয়াজেব এবং তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্রোহ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩)

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(নিসা ঃ ৫৯)*

রাষ্ট্রনেতার এটা অধিকার যে, তিনি বৈধ বিষয়ে জনগণের আনুগত্য পাবেন। এটাই শান্তির পথ, এটাই জান্নাতের পথ।

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اتَّقُوا الله وَصلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ)).

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী)*

ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা

বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলেও, নিজের পছন্দের বাইরে হলেও রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য করা জরুরী। অবশ্য আদেশ যদি অবৈধ বিষয়ক হয়, তাহলে আনুগত্য করা বৈধ নয়।

কিন্তু শাসক যদি ইসলাম-বিরোধী কিছু করেন অথবা অযথা যুলম-নির্যাতন করেন, তাহলে কি প্রতিবাদও করা যাবে না? এ কথা কি সত্য নয়, "যালেম বাদশার কাছে হক কথা বলা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ"?

অবশ্যই প্রতিবাদ করা যাবে। প্রতিবাদ করতে হবে।

উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।' *(বুখারী-মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, "না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে।" *(মুসলিম)*

সুতরাং প্রতিবাদ ইচ্ছামতো নয়, শরীয়তমতো হতে হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَنْصَحْهُ ، فَإِنْ قَبِلَهَا ، وَإِلا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ).

"যে ব্যক্তি রাজকর্তৃপক্ষকে হিতোপদেশ দান করার ইচ্ছা করে, সে যেন প্রকাশ্যে তা না করে; বরং তার হাত ধরে নির্জনে (উপদেশ দান করে)। সে যদি তার নিকট হতে (ঐ উপদেশ) গ্রহণ করে নেয় তো উত্তম। নচেৎ নিজের দায়িত্ব সে যথার্থ পালন করে থাকে।"

(সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৯৮নং)

সুতরাং প্রকাশ্যে বা জনসমক্ষে তাঁর প্রতিবাদ করা যাবে না। রাষ্ট্রনেতার বিশাল মর্যাদা আছে। আর তাই বলে তিনি সকলের নেতা হতে পেরেছেন। অতএব লোকমাঝে কোন অপরাধের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁকে অপমান করা যাবে না।

যিয়াদ বিন কুসাইব আদাবী বলেন, একদা আমি আবূ বাকরাহ ﷺ-এর সাথে ইবনে আমেরের মিম্বরের নিচে ছিলাম। সে সময় ইবনে আমের ভাষণ দিচ্ছিলেন, আর তাঁর পরনে ছিল পাতলা কাপড়। তা দেখে আবূ বিলাল বললেন, 'আমাদের আমীরকে দেখ, ফাসেকদের লেবাস ব্যবহার করে!' তা শুনে আবূ বাকরাহ ﷺ বললেন, 'চুপ করো। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর (বানানো) বাদশাকে অপমানিত করবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।" *(সহীহ তিরমিযী ১৮১২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৯৭ নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার বাদশাকে সম্মান দেবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার বাদশাকে অপমান করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে অপমানিত করবেন।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৯৭ নং)*

দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হতে পারে এমন প্রতিবাদী। যদি অন্যায়ভাবে লোকমাঝে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রতিবাদ করে বেড়ায়, তাহলে সে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে পারে। মযলূমের বদ্দুআ লেগে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, কুফাবাসীরা উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ-এর কাছে তাদের গভর্নর সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বলল, 'সে ভালভাবে নামায পড়তে জানে না।' কাজেই তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং (যখন তিনি উমার ﷺ-এর কাছে হাযির হলেন, তখন) তিনি তাঁকে বললেন, 'হে ইসহাকের পিতা! ওরা বলছে যে, তুমি উত্তমভাবে নামায আদায় কর না।' জবাবে তিনি বললেন, 'যাই হোক, আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের মতো নামায পড়াই, তা থেকে (একটুও) কম করি না। যোহর ও আসরের দুই নামাযের প্রথম দু' রাকআতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করি এবং দ্বিতীয় দু-রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করি।' উমার ﷺ (এ কথা শুনে বললেন,) 'ইসহাকের পিতা! তোমার সম্পর্কে ঐ ধারণাই ছিল।' পরে তিনি তাঁর সঙ্গে একজন বা কয়েকজন লোক কূফা নগরীতে প্রেরণ করলেন। যাতে তারা কূফা নগরীর প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদেই তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগল এবং সকলেই তাঁর প্রশংসা করল। শেষ পর্যন্ত যখন তারা বনু আব্‌সার মসজিদে উপনীত হল। তখন সেখানে আবূ সা'দাহ উসামাহ ইবনে ক্বাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'যখন আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসাই করলেন, তখন (প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি শুনুন,) সা'দ সেনা বাহিনীর সঙ্গে (জিহাদে) যান না, নায্যভাবে (কোন জিনিস) বন্টন করেন না এবং ইনসাফের সাথে বিচার করেন না।'

সা'দ তখন (উক্ত অভিযোগের জবাবে) বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তিনটি বদ্দুআ করব ঃ হে আল্লাহ! যদি তোমার বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, রিয়া (লোকপ্রদর্শন হেতু) ও খ্যাতির জন্য এভাবে দন্ডায়মান হয়ে থাকে, তাহলে তুমি ওর আয়ু দীর্ঘ ক'রে দাও এবং ওর দরিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং ওকে ফিতনার কবলে ফেল।'

পরবর্তীতে (বাস্তবিক তার অবস্থা ঐরূপই হয়েছিল।) সুতরাং যখন তাকে (কুশল) জিজ্ঞাসা করা হত, তখন উত্তরে বলত, 'অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং ফিত্নায় পতিত হয়েছি; সা'দের বদ্দুআ আমাকে লেগে গেছে।'

জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক বিন উমাইর বলেন, 'আমি পরে তাকে দেখেছি যে, সে অত্যন্ত বার্ধক্যের কারণে তার ভ্রূগুলি চোখের উপরে লটকে পড়েছে। আর রাস্তায় রাস্তায় দাসীদেরকে উত্যক্ত করত ও আঙ্গুল বা চোখ দ্বারা তাদেরকে ইশারা করত।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

এটাই স্বাভাবিক যে, সবল মানুষেরা দুর্বল মানুষদের প্রতি যুলম করে। কিন্তু এটাও সত্য যে, দুর্বল মানুষেরা সবলদের প্রতিও যুলম করে। আর তা হয় নেহাতই বড় যুলম। সে যুলমের কুফল হয় বড় তিক্ত, সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী।

আরো বড় যুলম এই যে, সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী ফিতনার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যখন রাব্বানী উলামাগণ উম্মাহকে উক্ত সকল হাদীস দ্বারা সতর্ক করতে চান, তখন এক শ্রেণীর মানুষ তাঁদের প্রতি 'দরবারী' বা 'সরকারী' বা 'রাজার পদলেহী' আলেম বলে অপবাদের তীর হানে। সেই যালেমরা ভাবে রাজার গদি টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা পয়সা খেয়ে ঐসব হাদীস বলছেন। আর তার পরিণাম স্বরূপ তারা হয় ঐ হাদীসসমূহকে অস্বীকার করে, না হয় আল্লাহর নবী ﷺ-কেও 'দরবারী' ইত্যাদি বলে আখ্যায়ন করে! সুতরাং আল্লাহর পানাহ।

রাষ্ট্রনেতা কুৎসিৎ কদাকার অথবা নিচ বংশের হলেও তাঁর আনুগত্য করতে হবে। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "(শাসকদের) কথা শোনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ। (অর্থাৎ, কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)!" *(বুখারী)*

রাষ্ট্রনেতা নিজে খারাপ হলে তাঁকে শরীয়তসম্মতভাবে ভালো করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু তিনি যদি কোন খারাপি জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান, তাহলে জনগণ তা বহন করতে বাধ্য নয়। বরং শরীয়ত-বিরোধী কোন আইন বা আদেশ জনগণ মানতেই পারে না। যেহেতু তিনি জনগণের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। তবে তা বৈধ ও বিধেয় বিষয়ে। কোন অবৈধ বিষয়ে তিনি আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী নন। মহানবী ﷺ বলেন, "স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" *(আহমাদ)*

তিনি আরো বলেন,

(السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ).

অর্থাৎ, মুসলিমের জন্য (তার শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, তাকে সে কথা পছন্দ লাগুক অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে পাপকাজের আদেশ দেওয়া হবে, তখন তার কথা শোনা ও মানা ফরয নয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

কোন অবৈধ ও অন্যায় কাজের আদেশ হলে, সে আদেশ পালন করা বৈধ নয়। একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি অভিযান-বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং তাতে আনসার গোত্রের একজনকে আমীর বানিয়ে দিলেন। বাকী সকলকে তাঁর কথা শোনা ও মান্য করার আদেশ দিলেন। অতঃপর সফরে কোন এক বিষয়ে তারা তাঁকে রাগিয়ে তুলল। তিনি বললেন,

'তোমরা আমার জন্য কাঠ সংগ্রহ কর।' বহু কাঠ একত্রিত করা হলে তিনি তাতে অগ্নি-সংযোগ করতে আদেশ দিলেন। সুতরাং তাতে তারা আগুন ধরিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কি তোমাদেরকে আমার কথা শোনা ও মান্য করার আদেশ দেননি?' তারা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'তোমরা ঐ আগুনে প্রবেশ কর।' তারা একে অপরের দিকে তাকাতাকি করে বলল, 'আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে পালিয়ে এসেছি।' সুতরাং তারা আগুনে প্রবেশ করল না। কিছুক্ষণ পর আমীরের রাগ পানি হয়ে এল। আগুনও নিভিয়ে গেল। অতঃপর তারা ফিরে এলে নবী ﷺ-এর নিকট ঘটনার কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন,

(لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ).

অর্থাৎ, ওরা যদি (আমীরের কথা মেনে) আগুনে প্রবেশ করতো, তাহলে আর কখনোও বের হতো না। আনুগত্য তো কেবল বৈধ বিষয়ে। *(বুখারী ৭১৪৫, মুসলিম ৪৮৭২নং)*

অনুরূপ যে আদেশ পালন করা সাধ্যাতীত, সে আদেশ পালন না করলে দোষ হবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ কোন মানুষকে তার সাধ্যের বেশি ভার অর্পণ করেন না। আর ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা শোনার ও আনুগত্য করার উপর বায়আত করছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, "যাতে তোমাদের সাধ্য রয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কিন্তু রাষ্ট্রনেতার কোনও অন্যায়াচরণের কারণে যদি বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাহলে মুসলিম কী করবে?

বিদ্রোহে শামিল হবে, নাকি 'স্বাধীনতা-বিরোধী' বা 'দেশ-দ্রোহী' উপাধি নেবে? কার পক্ষ অবলম্বন করবে?

বিদ্রোহ বৈধ না অবৈধ---তা যাচাই করতে না পারলে, হকপন্থী-বাতিলপন্থী নির্ণয় না করতে পারলে রাজনৈতিক এমন ফিতনায় মুসলিম কী করতে পারে?

উলামায়ে কিরামের বয়ান শুনুন ঃ-

রাজনৈতিক ফিতনা-ফাসাদের সময় মুসলিমের উচিত করণীয় নিম্নরূপ ঃ-

১। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুবর্তী হন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

অর্থাৎ, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(আনফাল ঃ ৪৬)*

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ বলেন, (একদা) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন, যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষুতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল। আমরা বল্লাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন।' তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি

এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়ত করছি! যদিও বা তোমাদের আমীর একজন ক্রীতদাস হয়। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে, তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতত্রব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দাঁত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য করো এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) এবং (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) হল ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাঊদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)*

কিন্তু কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকেও যদি সঠিক পথ সুস্পষ্ট না হয়, ফিতনাবাজদের ফিতনার চমকে চোখ ঝলসে যায়, সুশোভন আকর্ষণে পথের দিশা হারিয়ে যায়, তাহলে?

২। প্রকৃত আহলে ইল্ম ও উলামার দিকে রুজু করুন। হকপন্থী রাব্বানী উলামার অনুসরণ করুন।

খবরদার! নেট-মুফতীদের খপ্পরে পড়বেন না। ফাসেক উলামার ফতোয়া নেবেন না। আবেগময় বক্তার বক্তৃতায় নিজ বেগের নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না। বরং রাব্বানী উলামার নির্দেশ গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٦) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। *(হুজুরাত ঃ ৬)*

{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً} (٨٣)

অর্থাৎ, যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে, তখন তারা তা রটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি তারা তা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের গোচরে আনত, তাহলে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধানীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারত। আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত। *(নিসা ঃ ৮৩)*

হকপন্থী উলামা তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী যাঁরা ফতোয়া দেন, কেবল তাঁদেরই অনুসরণ করুন এবং অন্ধানুকরণের পথ বর্জন করুন। তাঁদের মাঝেও যদি মতোভেদ থাকে, তাহলে আপনি সেই সুপথপ্রাপ্ত জ্ঞানীদের দলভুক্ত হয়ে যান, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) الزمر

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাগণকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(যুমার ঃ ১৭-১৮)*

৩। ফিতনা থেকে দূরে থাকুন। ফিতনার স্রোত খরতর বইতে শুরু হলে আপনি তাতে গা ভাসিয়ে দেবেন না।

যে ব্যাপারে হক-বাতিল আপনার অজানা, সে ব্যাপারে সমর্থন-অসমর্থন কিছুর জন্যই মুখ খুলবেন না। পরন্তু ফিতনার বাতিল স্পষ্ট হয়ে গেলেও যদি আপনার পতিত হওয়ার অথবা ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার নিকটবর্তী হবেন না। পৃথিবীর মানবেতিহাসের সর্ববৃহৎ ফিতনা সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهْوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দাজ্জালের (বের হওয়ার কথা) শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর কসম! নিজেকে মু'মিন ধারণা ক'রে লোকে তার কাছে এলে তার সন্ধিগ্ধ কর্মকান্ড দেখে তার অনুসারী হয়ে যাবে। *(আহমাদ ১৯৮৭৫, আবূ দাঊদ ৪৩২১, হাকেম ৮৬১৬, ত্বাবারানীর কাবীর ৫৫০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।" *(মুসলিম ২৮৮৬, মিশকাত ৫৩৮৪নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، وُيمْسِي مُؤْمِنًا ، وُيصبحُ كَافِرًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي . قَالوا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : كُونُوا أَحْلاَسَ بُيُوتِكُمْ).

অর্থাৎ, তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের মতো (যা একটার পর একটা আসতে থাকে এমন) ফিত্‌নাসমূহ আছে। মানুষ সে সময়ে সকালে মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। সাহাবাগণ বললেন, 'তাহলে আমাদেরকে কী নির্দেশ দেন?' তিনি বললেন, "তোমরা (সেই সময়) তোমাদের ঘরের (উটের পিঠে বিছানো) বিছানা হয়ে যাও।" *(আহমাদ ৮/৪০৪, আবূ দাঊদ ৬২৬২, সঃ তারগীব ২৭৪২নং)*

« إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ – يَعْنِى عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ – فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ ».

অর্থাৎ, কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের মতো (যা একটার পর একটা আসতে থাকে এমন) ফিত্‌নাসমূহ আছে। মানুষ সে সময়ে সকালে মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে।

যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। সুতরাং সেই সময় তোমরা তোমাদের ধনুকসমূহ ভেঙ্গে ফেলো, ধনুকের তার ছিঁড়ে ফেলো এবং তরবারিগুলিকে পাথরে মেরে (ভেঙ্গে) ফেলো। অতঃপর যদি তোমাদের কারো ঘরে কেউ প্রবেশ করে (মারতে উদ্যত হয়), তাহলে সে যেন আদমের দুই সন্তান (হাবীল-কাবীল)এর মধ্যে ভালোটি (হাবীল)এর মতো হয়। *(আবূ দাঊদ ৪২৫৯, ইবনে মাজাহ ৩৯৬১নং)*

যাঁকে কাবীল হত্যা করতে চাইলে তিনি বলেছিলেন,

{لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ} (٢٩)

অর্থাৎ, আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং দোযখবাসী হও এই তো আমি চাই এবং এ হল যালেম (অনাচারী)দের কর্মফল। *(মায়িদাহ ঃ ২৮-২৯)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো।" *(আহমাদ ২৭২০০নং)*

"ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত করে নাও।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪২৬১নং, ইবনে মাজাহ)* "তুমি তাতে আল্লাহর হত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।" *(আহমাদ ২২৪৯৯নং, হাকেম, ত্বাবরানী, আবূ য়্যা'লা)*

অনেক ফিতনা এমনও হতে পারে যে, তার ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোন মরু, বন বা পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে হবে। নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য মুসলিম ফিতনা থেকে পলায়ন করবে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "মানুষের উপর এমন এক যুগ আসছে, যখন মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ভেড়া-ছাগল; তাই নিয়ে পর্বত-শিখরে ও পানির জায়গাতে চলে যাবে; ফিতনা থেকে নিজ দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।" *(বুখারী ৩৬০০নং)*

সাহাবী হুযাইফাহ বিন য্যামান বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ইষ্ট ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আর আমি ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কায় অনিষ্ট ও অমঙ্গল বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা অজ্ঞতা ও অমঙ্গলে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই মঙ্গল দান করলেন। কিন্তু এই মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ আছে।" আমি বললাম, 'অতঃপর ঐ অমঙ্গলের পর আর মঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আর তা হবে ধোঁয়াটে।" (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মঙ্গল থাকবে না। বরং তার সাথে অমঙ্গল, বিঘ্ন, মতানৈক্য এবং চিত্ত-বিকৃতির ধোঁয়াটে পরিবেশ থাকবে।) আমি বললাম, 'তার মধ্যে ধোঁয়াটা কি?' তিনি বললেন, "এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ছাড়া অন্যের সুন্নাহ (তরীকা) অনুসরণ করবে এবং আমার হিদায়াত (পথনির্দেশ) ছাড়াই (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করবে। যাদের কিছু কাজকে চিনতে পারবে (ও ভালো জানবে) এবং কিছু কাজকে অদ্ভুত (ও মন্দ) জানবে।" আমি বললাম, 'ঐ মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সে যুগে) জাহান্নামের দরজাসমূহে দন্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি

তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।” আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন, “তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।” আমি বললাম, 'আমাকে কী আদেশ করেন---যদি আমি সে সময় পাই?' তিনি বললেন, “মুসলিমদের জামাআত ও ইমাম (নেতা)র পক্ষাবলম্বন করবে।” আমি বললাম, 'কিন্তু যদি ওদের জামাআত ও ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন,

(فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ).

“ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় (বা মূল) কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৮২নং)*

সুতরাং ফিতনা থেকে যথাসম্ভব দূরে ও গোপন থাকতে হবে। হক জানা থাকলেও ফিতনার ভয়ে চুপ থাকতে হবে। আর ফিতনার ভয়ে সাময়িকভাবে হক-কথা গোপন রাখা অবৈধ নয়। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে দু'টি (জ্ঞান) পাত্র সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু ওর দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত। *(বুখারী ১২০নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, 'তুমি যদি কোন সম্প্রদায়কে এমন হাদীস বর্ণনা কর, যা তাদের জ্ঞান স্পর্শ করতে পারে না, তাহলে নিশ্চয় তা তাদের কিছু মানুষের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।' *(মুসলিম ১৪নং)*

৪। ফিতনা হতে দূরে থেকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হন।

তাতে ফিতনা থেকে বাঁচা যাবে এবং ইবাদতের অতিরিক্ত সওয়াব লাভ হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ».

অর্থাৎ, মারকাটের (ফিতনার) সময় ইবাদত আমার দিকে হিজরত করার সমান। *(মুসলিম ৭৫৮৮নং)*

৫। ফিতনার সময় সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করুন।

ধৈর্য ও সবুর বড় মিঠা জিনিস। সবুরে মেওয়া ফলে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(....وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ).

অর্থাৎ, ...যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।” *(বুখারী ৬৪৭০, মুসলিম ২৪৭১নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হলো। নিশ্চয় সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হলো। নিশ্চয় সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হলো। আর সেই ব্যক্তি, যাকে বিপদগ্রস্ত করা হল, অতঃপর সে ধৈর্যধারণ করল। কী চমৎকার! *(আবূ দাউদ ৪২৬৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ).

"যে ব্যক্তি তার নেতাকে কোন অপছন্দনীয় কর্মে লিপ্ত দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে।" *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১১০১ নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي).

"--- অতঃপর, অচিরে তোমরা (তোমাদের নেতাদের) অন্যায়-অবিচার (তোমাদের উপরে অন্যদেরকে প্রাধান্য দিতে) দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া (মৃত্যু) পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করো।" *(ঐ ১১০২ নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَا أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

"যে ব্যক্তি তার নেতাকে কোন অপছন্দনীয় কর্মে লিপ্ত দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে ব্যক্তি (বিদ্রোহী হয়ে) জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যাবে, সে ব্যক্তির মরণ জাহেলিয়াতের মরণ।" *(আহমাদ ২৭০২নং)*

দেশের মুসলিম নেতা যদি কোন কাবীরাহ গোনাহ বা ফাসেকী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, তাহলে তা দেখে বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য এবং বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য এই নির্দেশ মানতে হবে, 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।'

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।" (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (ও লড়াই) করব না?' তিনি বললেন,

« لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ».

"না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। আর যখন তোমাদের ক্ষমতাসীন শাসকের নিকট এমন কিছু দেখবে, যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তার কর্মকে ঘৃণা কর এবং আনুগত্যের হাত টেনে নিয়ো না।" *(মুসলিম ৪৯১০নং)*

আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, একদা আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পরহেযগার (ও নেককার আমীরের) আনুগত্য সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না। কিন্তু যে (আমীর) নোংরা কাজে (দুর্নীতিতে) লিপ্ত হবে, তার ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি?' তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (বৈধ বিষয়ে) তার কথাও মান্য কর ও তার আনুগত্য কর।" *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৬৯নং)*

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি তখন মদীনার

মসজিদে (ঘুমিয়ে) ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা আঘাত করলেন ও বললেন, "আমি কি তোমাকে এখানে ঘুমাতে দেখছি না?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার এমনিই চোখ লেগে গেল।' তিনি বললেন, "তোমাকে যখন এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে, তখন তুমি কী করবে?" আমি বললাম, 'আমি বর্কতময় পবিত্র ভূমি শাম দেশকে পছন্দ করি। (সেখানে চলে যাব।)' তিনি বললেন, "সেখান থেকেও তোমাকে বহিষ্কার করলে তুমি কী করবে?" আমি বললাম, 'কী করব? আমি আমার তরবারি দ্বারা লড়াই করব হে আল্লাহর রসূল!' আল্লাহর রসূল ﷺ দুইবার বললেন, "আমি তোমাকে এর চাইতে উত্তম ও উচিততর কর্তব্য বলে দেব না কি? আদেশ পালন করো, আনুগত্য করো এবং তোমাকে যেখানে যেতে বলে, সেখানেই চলে যেয়ো।" *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৭৪নং)*

উবাদাহ বিন স্বামেত কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমার কষ্ট ও আনন্দের সময়, পছন্দ ও অপছন্দের সময়, (রাজা) তোমার উপর আর কাউকে অগ্রাধিকার দিলে, তোমার ধন-সম্পদ হরণ করে নিলে এবং তোমার পিঠে চাবুক মারলেও তুমি তাঁর কথা মেনে চল এবং আনুগত্য কর।" *(আস-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০২৬ নং)*

রাষ্ট্রনেতা নিজের অধিকার কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিলে এবং জনগণের অধিকার হজম ক'রে নিলেও তার প্রতি বিদ্রোহী হওয়া যাবে না। তাদের অধিকার আদায় করে নিজেদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার পরে (শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়ার কাজ হবে এবং এমন অনেক কাজ হবে যেগুলোকে তোমরা মন্দ জানবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (সেই অবস্থায়) আমাদেরকে কী আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন,

« تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِى لَكُمْ ».

"যে অধিকার আদায় করার দায়িত্ব তোমাদের আছে, তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে অধিকার তা তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।" *(বুখারী ৭০৫২, মুসলিম ৪৮৮১নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "বানী ইস্রাঈলদের (দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখনই কোন নবী মারা যেতেন, তখনই অন্য আর এক নবী তাঁর প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নবী নেই, বরং আমার পর অধিক সংখ্যায় খলীফা হবে।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "যার নিকট প্রথমে বায়আত করবে, তা পালন করবে। তারপর যার নিকট বায়আত করবে, তা পালন করবে। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" *(বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ৪৮৭৯নং)*

তা বলে কি চিরদিন মার খেয়েই যেতে হবে? সরকারের বিরুদ্ধে কি কোনদিনই বিদ্রোহ করা যাবে না? অবাঞ্ছনীয় সরকারের পতন ঘটানোর কি কোন সুযোগই নেই?

সরকারের পতন ঘটাতে চাইলে পাঁচটি শর্ত পূরণ হতে হবে। উলামাগণ বলেন, তার আগে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়।

(ক) রাষ্ট্রনেতা কাফের হয়ে যাবে। সে কুফরী করবে। কেবল ফাসেক হলে এবং কাবীরাহ গোনাহ করলেই বিদ্রোহ করা যাবে না। যেহেতু তাতে কেউ কাফের হয়ে যায় না।

(খ) তার সে কুফরী স্পষ্ট ও প্রকাশ হবে। তাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা প্রচ্ছন্নতা অথবা

সন্দেহ থাকলে চলবে না। সে ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা বৈধ হবে না।

(গ) কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ থেকে তার ঐ কুফরীর দলীলও স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হতে হবে।

উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; (তিনি বলেছেন,) যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখো, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।' *(বুখারী ৭২০০, মুসলিম ৪৮৭৪, ৪৮৭৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এমন এক শ্রেণীর আমীর হবে; যাদের জন্য দেহের চামড়া নরম হবে এবং তাদের প্রতি হৃদয়-মন সন্তুষ্ট হতে পারবে না। অতঃপর এক শ্রেণীর আমীর হবে যাদের প্রতি হৃদয়-মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হবে এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে যাবে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, 'না। তাদের নামায কায়েম করা পর্যন্ত নয়।" *(আস-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৭৭নং)*

(ঘ) বিকল্প মুসলিম নেতা বর্তমান থাকতে হবে, যে ঐ কাফেরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। যে সকল প্রকার দুর্নীতি দূর করতে পারবে এবং শরীয়তের (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর) আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করবে। নচেৎ উক্ত 'কাফের' সরকারের পতন ঘটানোর পর যদি পুনরায় কোন 'কাফের'ই ক্ষমতাসীন হবে বলে মনে হয়, তাহলে বিদ্রোহের ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকির বদলে প্রথম সরকারের শাসনে থাকাই উত্তম।

(ঙ) পতন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি থাকতে হবে।

১। পরিপূর্ণ ঈমানী শক্তি, সন্দেহহীন তাওয়াক্কুল শক্তি।

২। সামরিক শক্তি। পরাজিত করার মতো অস্ত্রশক্তি। প্রয়োজনীয় সৈন্য বা যোদ্ধাশক্তি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ}

অর্থাৎ, তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখ, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু তথা তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। *(আনফাল ঃ ৬০)*

বিদ্রোহীদের ঐক্যশক্তিও এই বাহ্যিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তা না হলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী হবে না। আর হলেও তারপর গৃহদ্বন্দ্বে স্বাধীনতার স্বাদ তিক্ততায় পরিণত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

অর্থাৎ, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(আনফাল ঃ ৪৬)*

অভ্যুত্থানের যথেষ্ট শক্তি না থাকলে বিদ্রোহ করে খুনখারাবি করা বৈধ নয়। বৈধ নয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিরপরাধ মানুষের প্রাণ হত্যা করা। বৈধ নয় বিক্ষোভ মিছিল বের ক'রে জাতীয় ও ব্যক্তিগত সম্পদ ধ্বংস করা।

শক্তি না থাকলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দুর্বলদের উপর নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٦) سورة التغابن

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। *(তাগাবুন ঃ ১৬)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

অর্থাৎ, আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আর শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কেবল বদর যুদ্ধকে আদর্শ বানানো উচিত নয়। কারণ সে যুদ্ধে খোদ আল্লাহর নবী ﷺ উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়তুল্য ঈমানের সাহাবীগণ ছিলেন। আর সেই সাথে সহযোগী ফিরিশ্‌তা ছিলেন পাঁচ হাজার।

তবে এ কথা ঠিক যে, সকল বিজয় সংখ্যাধিক্যের বলে হয় না, তুলনামূলক কম সংখ্যক যোদ্ধার কল-কৌশলেও বিজয় লাভ হয়। তবে প্রতিপক্ষের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ যোদ্ধা অবশ্যই থাকতে হবে। মহান আল্লাহ তালূত রাজার যুদ্ধবর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,

{فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (٢٤٩) البقرة

অর্থাৎ, অতঃপর যখন সে (ত্বালূত) ও তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ তা (নদী) অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, 'আমাদের শক্তি ও সাধ্য নেই যে, আজ জালুত ও তার সৈন্য-সামন্তের সাথে যুদ্ধ করি।' কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।' *(বাক্বারাহ ঃ ২৪৯)*

সুতরাং প্রয়োজনীয় সংখ্যা ও সেই সাথে যথেষ্ট তাওয়াক্কুল ও সবর থাকলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

এ ছাড়া কোটির মধ্যে গুটিকতক লোকের বিদ্রোহী হয়ে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে বিপদ ডেকে আনা মু'মিনের উচিত নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ).

অর্থাৎ, "নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোন মুমিনের উচিত নয়।"

সাহাবাগণ বললেন, 'সে নিজেকে লাঞ্ছিত কীভাবে করে হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন,

(يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ)

“সেই বিপদকে সে বহন করতে চায়, যা বহন করার ক্ষমতা সে রাখে না।” *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৭৯৭ নং)*

৩। একজন ইমাম বা বিকল্প নেতার ঢাল হওয়া জরুরী।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ)

অর্থাৎ, ইমাম (রাষ্টনায়ক) তো ঢাল স্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাঁচানো যায়। *(বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৪১ নং)*

একজন অধিপতির পরিচালনায় যুদ্ধ করাই যুদ্ধের চিরন্তন নীতি। এ মর্মে কুরআন মাজীদে এক জাতির যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যে জাতি তার নবীকে অনুরূপ নেতা নির্বাচন করতে বলেছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٢٤٧)

অর্থাৎ, তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী-ইস্রাঈল প্রধানদের দেখনি? যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।’ সে বলল, ‘বোধ হয় যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা তা করবে না?’ তারা বলল, ‘আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিস্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না কেন?’ অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর আল্লাহ অপরাধিগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, ‘আল্লাহ ত্বালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।’ তারা বলল, ‘সে কিরূপে আমাদের উপর রাজা হতে পারে, অথচ রাজা হওয়ার (জন্য) আমরা তার চেয়ে অধিক হকদার; তাছাড়া তাকে আর্থিক সচ্ছলতাও দেওয়া হয়নি।’ নবী বলল, ‘আল্লাহই তাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে (সকল প্রকার) জ্ঞানে এবং দেহে (দৈহিক পটুতায়) সমৃদ্ধ করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহশীল, প্রজ্ঞাময়।’ *(বাক্বারাহ ঃ ২৪৬-২৪৭)*

পূর্বেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হবে তার সাথে নিরালায়। আপনার নিরালায় যাওয়ার ক্ষমতা না থাকলে আপনি তার কাছে যাবেন, যার সে ক্ষমতা আছে। সাধারণ মানুষ দেশের মান্যগণ্য জ্ঞানী মানুষকে অভিযোগ জানাবে। আর তাঁরা সে অভিযোগ আমানতদারীর সাথে রাষ্ট্রনেতার কাছে পৌঁছে দেবেন। লেখালেখির মাধ্যমেও সে অভিযোগ পৌঁছানো যায়।

এ ব্যাপারে শরীয়তের নীতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

১। কোন মন্দ দূর করতে গিয়ে যেন অধিকতর মন্দ সৃষ্টি না হয়ে যায়। নচেৎ সে মন্দ দূর

করা বাঞ্ছনীয় নয়।

২। কল্যাণ আনয়নের পূর্বে অকল্যাণ যাতে না আসে, তার চেষ্টা রাখতে হবে। কারণ কল্যাণ আসার চাইতে অকল্যাণ না আসাটাই বেশি বাঞ্ছনীয়।

আর বিদিত যে, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধ ঘোষণাতে একাধিক অকল্যাণ নিহিত থাকে ঃ-

(ক) রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে। নিজের গদি বাঁচানোর জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেবে। আর তার ফলে আম জনগণেরও বিশাল ক্ষয়-ক্ষতি হবে, কত রক্তপাত ঘটবে। যা শির্কের পর বড় অপরাধ। শত-সহস্র ঘর-বাড়ি ধ্বংস হবে। আরো কত্তো কী! মহান আল্লাহ (বিলকীস রানীর উক্তি উল্লেখ ক'রে) বলেছেন,

{قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} (٣٤)

অর্থাৎ, রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন ওকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে; এরাও এরূপই করবে। *(নাম্ল ঃ ৩৪)*

আর বিদ্রোহ-দমনকারী বিশেষ বাহিনী যখন শাস্তি বা অত্যাচার চালাবে, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তার সরল শিকারে পরিণত হবে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢٥)

অর্থাৎ, তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ ক'রে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। *(আন্‌ফাল ঃ ২৫)*

(খ) দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আর সেটা হবে সবচেয়ে বড় বিপদ। যেহেতু অনিরাপত্তাবোধ মানুষের সকল সুখ ছিনিয়ে নেবে।

(গ) দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হবে। সর্বদিক থেকে জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়ে যাবে।

(ঘ) অন্য কাফের দেশকে নিজেদের দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। যে সুযোগে নিজেদের দেশ অন্য দেশের আগ্রাসন ও পরাধীনতার শিকার হয়ে যাবে।

(ঙ) এই ফাঁকে বিদ্রোহের নামে দেশের দুষ্কৃতীদের চুরি-ডাকাতি, লুঠতরাজ, প্রতিশোধমূলক খুন ও অপহরণ ইত্যাদি ব্যাপকতা লাভ করবে। যার সামাল দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়ে খেলাতে মাতবে দুষ্কৃতীরা এবং সরকারী বাহিনীর অসাধুরাও।

বলাই বাহুল্য যে, রাষ্ট্রনেতার পাপাচরণ বন্ধ করতে গিয়ে যদি রাষ্ট্রের সমূহ মানুষদের ক্ষতি হয়, তাহলে লাভ-ক্ষতির অংকে ক্ষতিই বেশি হবে। আর সে ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হল, যে কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি, সে কাজ করা যাবে না।

এ হল একটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনেতার অধিকার ও তার সাথে আচরণের কথা। বাকী প্রত্যেক দেশের অন্তর্দেশীয় পৃথক পৃথক পরিবেশ ও পরিস্থিতি আছে, সেই হিসাবে সেখানকার স্থানীয় উলামাগণ তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার অধিকার রাখেন।

মতভেদ তো হতেই পারে। রাষ্ট্রনেতা কাফের কি না? কুফরী স্পষ্ট কি না? তার দলীল স্পষ্ট কি না? বিধায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কি না? তার পতন ঘটানোর জন্য দল সৃষ্টি করা যাবে কি না? পশ্চিমী গণতন্ত্র প্রয়োগ করা যাবে কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুসলিম নেতৃবর্গকে আল্লাহ সুমতি দিন। আমীন।

প্রজাবৃন্দের অধিকার

আম জনগণের উপর রাষ্ট্রনেতার অধিকার আছে, তেমনি রাষ্ট্রনেতার উপরেও আম জনগণের অধিকার আছে। ক্ষমতায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আম জনগণের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলে যাওয়া বৈধ নয়।

আম জনতার সাথে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধন থাকা প্রয়োজন প্রত্যেক নেতার। দুর্দিনে মানুষের পাশে মানুষই এসে দাঁড়ায়। তাহলে নেতা নয় কেন? নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু নিরাপত্তার নামে সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করা যাবে না। যে নেতা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, সে নেতা কোনদিন আম জনসাধারণের অভাব-অভিযোগকে নানা অন্তরাল সৃষ্টি করে দৃষ্টিচ্যুত ও অবজ্ঞা করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমিদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।" (তা পূরণ করবেন না।) *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

জনগণের একটি প্রাপ্য অধিকার, তাদের প্রতি প্রতারণা না করা।

জনগণের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষিতা ও দরদ রাখা কর্তব্য প্রত্যেক নেতার। প্রলোভন ও প্রতারণার সাথে তাদের মাঝে নেতৃত্বদান করা বৈধ নয়। যদি কেউ করে, তাহলে তার সবচেয়ে বড় শাস্তি হল, সে জাহান্নামী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি ক'রে মরে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম ক'রে দেবেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "অতঃপর সে (শাসক) তার হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।"

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে কোন আমীর মুসলমানদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হল না, সে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" *(বুখারী ৭১৫০, মুসলিম ১৪২নং)*

'যে রাজ্যে রাজা ও প্রজার মাঝে সখ্যতা আছে, সেটাই স্বর্গরাজ্য।' যে রাষ্ট্রে নেতা ও জনগণের মাঝে বন্ধুত্ব আছে, সে রাষ্ট্র সুখের রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন সরকারের আসন বড় দীর্ঘস্থায়ী হয়।

জনগণের প্রতি অবিচার না করা, তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হওয়া, জনগণের একটি প্রাপ্য অধিকার।

কিন্তু শাসনকার্যে ন্যায়পরাণতার আচরণ অতি সহজ নয়। তাই ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনেতার বড় মর্যাদা রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَـادِلٌ ، وَشَـابٌّ نَـشَأ فِي عِبَـادَةِ الله – عـز وجل – ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيـهِ وتَفَرَّقَـا عَلَيـهِ ، وَرَجُـلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأخْفَاهَا حَتَّـى

لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

"আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ২৪২৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا)).

"নিশ্চয় ন্যায় বিচারকরা আল্লাহর নিকট জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। যারা তাদের বিচারে এবং তাদের গৃহবাসীদের মধ্যে ও যে সমস্ত কাজে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, তাতে তারা ইনসাফ করে।" *(মুসলিম ৪৮২৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((أهلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ : ذُو سُلطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لكُلِّ ذي قُرْبَى ومُسْلِمٍ ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ)). رواه مسلم

"জান্নাতী তিন প্রকার। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যাকে ভাল কাজ করার তওফীক দেওয়া হয়েছে। (২) ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও নম্র-হৃদয় এবং (৩) সেই ব্যক্তি যে বহু সন্তানের (গরীব) পিতা হওয়া সত্ত্বেও হারাম ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। *(মুসলিম ৭৩৮৬নং)*

যে রাজ্যে ন্যায়পরায়ণ রাজা আছে, সে রাজ্য শান্তির রাজ্য। একদা শাহ সেকেন্দার আরাস্তুকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাদশার জন্য কোন্ গুণটি অধিক ভালো, বীরত্ব অথবা ন্যায়পরায়ণতা? তিনি বললেন, 'বাদশা ন্যায়পরায়ণ হলে তাঁর বীরত্বের প্রয়োজন নেই।'

'যে রাজ্যের প্রাচীর ন্যায়পরায়ণতা, সে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন লৌহ-প্রাচীরের দরকার হয় না।'

ন্যায়পরায়ণতা মনে শান্তি ও দেহে নিরাপত্তা আনয়ন করে। আমীরুল মু'মিনীন খলীফা উমার ﷺ-এর নিকট কাইসার এক দূত পাঠাল। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অবস্থা, কর্ম ও রাজ্য-পরিস্থিতি পরিদর্শন করা। দূত মদীনায় প্রবেশ করে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল, 'তোমাদের রাজা কোথায়?' লোকেরা বলল, 'আমাদের কোন রাজা নেই। অবশ্য আমাদের আমীর (নেতা) আছেন। আর তিনি এখন মদীনার উপকণ্ঠে বের হয়ে গেছেন।' দূত তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। কিছু পরে তাঁকে দেখতে পেল, তিনি বালির উপর দুর্রাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন! তাঁর অবস্থা দর্শন করে দূতের হৃদয় নম্র হল ও মনে মনে বলল, 'এমন এক মানুষ, যাঁর আতঙ্কে সমস্ত রাজাদের কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয় না, তাঁর অবস্থা এই?

আসলে হে উমার! আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই এইভাবে ঘুমাতে পেরেছেন। আর আমাদের রাজা অন্যায় করে, যার ফলে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থেকে অনিদ্রায় কাল কাটায়।'

নেতা বিচারক হয়ে বিচার করলে বিচারে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা আবশ্যক। আর বলাই বাহুল্য যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের আইনের রয়েছে সবচেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণতা। অবশ্য সাধ্যমতো ন্যায় বিচার করতে গিয়ে যদি ভুল হয়, তাহলে তা ধর্তব্য নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».

"যখন কোন বিচারক (বিচার করার সময়) চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে বিচার করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তার দু'টি নেকী হবে। আর যখন চেষ্টা সত্ত্বেও বিচারে ভুল ক'রে ফেলবে, তখনও তার একটি নেকী হবে।" *(বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ৪৫৮৪নং)*

জনগণের প্রতি অত্যাচার না করা একটি অতি বাঞ্ছনীয় অধিকার।

কোনও স্বার্থ রক্ষার খাতিরে জনগণের অধিকার নষ্ট করা বৈধ নয় শাসনকর্তৃপক্ষের জন্য। বৈধ নয় নিজের কোন আত্মীয়কে সেই শ্রেণীর কোন অত্যাচারের অনুমতি বা মৌন-সম্মতি দেওয়া। মস্তানি, গুন্ডামি, নারী-নির্যাতন ইত্যাদিতে আশকারা দেওয়া অথবা আবরণ টানা। ঘুস, জবরদখল ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ অসহায় মানুষকে আইনের মোড়ক দিয়ে হৃতসর্বস্ব করা বড় অন্যায়।

নিরপরাধ মানুষকে বিনা প্রমাণে শাস্তি দেওয়া, পুলিশের হিফাযতে তদন্তের নামে কারাগারে অত্যাচার করা, তল্লাশির নামে নিরীহ মানুষের ঘর-বাড়ি ও পরিবারে নানা অত্যাচার চালানো---এসব বড় অন্যায়।

শাসক বা তার শাসনামলে এমন অত্যাচার হলে, সে কোনদিন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। কারণ মহান আল্লাহ অত্যাচারীকে সাহায্য করেন না, বরং অত্যাচারিতকে সাহায্য করে থাকেন। মহান আল্লাহ অত্যাচারিতকে বলেন,

(وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لأَنصُرَنَّكَ وَلَو بَعدَ حِين).

'আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম! আমি তোমাকে সাহায্য করবই, যদিও কিছু পরে।' *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২২৩০নং)*

অত্যাচারিতের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল নেই। সুতরাং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বদ্দুআর কান্নারোল ও নয়নাশ্রু অচিরে তার জন্য তুফান ও বন্যা হয়ে ধ্বংস আনয়ন করে।

মহান আল্লাহ যালেম মুসলিম রাজ্যকে ধ্বংস করেন এবং ন্যায়পরায়ণ কাফের রাজ্যকে রক্ষা করেন। ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, 'কথিত আছে যে, রাজ্যে ন্যায়পরায়ণতা থাকলে আল্লাহ সেই রাজ্যকে টিকিয়ে রাখেন; যদিও তা কাফের রাজ্য হয়। পক্ষান্তরে রাজ্যে যুলম থাকলে আল্লাহ সে রাজ্যকে ধ্বংস করেন; যদিও তা মুসলিম রাজ্য হয়।' *(মাঃ ফাতাওয়া ২৮/৬৩)*

কষ্টের বিনিময়ে কষ্ট। আজ না হলে, আগামী কাল। হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম ؓ হতে বর্ণিত, সিরিয়ায় এমন কিছু চাষী লোকের নিকট দিয়ে তাঁর যাত্রা হচ্ছিল, যাদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার উপর তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কী?' বলা হল, 'ওদেরকে জমির কর (আদায় না দেওয়ার) জন্য সাজা দেওয়া হচ্ছে।' অন্য বর্ণনায় আছে যে, 'রাজস্ব (আদায় না করার) কারণে ওদেরকে বন্দী করা হয়েছে।' হিশাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

"আল্লাহ তাআলা সেসব লোকেদেরকে কষ্ট দেবেন, যারা লোকেদেরকে কষ্ট দেয়।" অতঃপর হিশাম আমীরের নিকট গিয়ে এ হাদীসটি শুনালেন। তিনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত ক'রে দিলেন। *(মুসলিম)*

যে নেতা তার নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গকে কষ্ট দেয়, তার জন্য রয়েছে মহানবী ﷺ-এর বদ্দুআ। আর যে তাদের সাথে সহজতা অবলম্বন করে, তার জন্য রয়েছে নেক দুআ। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি,

« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ».

"হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।" *(মুসলিম ৪৮২৬নং)*

বলা বাহুল্য, জনগণের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করা নেতৃবর্গের অন্যতম কর্তব্য। নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গ নিজ পরিবারভুক্ত মানুষের মতো। তাদের প্রতি ব্যবহার ও আচরণে কঠোরতা প্রদর্শন করা কোন নেতার জন্য উচিত নয়। অন্য অর্থে নেতা হল পালবন্দি গরু-ছাগলের রাখালের মতো। গরু-ছাগলের প্রতি বেশি কঠোরতা অবলম্বন করলে হয়তো না খেয়ে অথবা পিটুনি খেয়ে মারাই যাবে।

হাসান বাসরী বর্ণনা করেন যে, সাহাবী আয়েয ইবনে আমর ؓ একদা (ইরাকের গভর্নর) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর (উপদেশ স্বরূপ) বললেন, 'বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে।" সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো।' *(মুসলিম ৪৮৩৮নং)*

কোন শাসকের জন্য স্বৈরাচারী ও অহংকারী হওয়া জনগণের জন্য বড় মারাত্মক বিপদ। মিসরী আলেম সিবাঈ বলেন, 'স্বৈরাচারী শাসক অহমকে স্ত্রীরূপে বরণ করে, ফলে তাদের তিনটি সন্তান জন্ম নেয়; মূর্খতা, বিদ্বেষ ও অপরাধ।'

পরিশেষে বলি যে, প্রত্যেক নেতাই নিজ নেতৃত্বাধীন মানুষের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে, সে বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। তাকে প্রশ্ন করা হবে, উত্তর তৈরি রাখা উচিত। তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, সতর্ক হওয়া উচিত।

একদা উমার বিন আব্দুল আযীযের সহধর্মিণী স্বামীর কাছে এসে লক্ষ্য করলেন, তিনি মুসাল্লায় আছেন। গালে হাত দিয়ে কাঁদছেন। তাঁর গন্ড বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে চলেছে। স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু (অঘটন) ঘটেছে কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হে ফাতেমা! আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের শাসনভার ঘাড়ে নিয়েছি। আর এ রাজ্যের বহু স্থলে ক্ষুধার্ত নিঃস্ব আছে, অসহায় রোগী আছে, অক্ষম মানুষ আছে, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত দুর্বল আছে, স্বদেশ-ছাড়া বন্দী আছে, স্থবির বৃদ্ধ আছে, বহু সন্তানবান গরীব আছে। আমি জানি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আর তাদের সপক্ষে আমার প্রতিবাদী হবেন মুহাম্মাদ ﷺ। আমার ভয় হল, বিচারে আমি আমার প্রতিবাদীর বিপক্ষে হুজ্জত-প্রমাণে বলিষ্ঠ করতে পারব না। তাই নিজের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে আমি কেঁদে ফেললাম!' *(আল-কামেল ফিত্তারীখ ২/৩৭২)*

বলাই বাহুল্য যে, যদি কোন রাষ্ট্রনেতা সত্যিসত্যিই জনগণের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করতে চায়, তাহলে নিশ্চয় তাকে দেশে ইসলামী সংবিধান বহাল করতে হবে। তা না করলে সে হবে ফাসেক, যালেম অথবা কাফের।

পক্ষান্তরে সকল সিল্‌ম ও সালামের উৎস হল ইসলাম। আর ইসলামে সুরক্ষিত আছে রাজাপ্রজা-সহ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার। এমনকি তাতে সুরক্ষিত আছে পশু-পক্ষীরও অধিকার।

স্বামীর অধিকার

দাম্পত্য জীবনের গাড়ি চলে দুটি চাকার উপর নির্ভর ক'রে, স্বামী ও স্ত্রী। উভয়ের মাঝে থাকে শরয়ী বন্ধন, প্রেমের বন্ধন, সামাজিক বন্ধন ও আত্মীয়তার বন্ধন। উভয়ের রয়েছে আদায়যোগ্য অধিকার।

স্ত্রীর উপর স্বামীর ন্যায়সঙ্গত বহু অধিকার রয়েছে, যা স্ত্রীকে আদায় করতেই হয়।

১। প্রথম অধিকার হল বৈধ কর্মে ও আদেশে স্বামীর আনুগত্য । স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে তার আনুগত্য স্ত্রীর জন্য জরুরী।

স্ত্রী সাধারণতঃ স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট হয়। মাতৃলয়ে মা-বাপের (বৈধ বিষয়ে) আদেশ যেমন মেনে চলতে ছেলে-মেয়ে বাধ্য, তেমনি দাম্পত্য জীবনে স্বামীর আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলাও স্ত্রীর প্রকৃতিগত আচরণ। তাছাড়া ইসলামেও রয়েছে স্বামীর জন্য অতিরিক্ত মর্যাদা। অতএব প্রেম, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলতা বজায় রাখতে বড়কে নেতা মানতেই হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কাজে বড়কে নেতা মেনে চলা পার্থিব সরল নীতি। অতএব স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা নারী-পরাধীনতা হবে কেন?

ইসলাম সেই সরল নীতি মানুষকে মেনে চলতে বাধ্য করেছে। স্ত্রীর উপর স্বামীকে কর্তৃত্ব দান করেছে। মহান সৃষ্টিকর্তা বলেছেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। *(নিসাঃ ৩৪)*

তবে অন্যায় ও অবৈধ বিষয়ে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য বৈধ নয়। কারণ যাদেরকে আল্লাহ কর্তৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে অবৈধ ও অন্যায় কর্তৃত্ব দেননি। কেউই তার কর্তৃত্ব ও পদকে অবৈধভাবে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া কর্তা হওয়ার অর্থ কেবলমাত্র শাসন চালানোই নয়; বরং দায়িত্বশীলতার বোঝা সুষ্ঠুভাবে বহন করাও কর্তার মহান কর্তব্য।

সুতরাং স্ত্রীর উচিত, বৈধ বিষয়ে স্বামীর আদেশ পালন করা। স্বামীর মন ও কথামতো সংসারের সকল আচরণ করা এবং কোন বিষয়ে তার মনের বিরুদ্ধাচরণ না করা। এতেই রয়েছে সংসারের পরম সুখ, বেহেশ্‌তী আনন্দ।

পক্ষান্তরে যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও পতিব্রতা, সে নারীর বড় মর্যাদা রয়েছে ইসলামে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ).

"রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের

হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।" *(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, আহমাদ প্রভৃতি, মিশকাত ৩২৫৪নং)*

সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী কে? এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তরে বললেন,

(خَيْرُ النِّساءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ ولا تُخالِفُهُ فِي نَفْسِها ولا مالِها بِما يَكْرَهُ).

"সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৮৩৮-নং)*

স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা বিরাট। এই মর্যাদার কথা ইসলাম নিজে ঘোষণা করেছে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"*(ইবনে আবী শাইবাহ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, হাকেম, প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ২৮৫পৃঃ)*

অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে পরকালে তার স্থান হবে জাহান্নামে। আর বাধ্য হয়ে তাকে খোশ রাখতে পারলে তার স্থান হবে জান্নাতে।

স্বামী শুধু স্ত্রীর কর্তাই নয়, বরং সে তার সিজদাযোগ্য শ্রদ্ধেয় ও মাননীয়। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা যেহেতু হারাম, তাই ইসলামে তাকে সিজদা করতে আদেশ দেওয়া হয়নি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا).

"যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩২৫৫নং)*

স্ত্রীর উপর স্বামীর এত বড় মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে যে, যতই সে তা প্রাণপণ দিয়ে আদায় করার চেষ্টা করুক, পরিপূর্ণরূপে তা আদায় করতে সক্ষম নয়। 'অত পারি না' বলে যে স্ত্রীরা মুখ ঘুরায়, নাক বেঁকায় অথবা কোন ওজুহাতে বা ছলবাহানা করে স্বামীর খিদমতে ফাঁকি দেয়, তাদের বুঝে দেখা দরকার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مِن حَقِّ الزَّوجِ عَلَى زَوجَتِهِ إن سَالَ دَماً وَقَيحاً وَصَديداً فَلَحَسَتهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ).

"স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেঁটেও থাকে, তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না।" *(হাকেম, ইবনে হিব্বান, ইবনে আবী শাইবাহ, সঃ জামে' ৩১৪৮ নং)*

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন,

(...فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا ، لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ).

"মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো।" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৫২৫৯নং)*

প্রেম-ভালোবাসার মাঝেই এত বড় প্রাপ্য অধিকার স্বামীর। আধুনিক যুগের মহিলারা তা স্বীকার না করলেও সে অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত নিজ সৃষ্টিকর্তার অধিকার আদায় করতে পারবে না কোন নারী। সে অধিকার লংঘিত হলে এবং স্বামী ক্ষমা না করলে মহান আল্লাহ স্ত্রীকে ক্ষমা করবেন না।

স্ত্রী ধনী বলে ধনের গর্বে স্বামীকে পাত্তা দেয় না। সময়ে খিদমত করে না, প্রয়োজনে মিলন দেয় না।

স্ত্রী অধিক শিক্ষিতা বলে অথবা চাকরি করে বলে স্বামীকে চাকর বানিয়ে রাখে।

স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বলে স্ত্রী তাকে 'স্বামী' না ভেবে 'আসামী' ভাবে। নিজের ছেলেমেয়ে বড় হয়ে পায়ের তলায় মাটি হয়েছে বলে স্বামীর কোন মর্যাদা রক্ষা করে না। তার কোন অধিকার আছে বলেও মনে করে না।

স্বামী অসুস্থ অথবা যৌবনহারা হলে স্ত্রী আর তাকে গুরুত্ব দেয় না। অনেক স্ত্রী তাকে ঘৃণা করে, বর্জন করে এবং অন্য পুরুষের দিকে আকৃষ্টা হয়।

অনেক স্ত্রী নিজ ভাই, ছেলে বা জামাইয়ের সহযোগিতায় নিরীহ স্বামীকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করে!

একই ঘরে বসবাস করে পৃথক খাওয়া-শোওয়ার কথাও শোনা যায় অনেক স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে।

অথচ মহানবী ﷺ বলেছেন,

(وَالَّذِي نَفْسُ محمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ).

"তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায়, তবে সে বাধা দিতে পারবে না।" *(ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

বান্দার হক আদায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করা সম্ভব নয়। বান্দার হক বিনষ্ট করলে আল্লাহ তাঁর আদায়কৃত হক গ্রহণ করেন না। কোন ক্রীতদাস নিজ প্রভুর অবাধ্য হলে মহান প্রভুরও অবাধ্যতা হয়। কোন স্ত্রী নিজ স্বামীকে খোশ করতে না পারলে তার প্রতি মহান স্বামীও নাখোশ থাকেন। কোন সতী পতিকে সন্তুষ্ট না করতে পারলে বিশ্বাধিপতিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। তার প্রাত্যহিকী ইবাদত রদ করে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اثْنَانِ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ).

"দুই ব্যক্তির নামায তাদের মাথা অতিক্রম করে না (কবুল হয় না) ; সেই ক্রীতদাস যে তার প্রভুর নিকট থেকে পলায়ন করেছে, সে তার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (নামায কবুল হয় না।)" *(ত্বাবারানী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৮৮-নং)*

(ثَلاَثَةٌ لاَ يُقبَلُ منهُم صَلاَةٌ وَلاَ تَصعُدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلاَ تَجَاوزُ رُءُوسُهُم : رَجُلٌ أَمَّ قَوماً وَهُم لَه كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤمَر ، وَامرَأَةٌ دَعَاهَا زَوجُهَا من اللَّيلِ فَأَبَتْ عَلَيه).

"তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উঠে না; মাথার উপরে যায় না; এমন ইমাম যার ইমামতি (অধিকাংশ) লোকে অপছন্দ করে, বিনা আদেশে যে কারো জানাযা পড়ায়, এবং রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়। *(ইবনে খুযাইমা ১৫১৮, সিঃ সহীহাহ ৬৫০নং)*

স্বামীর বিছানার অধিকার একটি বড় অধিকার। শয্যাসঙ্গিনী না হয়ে স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখলে, বিশ্বস্বামীও অসন্তুষ্ট থাকেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا من رجل يَدْعُو امْرَأته إِلَى فراشها فتأبى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا ، حَتَّى يرْضَى عَنْهَا زَوجهَا).

"সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহবান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।" *(মুসলিম ১৪৩৬নং)*

বিবাহের একটি মহান উদ্দেশ্য যৌনক্ষুধা নিবারণ করা। অনেক সময় স্বামীর চাহিদা বেশী থাকে, কিন্তু স্ত্রীর থাকে না। হয়তো স্বামীর দাম্পত্যের কোন গোপন শরীক দ্বারা তার নিজের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। অথবা কোন ওজুহাত দেখিয়ে স্বামীর অভিসারের ইঙ্গিত সে এড়িয়ে চলে। এতে স্বামীর অধিকার লংঘন হয়। কোন শারীরিক অসুবিধা না থাকলে স্ত্রীর তাতে অসম্মত হওয়া বৈধ নয়। কারণ সে যদি অকারণে সে অধিকার আদায় না ক'রে স্বামীকে রাগান্বিত রাখে, তাহলে ফিরিশ্তাবর্গও তাকে অভিশাপ করেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إلى فِراشِهِ فأَبَتْ فَباتَ غَضْبانَ علَيْها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

"স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে (সঙ্গম করতে) আহ্বান করে, তখন যদি স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে, অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি কাটায়, তবে সকাল পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন।" *(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আহমাদ, প্রভৃতি)*

(إذا باتَتِ المَرْأةُ هاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

"যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিশ্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ).

"যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামীর বিছানায় ফিরে এসেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন।"

স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্য আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য। সুতরাং স্বামীকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ তালাক ও দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হল স্বামীর আহবানে স্ত্রীর যথাসময়ে সাড়া না দেওয়া। উক্ত অধিকার পালনেই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন মজবুত ও মধুর থাকে, নচেৎ দাম্পত্যের মধু কদুতে পরিণত হয়।

২। স্বামীর অভিপ্রায় ও চাহিদার খেয়াল রাখা স্ত্রীর জন্য জরুরী। স্বামী বাইরে থেকে এসে যেন অপ্রীতিকর কিছু দেখতে, শুনতে, শুঁকতে বা অনুভব করতে না পারে। পুরুষ বাইরে কর্মব্যস্ততায় জ্বলে-পুড়ে বাড়িতে এসে যদি স্ত্রীর স্মিতমুখ ও দেহ-সংসারের পারিপাট্য না পেল, তাহলে তার আর সুখ কোথায়? সংসারে তার মত দুর্ভাগা ব্যক্তি আর কেউ নেই, যাকে বাইরে মেহনতে জ্বলে এসে বাড়িতে স্ত্রীর তাপেও জ্বলতে হয়।

৩। স্বামীর দ্বীন ও ইজ্জতের খেয়াল করা ওয়াজেব। বেপর্দা, টৌ-টৌ কোম্পানী হয়ে, পাড়াকুঁদুলী হয়ে, দরজা, জানালা বা ছাদ হতে উঁকি ঝুঁকি মেরে, স্বামীর অবর্তমানে কোন বেগানার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে অথবা কোথাও গেয়ে-এসে নিজের তথা স্বামীর বদনাম করা এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা মোটেই বৈধ নয়। স্বামী-গৃহে হিফাযতের সাথে থেকে তার

মন মতো চলা এক আমানত। এই আমানতের খিয়ানত স্বামীর অবর্তমানে করলে নিশ্চয়ই সে সাধ্বী নারী নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} (٣٤) سورة النساء

"সাধ্বী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে।" *(নিসা ঃ ৩৪)*

স্বামীর নিকট স্বামীর ভয়ে বা তাকে প্রদর্শন করে পর্দাবিবি বা হিফাযতকারিণী সেজে তার অবর্তমানে গোপনে আল্লাহকে ভয় না ক'রে হাট-বাজার, কুটুমবাড়ি, বিয়েবাড়ি, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতি গিয়ে অথবা শ্বশুরবাড়িতে পর্দানশীন সেজে এবং বাপের বাড়িতে বেপর্দা হয়ে নিজের মন ও খেয়াল-খুশীর তাবেদারী ক'রে থাকলে সে নারী নিশ্চয় বড় ধোঁকাবাজ। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(ثلاَثَةٌ لا تَسألُ عَنْهُمْ رَجُلٌ فارَقَ الجَماعَةَ وعَصَى إمامَهُ وماتَ عاصِياً وأمَةٌ أوْ عَبْدٌ أبقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَماتَ وامْرَأةٌ غابَ عنها زَوْجهَا وقدْ كَفاها مَؤنَةَ الدُّنْيا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلا تَسْألْ عَنْهُمْ).

"তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করো না; যে জামাআত ত্যাগ করে ইমামের অবাধ্য হয়ে মারা যায়, যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভু থেকে পলায়ন করে মারা যায়, এবং সেই নারী যার স্বামী অনুপস্থিত থাকলে---তার সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বন্দোবস্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও---তার অনুপস্থিতিতে বেপর্দায় বাইরে যায়।" *(বুখারীর আদাব ৫৯০, আহমাদ, ইবনে হিব্বান, সিঃ সহীহাহ ৫৪২নং)*

৪। স্বামীর বৈয়াক্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। সুতরাং তার ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, পড়াশুনা প্রভৃতিতে ডিস্টার্ব করা বা বাধা দেওয়া হিতাকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রীর অভ্যাস হতে পারে না।

৫। স্বামীর ঘর সংসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর যাবতীয় খিদমত করা, ছেলে-মেয়েদেরকে পরিষ্কার ও সভ্য করে রাখাও তার দায়িত্ব। সর্বকাজ নিজের হাতে করাই উত্তম। তবুও কাজের চাপ বেশি হলে এমন দাসী ব্যবহার করতে পারে, যা তার জন্য অথবা সংসারের আর কারো জন্য সর্বনাশী না হতে পারে।

৬। স্বামী তার স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে থাকে। যথাসাধ্য উত্তম আহার-বসনের ব্যবস্থা করে থাকে। তবুও ক্রটি স্বাভাবিক। কিন্তু সামান্য ক্রটি দেখে সমস্ত উপকার, উপহার ও প্রীতি-ভালোবাসাকে ভুলে যাওয়া নারীর সহজাত প্রকৃতি। কিছু শিক্ষা বা শাসনের কথা বললে মনে করে, স্বামী তাকে কোনদিন ভালোবাসে না। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়ে থাকে। এটি এমন একটি কর্ম যার জন্যও মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামবাসিনী হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসিনী হল মহিলা।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কীসের জন্য হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "তাদের কুফরীর জন্য।" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর সাথে কুফরী?' তিনি বললেন,

(يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ).

"(না,) তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ক্রটি লক্ষ্য করে, তাহলে

ব'লে বসে, 'তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!" *(বুখারী, মুসলিম)*

বড় দুঃখের বিষয় যে, স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে যা পায়, তা কেবল নিজের প্রাপ্য ভেবেই গ্রহণ করে। এই জন্যই আধুনিক যুগের নীতি হল, 'ভালোবাসায় নো থ্যাংক, নো সোরি।' কিন্তু ইসলাম বলে, ভালোবাসার ফুল যদি কৃতজ্ঞতার শিশিরে ভিজা থাকে, তাহলে বেশি সুন্দর দেখায়। নচেৎ অবেলায় শুকিয়ে যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا ، وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ).

"আল্লাহ সেই রমণীর দিকে তাকিয়েও দেখেন না (দেখবেন না) যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ সে স্বামীর অমুখাপেক্ষিনী নয়।" *(নাসাঈ, সিঃ সহীহাহ ২৮৯নং)*

আসলেই 'মেয়ে লোকের এমনি স্বভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব।' সে দেখে না যে, তার স্বামী তার জন্য কত কী করছে। সে শুধু তাই দেখে, যা তার জন্য করা হয় না। সে দেখে না যে, সে স্বামীর নিকট থেকে কত কী পেয়েছে। সে শুধু তাই দেখে, যা সে পায়নি। মনের মধ্যে এমন 'অভাব' থাকলে সংসারে 'ভাব' আসবে কোত্থেকে?

৭। স্ত্রী হয় সংসারের রানী। স্বামীর ধন-সম্পদ সর্বসংসার হয় তার রাজত্ব এবং স্বামীর আমানতও। তাই তার যথার্থ হিফাযত করা এবং যথাস্থানে সঠিকভাবে তা ব্যয় করা স্ত্রীর কর্তব্য। অন্যায়ভাবে গোপনে ব্যয় করা, তার বিনা অনুমতিতে দান করা বা আত্মীয়-স্বজনকে উপঢৌকন দেওয়া আমানতের খিয়ানত। এমন স্ত্রী পুণ্যময়ী নয়; বরং খিয়ানতকারিণী। মহানবী ﷺ বলেন,

(لاَ تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِها إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِها).

"স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন তার ঘর থেকে কোন কিছু দান না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও দান করতে পারে না কি?' তিনি বললেন, "খাবার তো আমাদের সর্বোত্তম মাল।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৪৩নং)*

৮। স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাইরে, মার্কেট, বিয়েবাড়ি, মড়াবাড়ি ইত্যাদি না যাওয়া পতিভক্তির পরিচয়। এমনকি মসজিদে (ইমামের পশ্চাতে মহিলা জামাআতে) নামায পড়তে গেলেও স্বামীর অনুমতি চাই। *(আহকামুন নিসা ১/২৭৫-২৭৬)* আর এই পরাধীনতায় আছে মুক্তির পরম স্বাদ। মাতৃক্রোড় উপেক্ষা করে ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মে যেমন শিশু নিজেকে বিপদে ফেলে, তা-এর কোল ছেড়ে ডিম যেমন ঘোলা হয়ে যায়, সুতো ছিঁড়ে স্বাধীন হয়ে ঘুড়ি যেমন ক্ষণিক উড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক তেমনি নারীও স্বামীর এই স্নেহ-সীমা ও বন্ধনকে উল্লংঘন করে নিজের দ্বীন ও দুনিয়া বরবাদ করে।

৯। স্বামীর অনুমতি না হলে তার উপস্থিতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারে না। যেহেতু তার সাংসারিক কর্মে বা যৌন-সুখে বাধা পড়লে আল্লাহ সে রোযায় রাযী নন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।" *(আহমাদ ২/২৪৫, ৩১৬, বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "স্বামী বর্তমান থাকলে তার বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। আর স্ত্রী যেন স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে তার ঘর প্রবেশের অনুমতি না দেয়।?"

১০। কোন বিষয়ে স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রী বিনীতা হয়ে নীরব থাকবে। নচেৎ ইটের বদলে পাটকেল ছুঁড়লে আগুনে পেট্রল পড়বে। যে সোহাগ করে, তার শাসন করার অধিকার আছে।

আর এ শাসন স্ত্রী ঘাড় পেতে মেনে নিতে বাধ্য হবে। ভুল হলে ক্ষমা চাইবে। যেহেতু স্বামী বয়সে ও মর্যাদায় বড়। ক্ষমা প্রার্থনায় অপমান নয়; বরং মানুষের মান বর্ধমান হয়; ইহকালে এবং পরকালেও। তাছাড়া অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সাথে 'বেশ করেছি, অত পারি না' ইত্যাদি বলে অনমনীয়তা প্রকাশ সতী নারীর ধর্ম নয়। সুতরাং স্বামীর রাগের আগুনকে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পেট্রল দ্বারা নয় বরং বিনয়ের পানি দ্বারা নির্বাপিত করা উচিত।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الوَلُودُ العَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا ، وَتَقُولُ : لاَ أَذُوقُ غَمْضاً حَتَّى تَرْضَى).

"তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।" *(ত্বাবারানী, দারাকুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ২৮৭নং)*

স্বামীকে সন্তুষ্ট ও রাজী করবার জন্য ইসলাম এক প্রকার মিথ্যা বলাকেও স্ত্রীর জন্য বৈধ করেছে।

উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়।' *(মুসলিম ৬৭৯৯নং)*

ললনার ছলনা যদিও মন্দ বলে প্রসিদ্ধ, তবুও স্বামীর মনকে ভোলানোর জন্য, তাকে খোশ করার জন্য, তার মনকে নিজের মনোকারাগারে চিরবন্দী করে রাখার জন্য ছলনা করা এবং প্রেমের অভিনয় করা বড় ফলপ্রসূ। প্রেমের শিশমহল বড় ভঙ্গুর। সুতরাং ভাঙ্গা প্রেমের মহল বহাল রাখতে ছলনা ও প্রেমের অভিনয় যদি কাজে দেয়, তাহলে স্ত্রীকে তা করা উচিত।

১১। স্বামীর সংসারে তার পিতামাতা ও বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামীর মা-বাপ ও বোনকে নিজের মা-বাপ ও বোন ধারণা করে সংসারের প্রত্যেক কাজ তাদের পরামর্শ নিয়ে করা, যথাসাধ্য তাদের খিদমত করা এবং তাদের (বৈধ) আদেশ-নিষেধ মেনে চলা পুণ্যময়ী সাধ্বী নারীর কর্তব্য।

১২। নিজের এবং অনুরূপ স্বামীর সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, তরবিয়ত ও শিক্ষা দেওয়া স্ত্রীর শিরোধার্য কর্তব্য। এর জন্য তাকে ধৈর্য, স্থৈর্য, করুণা ও স্নেহের পথ অবলম্বন করা একান্ত উচিত। বিশেষ করে স্বামীর সামনে সন্তানের উপর রাগ না ঝাড়া, গালিমন্দ, বদ্দুআ ও মারধর না করা স্ত্রীর আদবের পরিচয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كُلُّكُم رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِها وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত

হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনেক স্বামী নিরীহ হয়। আর সেই সুযোগ গ্রহণ করে অনেক স্ত্রী জাঁদরেল হয়ে ওঠে। উঠতে-বসতে স্বামীকে কষ্ট দেয়। স্বামীর অধিকার আদায় তো দূরের কথা, উল্টে সেই স্বামীর গলায় রশি বেঁধে তাকে বানরের মতো নাচায়! বড়লোকের বেটি হলে গরীব স্বামীকে কষ্ট দেয়। আর তার ফলে সে স্ত্রী বেহেশ্‌তী হুরীদের অভিশাপ খায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا)).

"যখনই কোন মহিলা দুনিয়াতে নিজ স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হূর (বেহেশ্তী) স্ত্রী (অদৃশ্যভাবে) ঐ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, 'আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন। ওকে কষ্ট দিস্ না। ও তো তোর নিকট ক্ষণকালের মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে।" *(তিরমিযী ১১৭৪নং)*

কত স্বামী এমন মোড়ল বিবির পাল্লায় পড়ে 'গিলতেও নারে, ফেলতেও নারে'---এমন অবস্থায় কালাতিপাত করে। এমনই এক মিসরী স্বামী তার স্ত্রীর টাটকা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিন তালাক দিচ্ছিল। একজন অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মরার পর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে লাভ কী?' সে বলল, 'তার জীবন থাকতে তার বংশের লোক ও আইনের ভয়ে তালাক দিতে পারিনি। মরার পর দিলাম, যাতে ও জান্নাতে আমার স্ত্রী না থাকে। কারণ দুনিয়াতে ওর সাথে ঘর ক'রে বড় কষ্ট পেয়েছি, ভয় হয়, ও জান্নাতে আমার কাবাবে হাড্ডি হবে!'

স্বামী যেহেতু মর্যাদায় বড়, সেহেতু তাকে সম্মান করতে হবে। ব্যবহারে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, কথাবার্তায় সম্মান দিতে হবে। তা না হলে যে মেয়ে নিজ অধিকার ফলিয়ে স্বামী-সংসার করতে চায়, সে তার স্বামীর অধিকার আদায় করতে পারবে না। এমন স্ত্রী হতভাগী, হতভাগা তার স্বামী।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; পুণ্যময়ী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, খারাপ স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

তিনি আরো বলেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয় এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।" *(ঐ ১০৪৭নং)*

যে স্ত্রী স্বামীর উপর মুখ চালায়, আভিজাত্যের অহংকারবশতঃ স্বামীকে নিজের অযোগ্য মনে করে, বুড়ো হওয়ার আগেই তাকে 'বুড়ো' বানায়, সে শ্রেণীর স্ত্রী থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা উচিত। মহানবী ﷺ তাই করতেন, তিনি বলতেন,

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوجٍ تُشَيِّبُنِي قَبلَ الْمَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلـيَّ رَبّـاً، وَمِنْ مَال يَكُونُ عَليَّ عَذَاباً، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَينُهُ تَرَانِي ، وَقَلبُهُ يَرْعَـانِيْ؛ إِنْ رَأَى حَـسَنَةً دَفنَهَـا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে, এমন স্ত্রী থেকে, যে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই আমাকে বৃদ্ধ বানাবে, এমন সন্তান থেকে, যে আমার প্রভু হতে চাইবে, এমন মাল থেকে, যা আমার জন্য আযাব হবে, এবং এমন ধূর্ত বন্ধু থেকে, যার চোখ আমাকে দেখে এবং তার হৃদয় আমার প্রতি লক্ষ্য রাখে, অতঃপর ভাল কিছু দেখলে তা পুঁতে ফেলে এবং খারাপ কিছু দেখলে তা প্রচার করে। *(ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩১৩৭নং)*

স্ত্রীর অধিকার

অনেক মহিলাকে ইসলামী উপদেশ দিলে নাক সিঁটকে বলে ওঠেন, 'যত দোষ মেয়েদের! ছেলেদের বুঝি মানার কিছু নেই?'

কবি নজরুলও ঐ শ্রেণীর মহিলাদের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়েছেন,

'হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে নাক' তারা কোরানের বাণী --- সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে,
নারীদের বেলা গুম্ হ'য়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে!'

সুতরাং গুম্ ও গুমরাহ না থেকে 'শাস্ত্র ছাঁকিয়া' আসুন আমরা আলোচনা করি স্ত্রীর অধিকার নিয়ে।

মোহরের অধিকার

স্বামীর উপর স্ত্রীর বহু অধিকার আছে, যা আদায় না করলে স্বামী আখেরাতে ধরা খাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} (٢٢٨) البقرة

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(বাক্বারাহ ঃ ২২৮)*

স্বামীর উপর স্ত্রীর আর্থিক অধিকার রয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করে বিবাহ করে আনবে, নিজে মোহর নিয়ে নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান ক'রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং

সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। *(মায়িদাহ ঃ ৫)*

{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (٤)

অর্থাৎ, তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে, তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। *(নিসা ঃ ৪)*

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ, নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হল আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের (মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(নিসা ঃ ২৪)*

{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (٢٥) سورة النساء

অর্থাৎ, সুতরাং তারা (প্রকাশ্যে) ব্যভিচারিণী অথবা (গোপনে) উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্রা হলে, তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। (নিসা ঃ ২৫)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١٠) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগ ক'রে আসলে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মু'মিন নারীরা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেররা মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না; যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা ফেরত চেয়ে নাও এবং কাফেররা ফেরত চেয়ে নিক, যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর ফায়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(মুমতাহিনাহ ঃ ১০)*

বলা বাহুল্য, বিবাহের সময় স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা ওয়াজেব এবং তা না করে তার নিকট থেকে পণ বা যৌতুক নেওয়া হারাম। ফুলশয্যা হওয়ার পূর্বে তা সম্পূর্ণরূপে অথবা

আংশিকরূপে আদায় দেওয়া জরুরী। একান্ত দেওয়ার মতো কিছু না থাকার মিসকীন হলে দেন বা ঋণ রাখতে পারে। তবে তা আদায় করার নিয়ত রাখতে হবে। বাসর রাতে স্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়।

আলী ﷺ-এর সাথে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বিবাহ হল। বাসরের পূর্বে তিনি মহানবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন,

(أَعْطِهَا شَيْئًا).

"ওকে কিছু দাও।"

আলী ﷺ বললেন, 'দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছু নেই।'

মহানবী ﷺ বললেন,

(أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ)؟

"তোমার হুত্বামী লৌহবর্মটা কোথায়?"

আলী ﷺ বললেন, 'সেটা আমার কাছে আছে।' তিনি বললেন, "ওটাই ওকে দিয়ে দাও।" *(আহমাদ ১/৮০, আবূ দাউদ, নাসাঈ ৩৩৭৫নং, হাকেম, প্রমুখ)*

হুত্বাম গোত্রের তৈরি অথবা তরবারি চূর্ণকারী ঐ লৌহবর্মই ছিল 'ফাতেমী মোহর'। মোহর আদায় করেই আলী ﷺ ফাতেমার সাথে সংসার পেতেছিলেন।

এক সাহাবী এক মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে মহানবী ﷺ বললেন, "ওকে (মোহর) দেওয়ার মতো তোমার কী আছে?" সাহাবী বললেন, 'কিছু নেই।' তিনি বললেন, "বাড়িতে গিয়ে দেখো, কিছু পাও কি না।" সাহাবী বাড়ি থেকে ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিছু পেলাম না।' তিনি বললেন,

(الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)

"গিয়ে খুঁজো, যদিও একটি লোহার আংটি পাও।" (তাই মোহর স্বরূপ ওকে দাও।)

কিন্তু নিঃস্ব সাহাবী ফিরে এসে বললেন, 'না। কোন কিছুই পাওয়া গেল না। তবে আমার পরনের এই লুঙ্গিটা আছে।' তিনি বললেন, "ও তোমার লুঙ্গিটা নিয়ে কী করবে। ওটা তুমি পরলে ওর দেহে থাকবে না। আর ও পরলে তোমার দেহে কিছু থাকবে না।"

দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর সাহাবী ফিরে যাচ্ছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি কুরআন মুখস্থ আছে?" সাহাবী বললেন, 'জী। অমুক অমুক সূরা।' তিনি বললেন, "তাহলে যাও আমরা কুরআনের (মোহর) বিনিময়ে ওর সাথে তোমার বিবাহ দিলাম। ওকে ওগুলি শিখিয়ে দাও।" *(বুখারী ৫০৩০, মুসলিম ৩৫৫৩নং)*

উক্ত হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, মোহর প্রদান অপরিহার্য কর্তব্য। সাধ্যানুযায়ী তা দিতেই হবে। আর দিতে হবে নিজের মালিকানা বা উপার্জিত কোন জিনিস। মেয়ের বাবার কাছ থেকে চাপ দিয়ে নিয়ে তারই কিছু অংশ মোহর স্বরূপ দিয়ে তাকে বউ করে আনা বড় লজ্জার কথা এবং মহান আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

"যে সকল শর্ত তোমাদের জন্য পালন করা জরুরী, তন্মধ্যে সব চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল তাই---যার দ্বারা তোমরা (পরস্পরের) গোপনাঙ্গ হালাল ক'রে থাকো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩১৪৩ নং)*

অর্থাৎ, বিবাহের সকল বৈধ শর্তাবলী পূরণ করা আবশ্যক। আর মোহর বা দেনমোহর ঐ শ্রেণীর একটি শর্ত। যা প্রদান বা আদায় করা জরুরী।

কিছুর বিনিময়ে বিবাহ পূর্ব যুগেও প্রচলিত ছিল। মূসা ﷺ-এর শ্বশুর বিবাহ প্রস্তাবের সময় তাঁকে বলেছিলেন,

{إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} (٢٧) سورة القصص

অর্থাৎ, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে; অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইন শাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায়) তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।' *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ২৭)*

মূসা ﷺ তা মেনে নিয়ে বললেন,

{ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} (٢٨) القصص

অর্থাৎ, 'আপনার ও আমার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি,আল্লাহ তার সাক্ষী।' *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ২৮)*

মহানবী ﷺ তাঁর কোন স্ত্রী ও কন্যার মোহর ৪৮০ দিরহাম (১৪২৮ গ্রাম ওজনের রৌপ্যমুদ্রা) এর অধিক ছিল না। *(আহমাদ ২৮৫, আবূ দাঊদ ২১০৮, তিরমিযী ১১১৪, নাসাঈ ৩৩৪৯নং)*

মা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মোহর ছিল ২০টি জওয়ান উটনী। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তাঁর মোহর ছিল ৫০০ দিরহাম (১৪৮৭,৫ গ্রাম ওজনের রৌপ্য মুদ্রা)। *(সঃ আবূ দাঊদ ১৮৫১নং)*

তবে কেবল উম্মে হাবীবার মোহর ছিল ৪০০০ দিরহাম (১১৯০০ গ্রাম রৌপ্যমুদ্রা)। অবশ্য এই মোহর বাদশাহ নাজাশী মহানবী ﷺ এর তরফ থেকে আদায় করেছিলেন। *(সঃ আবূ দাঊদ ১৮৫৩নং)*

যারা স্ত্রীকে মোহরে ফাঁকি দেয়, ধোঁকা দেয়, মিছামিছি বেঁধে আদায় করার নিয়ত না রাখে, তারা এক শ্রেণীর ব্যভিচারী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ،

وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدْعَةً حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دِينَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ).

অর্থাৎ, যে কোনও ব্যক্তি কোন মহিলাকে কম-বেশি মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে, মনে মনে তার হক তাকে আদায় দেওয়ার নিয়ত রাখেনি, তাকে ধোঁকা দিয়েছে, অতঃপর তার হক আদায় না করেই মারা গেছে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ব্যভিচারী হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর যে কোনও ব্যক্তি কোন ঋণ করেছে, ঋণদাতাকে পরিশোধ করার সংকল্প রাখেনি এবং তার মাল ধোঁকা দিয়ে গ্রহণ করেছে, অতঃপর তার ঋণ ফেরত না দিয়েই মারা গেছে, সে চোর হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ১৮০৭নং)*

এমনকি কোন অনিবার্য কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে দেওয়া মোহর ফিরে নিয়ে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} (٢١) سورة النساء

অর্থাৎ, আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? কীরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে? *(নিসা ঃ ২০-২১)*

{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٢٣٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন, সে যদি মাফ ক'রে দেয়, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা।) অবশ্য তোমাদের মাফ ক'রে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি (ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। *(বাক্বারাহ ঃ ২৩৭)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

বলা বাহুল্য, আল্লাহর এই বিধানকে অমান্য করার জন্য কত সংসারে আগুন লাগছে। কত মা-বোন আত্মহত্যা করছে। কত বধূকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হচ্ছে। কত বধূকে শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ভাত খেতে হচ্ছে। দেওয়ার জায়গায় নেওয়ার প্রবণতা মানুষকে অর্থলোলুপ ও খুনী করে তুলছে।

এর হিসাব কি দিতে হবে না ঐ লুটেরা ও খুনেরাদেরকে?

দেওয়ার জায়গায় নেওয়ার প্রথার কবল থেকে বাঁচার জন্য কত মাতাপিতা কন্যা-সন্তান হত্যা করছে। কত শত কন্যা ভ্রূণ মায়ের গর্ভেই নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। লংঘিত হচ্ছে নারী-অধিকার, মানবাধিকার।

নারীদের এ অধিকার কেবল পুরুষরা নয়, নারীরা নিজেও লংঘন করে চলেছে সমানে। নারী শাশুড়ী হয়ে পণ ও যৌতুকের দায়ে বউকে জ্বালাতন করে তার অধিকার নষ্ট করছে। মা হয়ে নিজের পেটে কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলছে। জা হয়ে বধূ-নির্যাতনে সমানে অংশ গ্রহণ করছে অন্য এক বধূই। ননদিনী আবার তবলার তালে খঞ্জনি বাজায়। একজন নারী হয়ে নারীর দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারে না।

ভরণ-পোষণের অধিকার

আর্থিক অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা আবশ্যক। স্বামী নিজে যা খাবে, তাকে খাওয়াবে এবং যা পরিধান করবে, ঠিক সেই সমমানের লেবাস তাকেও পরিধান করাবে।

মুআবিয়াহ ইবনে হাইদাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু?' তিনি বললেন,

((أنْ تُطْعِمَهَا إذَا طعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ إلاَّ في البَيْتِ)).

"তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে। (তার) চেহারায় মারবে না, তাকে 'কুৎসিত হ' বলে বদ্দুআ দেবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে। *(আহমাদ ২০০১১, আবূ দাউদ ২১৪৪, নাসাঈ ৯১৭১নং)*

ভালোবাসায় গড়া সংসারের জন্য এ উপদেশ নয়। যে হতভাগ্য দম্পতি কোন টানে অথবা ঠেলায় বাধ্য হয়ে সংসার করছে, তার স্বামীকে এই উপদেশ যে, সাধ্যানুযায়ী তাকে স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হবে। কলহ-বিবাদের সময় তার উপর হাত তুললে চেহারায় আঘাত করবে না। 'কুৎসিত হ' বলবে না। অর্থাৎ, 'আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করুক' বলে অভিশাপ দেবে না। অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করলে রুম থেকে বের করে দেবে না।

হতভাগা স্বামীর উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

((ألا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْراً ، فَإنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ إلاَّ أنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً ؛ ألاَ إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ ألاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)).

"শোনো! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদী। তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের অধিকার রাখ না। হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ)। সুতরাং তারা যদি এমন কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় আলাদা ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে মার। কিন্তু সে মার যেন যন্ত্রণাদায়ক না হয়। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। মনে রাখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার হল, তারা যেন তোমাদের বিছানায় ঐ সব লোককে আসতে না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তারা যেন ঐ সব লোককে তোমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। আর শোনো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদেরকে ভালোরূপে খেতে-পরতে দেবে।" *(আহমাদ ২০৬৯৫, তিরমিযী ১১৬৩, ইবনে মাজাহ ১৮৫১নং)*

স্ত্রীর জন্য অবশ্যকর্তব্যরূপে স্বামী যে খরচ করবে, তাতে সে সাদকাহ করার সওয়াবও পাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"সওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়।" *(বুখারী ৫৫, মুসলিম ২৩৬৯নং)*

((وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيِّ امْرَأَتِكَ)).

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও বিনিময় তুমি পাবে!" *(বুখারী ৫৬, মুসলিম ৪২৯৬নং)*

বরং সওয়াবের দিক থেকে সেই সাদকাহ হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকাহ। তিনি বলেছেন,

((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينار أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)). رواه مسلم

"এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সাদকাহ কর এবং এক দীনার তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দীনারের বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে।" *(মুসলিম ২৩৫৮নং)*

দাম্পত্যের রীতি হল, স্ত্রী স্বামীর যথাসাধ্য খিদমত করবে। বাড়িতে এলে পানি পেশ করবে স্ত্রী। প্রেমময়ী স্ত্রীর এ কাজ তো তার প্রকৃতি, তার ধর্ম। তাতে সে সওয়াব পাবে। কিন্তু কোন সময় স্বামীও যদি স্ত্রীকে পানি পান করায়, তাহলে সেও সওয়াবের অধিকারী হবে। *(সিঃ সহীহাহ ২৭৩৬, ইরওয়াউল গালীল ৮৯৯নং)*

মানুষ নিজের স্বার্থে স্ত্রীকে ভালোবাসবে, তাকে খেতে-পরতে দেবে, তার সাথে মিলন করবে, আর মহান সৃষ্টিকর্তা তাতে তাকে সওয়াব দান করবেন! যেহেতু সে তা করবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। বৈধ প্রেম অনির্বাণ করার জন্য, ব্যভিচার ও অশ্লীলতার পরিবেশ দূর করার জন্য।

পক্ষান্তরে যে হতভাগা স্বামী নিজ স্ত্রীকে ঠিকমতো খেতে-পরতে দেয় না, সে গোনাহগার। যার কাছে সে প্রয়োজনে প্রেম ভিক্ষা করে, তাকে খেতে-পরতে দেয় না, এ আবার পাপী না হয়? মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)).

"একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ, তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল।" *(আবু দাউদ প্রমুখ)*

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ)) .

"মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যার খাদ্যের মালিক, তার খাদ্য সে আটকে রাখে।" *(মুসলিম)*

পুরুষ স্ত্রীর পশ্চাতে ব্যয় করে বলেই সে তার উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (٣٤)

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন

এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। *(নিসাঃ ৩৪)*

তা না করে যদি 'ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই' হয় কোন স্বামী, তাহলে তাকে আপনি কী বলবেন?

স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর একটি ফরয, একটি কর্তব্য। এমনকি ত্বালাক্ব দেওয়ার পরেও ইদ্দত পার না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণপোষণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧) سورة الطلاق

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর, তাদেরকেও সে স্থানে বাস করতে দাও। সংকটে ফেলার উদ্দেশ্যে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করো না। তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তাহলে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান কর। (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে। সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন। *(ত্বালাক্ব ঃ ৬-৭)*

সুতরাং ত্বালাক্বের পূর্বে স্ত্রীর থাকা-খাওয়া-পরার দায়িত্ব অবশ্যই জরুরী। এ অধিকার তাকে ইসলাম দিয়েছে। এ অধিকার স্বামী আদায় না করলে সে প্রশাসনের মাধ্যমে আদায় করে নিতেও পারে।

মহান আল্লাহ মহিলাদের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} (١٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! জোরজবরদস্তি ক'রে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক রেখো না; যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার (বা স্বামীর অবাধ্যাচরণ) করে। *(নিসাঃ ১৯)*

ইসলাম আসার পূর্বে মহিলার প্রতি এ অবিচারও করা হত যে, স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) পরিবারের লোকেরা সম্পদ-সম্পত্তির মতো এই মহিলারও জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হয়ে বসত এবং নিজ ইচ্ছায় তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ ক'রে নিত অথবা তাদের কোন ভাই ও ভাইপোর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিত। এমন কি সৎ বেটাও মৃত পিতার স্ত্রী (সৎ মা)কে বিবাহ করত অথবা ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোথাও বিবাহ করার অনুমতি দিত না এবং সে তার পূর্ণ জীবন বিয়ে ছাড়াই (বিধবা অবস্থায়) অতিবাহিত করতে বাধ্য হত। ইসলাম এই ধরনের সমস্ত প্রকারের যুলুম থেকে নিষেধ করে নারীকে তার

অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

আরো একটি যুলুম এই ছিল যে, যদি কোন স্বামীর স্ত্রী পছন্দ না হত এবং সে তার নিকট থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইত, তাহলে (এই রকম পরিস্থিতিতে ইসলাম যেভাবে তালাক্ব দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে সেইভাবে) সে তাকে তালাক্ব না দিয়ে তার উপর অযথা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করত; যাতে সে (স্ত্রী) বাধ্য হয়ে স্বামী প্রদত্ত দেনমোহর এবং যা কিছু সে দিয়েছে তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে ত্বালাক্ব নিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করাকে প্রাধান্য দেয়। ইসলাম এই আচরণকেও অত্যাচার ও যুলুম বলে গণ্য করেছে।

'প্রকাশ্য অশ্লীলতা' বলতে ব্যভিচার অথবা গালাগালি ও অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। এই উভয় অবস্থায় স্বামীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তার সাথে এমন আচরণ করবে, যাতে সে তার দেওয়া মাল বা দেনমোহর ফিরিয়ে দিয়ে খুলআ' করতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, স্ত্রী খুলআ' (ত্বালাক্ব) নিলে স্বামীকে দেনমোহর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। (আহসানুল বায়ান) অর্থাৎ, স্ত্রী ত্বালাক্ব না চাইলে এবং স্বামী ত্বালাক্ব দিলে মোহর ফেরত পাবে না। পক্ষান্তরে স্বামী ত্বালাক্ব দিতে না চাইলে এবং স্ত্রী ত্বালাক্ব নিলে মোহর ফেরত দিতে হবে।

ব্যবহারিক অধিকারঃ-

সংসার জীবনে স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে বাস করা ওয়াজেব স্বামীর জন্য। তার দুই-একটি গুণ অপছন্দ হলেও সদাচার ও সদ্ব্যবহার বন্ধ করা মোটেই উচিত নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}

অর্থাৎ, স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। *(নিসাঃ ১৯)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ).

"কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।" *(মুসলিম ১৪৬৯নং)*

বলা বাহুল্য, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতা ব্যতীত অন্য কোন এমন দোষ যদি স্ত্রীর মধ্যে থাকে, যে দোষের কারণে স্বামী তাকে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন তাড়াহুড়া ক'রে তাকে ত্বালাক্ব না দেয়, বরং সে যেন ধৈর্য ও সহ্যের পথ অবলম্বন করে। হতে পারে এর জন্য মহান আল্লাহ তাকে অজস্র কল্যাণ দান করবেন। অর্থাৎ, নেক সন্তানাদি দান করবেন কিংবা তার কারণে আল্লাহ তাআলা তার ব্যবসা বা কাজে বর্কত দান করা সহ আরো অনেক কিছু দেবেন।

স্ত্রীর অধিকার স্বামীর অনাবিল ভালোবাসা পাওয়া। প্রেমের আকাশে চন্দ্র হয়ে উদিত হলে সূর্য হয়ে তাতে আলো বিকীর্ণ করা। স্ত্রীকে প্রেমময় সুরে ডাকা, ভালোবাসা দিয়ে তার মনকে আকৃষ্ট করা। কেবল কর্তৃত্ব দেখিয়ে নয়, বরং আদর দিয়েও অধরাকে ধরা যায়।

স্ত্রীর প্রয়োজনে বৈধ বিষয়ে কোথাও যেতে, মায়ের বাড়ি যেতে অনুমতি দেবে স্বামী।

কোন কারণে স্ত্রী রেগে গেলে ধৈর্য ধরবে। মূর্খামি করলে সহ্য করে নেবে। যেহেতু পুরুষ অপেক্ষা নারীর আবেগ ও প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা অধিক এবং পুরুষের চেয়ে নারীর ধৈর্য বহুলাংশে কম। সুতরাং দয়া করেই হোক অথবা ভালোবাসার খাতিরেই হোক তার ভুল ক্ষমা করবে। 'যত ভুল হবে ফুল ভালোবাসাতে।' তার ছোটখাট ত্রুটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। অনিচ্ছাকৃত ভুলের

উপর তাকে চোখ রাঙাবে না। অন্যায় করলে অবশ্য শাসন করার অধিকার তার আছে। তবে লঘু পাপে গুরু দন্ড দেওয়ার অধিকার তার নেই। কোন অন্যায় কর্তৃত্ব করার অধিকার কোন কর্তাকেই দেওয়া হয়নি। কোন অবৈধ বিষয়ে বাধ্য করতে পারে না স্ত্রীকে।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী হল ঠুনকো কাঁচের তৈরি পাত্র। খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয় তাকে। নচেৎ বেশি ঠুকাঠুকি করলেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً فإنَّ المَرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ أعْـوَجَ وإنَّ أعْـوَجَ شَـيءٍ في الـضِّلعِ أعْـلاهُ فـإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً).

"তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। কারণ, নারী জাতি বঙ্কিম পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্ট। আর তার উপরের অংশ বেশী টেরা। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বঙ্কিম ও টেরা।) অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮-নং)*

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর নিকট থেকে যত বড় আদর্শের ব্যবহারই আশা করা যাক না কেন, তার মধ্যে কিছু না কিছু টেরামি থাকবেই। সম্পূর্ণভাবে স্বামীর মনে অঙ্কিত সরল পথে সে চলতে চাইবে না। সোজা করে চালাতে গেলে হাড় ভাঙ্গার মত ভেঙ্গে যাবে; অর্থাৎ মন ভেঙ্গে দাম্পত্য ভেঙে (ত্বালাক্ব হয়ে) যাবে।

মানুষ হিসাবে দোষ তো থাকতেই পারে। চাঁদের গায়েও কলঙ্ক আছে। তবুও সে চাঁদ কত সুন্দর, তার জ্যোৎস্না কত স্নিগ্ধ! গোলাপেরও কাঁটা আছে। কিন্তু সে গোলাপ কত সুন্দর, কত সৌরভময়।

স্ত্রী কোন ভাল কথা বললে উপেক্ষার কানে না শুনে খেয়ালের সাথে শোনা, কোন উত্তম রায়-পরামর্শ দিলে তা সাদরে গ্রহণ করাও সদ্ভাবে বাস করার শামিল।

যেমন, তার সাথে হাসি-তামাসা করা, সব সময় পৌরুষ মেজাজ না রেখে কোন কোন সময় তার সাথে বৈধ খেলা করা, শরীরচর্চা বা ব্যায়ামাদি করা ইত্যাদিও স্বামীর কর্তব্য। প্রিয় নবী ﷺ স্ত্রী আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা ক'রে একবার হেরেছিলেন ও পরে আর একবারে তিনি জিতেছিলেন। *(আহমাদ ২৬২৭৭, আবূ দাউদ ২৫৮০, নাসাঈ প্রমুখ)*

তদনুরূপ স্ত্রীকে কোন বৈধ খেলা দেখতে সুযোগ দেওয়াও দূষণীয় নয়। যেহেতু এ হল সদ্ভাবে বসবাস। তবে এসব কিছু হবে একান্ত নির্জনে, পর্দা-সীমার ভিতরে।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে মসজিদে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'ওহে হুমাইরা! তুমি কি চাও তাদের খেলা দেখতে?' বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি ﷺ দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার থুত্নিকে তাঁর কাঁধের উপর রাখলাম এবং আমার চেহারাকে তাঁর গালের সাথে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। (বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর) তিনি ﷺ বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' তাই তিনি আমার জন্য আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আবার বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' আমার যে তাদের খেলা দেখার খুব শখ ছিল তা নয়, বরং আমি কেবল মহিলাদেরকে এ কথাটা জানিয়ে দিতে চাইছিলাম যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা কত ছিল এবং তাঁর কাছে আমার কদর কতটা ছিল। *(নাসায়ী ৮৮৯৫ নং, আদাবুয যিফাফ ২৭৫পৃঃ)*

প্রেমের পরশ দিয়ে স্বামী স্ত্রীর মনজয় করবে। মন-মাতানো কথা বলে স্ত্রীর সাথে হাসি-মজাক

করবে। বর্ণিত আছে যে, একদা আলী ﵁ তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহহু আনহা)এর কাছে গেলেন, তখন তিনি দাঁতন করছিলেন। তা দেখে তিনি হাসি-ছলে একটি কবিতা পড়লেন,

حظيت يا عود الأراكِ بثغرها ...... أما خفت يا عود الأراك أراكَ

لو كنت من أهل القتال قتلتك ...... ما فاز مني يا سِواكُ سِواكَ

অর্থাৎ, ওহে পিলু গাছের শিকড় তুমি তার মুখ-বিবর পেয়ে সৌভাগ্য লাভ করেছ। তোমার কি ভয় হল না হে পিলুর শিকড়, কী ব্যাপার তোমার?

তুমি যদি হত্যাযোগ্য হতে, তাহলে তোমাকে হত্যা করতাম। আমার নিকট থেকে হে দাঁতন! (ঐ মুখ-বিবর)তুমি ছাড়া অন্য কেউ লাভ করেনি।

স্বামী বাংলায় নিজ স্ত্রীকে খুশী করার জন্য বলতে পারে,

স্মরণীয়া তুমি বরণীয়া তোমার কণ্ঠে মধুর বাণী,
হৃদয় ব্যাপিয়া হইয়াছ তুমি হৃদয়ের মহারাণী।

স্ত্রীকে হাস্নুহানা বানিয়ে বলতে পারে,

পর্দা ঢাকা দৃশ্য তুমি তমস অন্তরালে,
কোথায় তুমি গুপ্ত? খুঁজি দিকচক্রবালে।
মনের বেদনা বুঝিয়া তুমি গন্ধ ছড়ায়ে অতি,
ওগো অপরূপা সম্মোহিনী ফিরালে মোর গতি।
হাস্নুহানা হাসীনা নহ গোপনে ভালবাসো,
দন্তহীনা মধুর হাসিনী যামিনীতে তাই হাসো?
মুগ্ধ আমি তোমার গন্ধে দর্শন বিনে প্রিয়,
প্রাণ-প্রবাহের চরম সময়ে তোমার পরিচয় দিয়ো।
গুপ্ত থাকিয়া হইবে হয়তো প্রেমের অগ্নি লুপ্ত,
অন্ধকারের পরশ লাগিয়া হইব তখন সুপ্ত।

যারা রোমান্টিক স্বামী-স্ত্রী, তারা রোমান্সে আরো কত কী বলতে পারে? তাদেরকে কি আর দাম্পত্যের আচরণ শিখাতে হয়?

স্ত্রী ভালো খাবার তৈরী করলে, সাজগোজ করলে বা কোন ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করবে স্বামী। এমনকি স্ত্রীর হৃদয়কে লুটে নেওয়ার জন্য ইসলাম মিথ্যা বলাকেও বৈধ করেছে। *(বুখারী, মুসলিম, সিঃ সহীহাহ ৫৪৫নং)* তবে যে মিথ্যা তার অধিকার হরণ করে ও তাকে ধোঁকা দেয়, সে মিথ্যা নয়।

সদ্ভাবে বাস করতে চাইলে স্বামী স্ত্রীর গৃহস্থালি কর্মেও সহায়তা করবে। এতে স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রিয় নবী ﷺ; যিনি দুজাহানের বাদশাহ তিনিও সংসারের কাজ করতেন। স্ত্রীদের সহায়তা করতেন, অতঃপর নামাযের সময় হলেই মসজিদের দিকে রওনা হতেন। *(বুখারী, তিরমিযী, আদাবুয যিফাফ ২৯০পৃঃ)*

তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজেই করতেন। *(সিঃ সহীহাহ ৬৭০নং, আদাবুয যিফাফ ২৯১পৃঃ)*

স্বামী যেমন স্ত্রীকে সুন্দরী দেখতে পছন্দ করে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত দেখতে ভালোবাসে। এটাই হল মানুষের প্রকৃতি। সুতরাং স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে খোশ করার জন্য সাজগোজ করা। যাতে তারও নজর অন্য পুরুষের (স্বামীর কোন পরিচ্ছন্ন আত্মীয়ের) প্রতি আকৃষ্ট না হয়। ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করি, যেমন সে

আমার জন্য সাজসজ্জা করে।'

খলীফা উমার ﷺ বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা কর। আল্লাহর কসম! তোমরা যেমন তোমাদের স্ত্রীগণের সাজসজ্জা পছন্দ কর; অনুরূপ তারাও তোমাদের সাজসজ্জা পছন্দ করে। *(তুহফাতুল আরূস ১০৩-১০৪পৃঃ)*

স্ত্রীর এঁটো খাওয়া অনেক স্বামীর নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু শরীয়তে তা স্বীকৃত। রসূল ﷺ পান-পাত্রের ঠিক সেই স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন, যে স্থানে মা আয়েশা (রাঃ) মুখ লাগিয়ে পূর্বে পান করতেন। যে হাড় থেকে মা আয়েশা গোশ্ত ছাড়িয়ে খেতেন, সেই হাড় নিয়েই ঠিক সেই জায়গাতেই মুখ রেখে আল্লাহর নবী ﷺ গোশ্ত ছাড়িয়ে খেতেন। *(মুসলিম, আহমাদ, প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ২৭৭পৃঃ)*

তাছাড়া স্ত্রীর রসনা ও ওষ্ঠাধর চোষণের ইঙ্গিতও শরীয়তে বর্তমান। *(বুখারী ৫০৮০নং, সিঃ সহীহাহ ৬২৩নং)*

এ হল সদ্ভাবে বসবাস ও প্রেম দিয়ে সংসার করার বিশেষ নির্দেশাবলী।

অনুরূপ স্ত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষে (যেমন ঈদ, কুরবানী প্রভৃতিতে) ছোটখাট উপহার দেওয়াও সদ্ভাবে বাস করার পর্যায়ভুক্ত। এতেও স্ত্রীর হৃদয় চিরবন্দী হয় স্বামীর হৃদয় কারাগারে।

মোট কথা স্ত্রীর সাথে বাস তো প্রেমিকার সাথে বাস। সর্বতোভাবে তাকে খোশ রাখা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। প্রেমিককে কষ্ট দেওয়া কোন মুসলিম, কোন মানুষের, বরং কোন পশুরও কাজ নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي).

"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি নিজ স্ত্রীর নিকট তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি।" *(তিরমিযী ৩৮৯৫, ইবনে মাজাহ ১৯৭৭, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সঃ জামে' ৩৩১৪নং)*

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ).

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" *(আহমাদ ১০১০৬, তিরমিযী ১১৬২, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

(أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ).

"সাবধান! তোমরা নারী (স্ত্রী)দের জন্য মঙ্গলকামী হও। যেহেতু তারা তো তোমাদের হাতে বন্দিনী।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(فاتَّقُوا الله فِي النِّساءِ فإنَّكمْ أخَذْتُموهُنَّ بأُمانَةِ الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَةِ الله).

"তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। যেহেতু তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসাবে বরণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের গোপনাঙ্গ হালাল করে নিয়েছ।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)*

অবশ্যই স্ত্রীর যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করার নাম 'আঁচল ধরা' বা 'বউ পাগলামি' নয়। যেমন মায়ের মর্যাদাবর্ধন করতে গিয়ে স্ত্রীকে লাল চোখে দেখা মাতৃভক্তি নয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ হক আছে। প্রত্যেক হকদারকেই তার হক যথার্থভাবে আদায় দিতে হবে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অন্যতম অধিকার এই যে, বিপদ আপদ থেকে স্বামী তাকে রক্ষা করবে। স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি স্বামী শত্রুর হাতে মারা যায়, তবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَـهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

"যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সেও শহীদ।" *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ৩৫২৯নং)*

অনুরূপ স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করাও তার এক বড় দায়িত্ব। তাকে দ্বীন, আক্বীদা, পবিত্রতা, ইবাদত, হারাম, হালাল, অধিকার ও ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে সৎকাজ করতে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দেবে স্বামী।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ....} (٦) سورة التحريم

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও; যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর --।" *(তাহরীমঃ ৬)*

স্ত্রীর ধর্ম, দেহ, যৌবন ও মর্যাদায় ঈর্ষাবান হওয়া এবং এ সবে কোন প্রকার কলঙ্ক লাগতে না দেওয়া স্বামীর উপর তার এক অধিকার। সুতরাং স্ত্রী এক উত্তম সংরক্ষণীয় ও হিফাজতের জিনিস। লোকের মুখে-মুখে, পরপুরুষদের চোখে-চোখে ও যুবকদের মনে- মনে বিচরণ করতে না দেওয়া; যাকে দেখা দেওয়া তার স্ত্রীর পক্ষে হারাম, তাকে সাধারণ অনুমতি দিয়ে বাড়ি আসতে-যেতে না দেওয়া সুপুরুষের কর্ম।

আর এর নাম রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামী নয়। বরং এটা হল সুপুরুষের রুচিশীলতা ও পবিত্রতা। নারী-স্বাধীনতার নামে যারা এই বল্গাহীনতা ও নগ্নতাকে 'প্রগতি' মনে ক'রে আল্লাহ-ভক্তদের 'গোঁড়া' বলে থাকে, শরীয়ত সেই দুর্গতিগ্রস্তদেরকেই 'ভেঁড়া' বলে আখ্যায়ন করে। আর 'ভেঁড়া' বা স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে ঈর্ষাহীন পুরুষ জান্নাতে যাবে না। বরং মহান আল্লাহ কিয়ামতে তার দিকে তাকিয়েই দেখবেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(ثلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ العاقُّ والمَرْأَةُ المُتَرَجِّلَةِ المُتَشَبِّهَةُ بالرِّجال والدَّيُّوثُ).

"তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী মহিলা এবং মেড়া (স্ত্রী-কন্যার পর্দাহীনতা ও নোংরামীর ব্যাপারে ঈর্ষাহীন) পুরুষ।" *(আহমাদ, নাসাঈ ২৫৬১ নং)*

(ثلاثةٌ لا يَدْخُلُونَ الجنَّةُ العاقُّ لِوالِدَيْهِ والدَّيُّوثُ ورَجِلَةُ النِّساءِ).

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, ভেড়া পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী মহিলা।" *(নাসাঈ ২৫৫৫, বাযযার, হাকেম ১/৭২, সহীহুল জামে' ৩০৬৩নং)*

একটি সত্য কথা এই যে, মহিলা ঈর্ষাবান পুরুষকে অপছন্দ করে। কিন্তু যে তার ব্যাপারে ঈর্ষাবান নয়, তাকে সে আরো বেশী অপছন্দ করে।

স্ত্রীকে খামোখা সন্দেহ করাও স্বামীর উচিত নয়। বৈধ কর্মে, চিকিৎসার জন্য বা অন্যান্য জরুরী কাজের জন্য পর্দার সাথে যেতে না দিয়ে তাকে অর্গলবদ্ধ করে রাখাই হল অতিরঞ্জন ও গোঁড়ামি। তাছাড়া এমন অবরোধ প্রথায় ইসলামের কোন সমর্থন নেই।

পক্ষান্তরে স্ত্রীকে সন্দেহ করলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত হয়ে উঠে। প্রবাসে থেকে মা-বোনের কথায় স্ত্রীকে সন্দেহ করলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কারণ সন্দেহ এমন জিনিস যার

সূক্ষ্মতম শিকড় একবার মনের মাটিতে সঞ্চালিত হয়ে গেলে তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না টেনে-ছিঁড়ে ফেলা হয়, ততক্ষণ সে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকে এবং সম্প্রীতি ও সুখের কথা ভাবতেই দেয় না।

এই সন্দেহের ফলশ্রুতিতেই বহু হতভাগা স্বামী তাদের স্ত্রীদেরকে ভাতের চাল পর্যন্ত তালাবদ্ধ রেখে রান্নার সময় মেপে রাঁধতে দেয়! আর এতে অবশ্যই নষ্ট হয় স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার।

স্ত্রীর অন্যতম অধিকার, যৌনসুখের অধিকার। নারীর মন ধীর ও শান্ত প্রকৃতির। যৌন ব্যাপারে পুরুষের মতো তৎপর নয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অনেক স্বামী এ বাজারে গরম হয়, স্ত্রী হয় ঠান্ডা। অনেক স্বামী ঠান্ডা হয়, স্ত্রী হয় গরম। তবুও স্ত্রী শান্ত থাকে। পুরুষ ধৈর্য রাখতে পারে না, স্ত্রী পারে। কিন্তু স্বামী ঠান্ডা প্রকৃতির হলে, পরিশ্রমী হলে অথবা বৈরাগ্য-সাধনে সওয়াব আছে মনে করলে স্ত্রীর অবস্থা বিধবার মতো হয়।

স্বামী বাড়িতে এলে নির্জনে স্ত্রী নিজ রূপ-যৌবন ও সাজসজ্জা নিয়ে তার কাছে আসে, আদর চায়, শৃঙ্গার চায়। কিন্তু সে আগুনে স্বামীর মন গলে না।

সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়িতে এসে কিছু খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। তারপর তার নাক ডাকা শোনা যায়। শয্যাপার্শ্বে স্ত্রীর উষ্ণতা তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। ঘুম ভাঙ্গালেও বিরক্ত হয়।

সংসারের কাজের চাপে স্ত্রী স্বামীর সাথে সাথে শুতে পায় না। বউ-কাঁটকী শ্বাশুড়ীর কড়া নির্দেশে ফজরে সবার আগে উঠতে হয় এবং রাত্রে সবার শেষে শুতে যেতে হয়। উঠার সময় উদাসীন স্বামীকে বিছানায় ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়, শোবার সময় গিয়ে দেখে স্বামীর তখন দুপুর রাত। তারপরে নিজের ঘুমের কথাও ভাবতে হয়। প্রেমকেলির সময় কোথায়? সুতরাং শত আশা ও কামনা চেপে রেখে বুকের অসহ্য বেদনা নিয়ে সে কালাতিপাত করে।

পরহেযগার স্বামী। আল্লাহর পথে মাসের পর মাস জিহাদে অথবা দাওয়াতে থাকে। অতঃপর যখন বাড়ি আসে তখনও স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ থাকে না। দিনে রোযা রাখে, রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে। স্ত্রী তার মিলনের আশায় প্রহর গুনতে থাকে। সেজে-গুজে, পারফিউম-পাওডার মেখেও কোন কাজ হয় না। কারণ 'যার জন্য সাজন-ভাবন, সেই দেখে না চোখ তুলে।' অনেকে সাজতেই নিষেধ করে, তাতে নাকি দুনিয়ার সৌন্দর্য পছন্দ করা হয়। ফলে স্ত্রীর মনোসুখের ফুলকুঁড়ি অনায়াসে শুকিয়ে যায় যৌবনের জমিতে। বিছানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সে বিরহিনী নারী। যার আশায় সংসারে আসা, সেই কাছে আসে না।

'যাহারে কান্ডারী করি
সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু দিল না পদ
তরণীর অঙ্গে।'

অনুভূতিহীন মানুষের মতো কাছ বেয়ে পার হয়ে যায়, না অঙ্গরাগ তার অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে, আর না কমনীয় কামিনী-দেহের সৌন্দর্য-সৌরভ তার দৃষ্টি-মন আকর্ষণ করে! হয়তো-বা অনেক সময় সতীর অঙ্গভঙ্গি তার মনে বিরাগ ও সন্দেহ সৃষ্টি করে!

যেহেতু সে থাকে আল্লাহর ধ্যানে, দ্বীনের চিন্তায়, দাওয়াতের ফিকরে, যিক্‌রের পরিবেশে। স্ত্রী কাছে এলে হয়তো ধমকও খায়! আর এইভাবে পরহেযগার সাহেব অধিকারীর অধিকার নষ্ট করে। সে সওয়াবের চিন্তায় থাকে, কিন্তু সে জানে না যে, স্ত্রীর পরশেও সওয়াব আছে। সে মা-কে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু জানে না যে, একজনের হক ছিনিয়ে অপরকে দান করলে চুরিকৃত টাকা দান করা হয়। আল্লাহ, দ্বীন, মা-বাপ, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, মেহমান প্রভৃতি প্রত্যেকের নিজ নিজ হক আছে, আর যথার্থভাবে প্রত্যেকের হক আদায় করতে হয়। একজনের ভাগ

কেটে অন্যকে দিলে অন্যায় হয়।

নবী করীম ﷺ সালমান ও আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করেছিলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন,

(إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ).

'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।'

অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।" *(বুখারী ১৯৬৮-নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ-কে আমার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলেছি, 'আল্লাহর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায পড়ব।' সুতরাং তিনি আমাকে বললেন, "আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?" আমি বললাম, 'সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

(فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.)

"পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মতো।"

আব্দুল্লাহ বলেন, কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাউদ عليه السلام-এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না।" আমি

বললাম, 'দাউদের রোযা কেমন ছিল?' তিনি বললেন, "অর্ধেক জীবন।" অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, 'হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!'

তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল, তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন,

(أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي).

"তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪৬৯নং)*

উষমান বিন মাযঊন যখন সংসার ও স্ত্রী-বিরাগ প্রকাশ করলেন, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন,

(يَا عُثْمَانُ ، إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنفسكَ عَلَيْكَ حَقًّا).

"হে উষমান! আমাকে বৈরাগ্যবাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো?" উষমান ইবনে মাযঊন ؓ বললেন, 'না (আমি আপনার সুন্নত থেকে বিমুখ হয়ে যাইনি)।' তখন তিনি বললেন, "তাহলে আমার সুন্নত হলো, নামায পড়া ও ঘুমানো, রোযা রাখা ও না রাখা এবং বিবাহ করা ও (প্রয়োজনে) তালাক্ব দেওয়া। কাজেই যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে উষমান! তোমার পরিবারের তোমার উপর অধিকার রয়েছে এবং তোমার আত্মার তোমার উপর অধিকার রয়েছে।" *(দারেমী ২/১৩২, সিঃ সহীহাহ ৩৯৪নং)*

বলাই বাহুল্য,

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ--।'

এই হল আমার ধর্ম, এই হল আমার কর্ম। এতেও যে সওয়াব আছে। সওয়াবের আশাধারী নিজ স্ত্রীকে খোশ করেও যে সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। তার কামনার ডোরে বাঁধা একজন

নারীকে ব্যভিচার ও তার কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে অনেক সওয়াব লাভ করতে পারে।

একদা কিছু সাহাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে, যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে, যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে।' তিনি বললেন,

((أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إنَّ بكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقةً ، وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وفي بُضْعِ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)).

"আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।"

সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন,

((أرَأيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ أكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكَذلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلال كَانَ لَهُ أَجْرٌ)).

"কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।" *(মুসলিম ২৩৭৬নং)*

আল্লাহু আকবার! এ যেন সেই মূসা ﷺ-এর মায়ের মতো। যিনি নিজের ছেলেকে দুধ পান করিয়েছিলেন, অথচ ফিরআউনের নিকট তার পারিশ্রমিকও লাভ করেছিলেন।

কিন্তু হয়তো-বা অনেক স্বামীর যৌনক্ষুধাই থাকে না। অকালে যৌবন হারিয়ে ফেলে অথবা সওয়াবের আশায় (?) তা দমিয়ে রাখে অথবা দ্বিতীয় স্ত্রী বা উপপত্নীর কাছে তা মিটিয়ে ফেলে। ফলে যুলম সহ্য করতে হয় প্রথমাকে। অধিকার নষ্ট হয় তার। অথচ একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে পালি করার নিয়ম রয়েছে শরীয়তে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (١٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের প্রতি সমান ভালোবাসা তোমরা কখনই রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝোলানো অবস্থায় ছেড়ে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(নিসাঃ ১২৯)*

মনের ভালোবাসাকে ভাগ করে দিতে না পারলেও দেহের পরশকে ভাগ করে দিতে হবে। তা না পারলে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

«مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَان ، فَمَالَ إِلَى إحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشِقّه مَائِل».

"যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" *(আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/ ১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)*

অবশ্য চালাক স্ত্রী নিজ অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে। তার প্রতি স্বামীর বিরাগ লক্ষ্য করলে বিনিময়ে বিরাগ প্রকাশ না করে আকর্ষণ বর্ধন করে তার মনজয় করতে পারে। ঢেমনদের আচরণ সত্যই ঘৃণ্য, তা বলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন আচরণ ঘৃণ্য নয়। বরং এমন আচরণ ও প্রেমের অভিনয় করে উভয়ে সুখ লুটতে পারে।

যে অভিমান রক্ষা করে না, তার কাছে অভিমান করা অনর্থক। সুতরাং অভিমান করে কিছু চাওয়া বা পাওয়ার আশা করার স্থলে একটু সুকৌশলে তা আদায় করে নিতে পারে।

ধনলোভী স্বামীর স্ত্রীধনে লোভ থাকে। ফলে তার পৃথক ধন-সম্পত্তি থাকলে অথবা চাকরির বেতন থাকলে তা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অনেকে সে ধন হাতে করে অসহায় স্ত্রীর খাস অধিকার নষ্ট করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (নিসা ঃ ২৯)

পরিশেষে বলি, ভুল নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু সে ভুলের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। ভুলের মাসুলের জায়গায় যদি ক্ষমা হয়, তাহলেই সংসার সুখময় হয়ে ওঠে। সুতরাং মহান আল্লাহর এই বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত; তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٤) سورة التغابن

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (দ্বীনী বিষয়ে অন্যায় থেকে তওবা করলে ও পার্থিব বিষয়ক অন্যায়ে) তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(সূরা তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

দুর্বলদের অধিকার

দুর্বল মানুষদের বিশেষ অধিকার আছে সবলদের কাছে। অসহায় নারী, শিশু, অনাথ, পাগল, বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী, নিঃস্ব প্রভৃতি মানুষের অধিকার যার যেমন আছে, তার তেমন অধিকার আদায় করতে প্রত্যেক সবল মানুষ বাধ্য।

বিশেষভাবে নারী ও অনাথের অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে মহানবী ﷺ বলেছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ».

"হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।" *(আহমাদ ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮-নং)*

দুর্বলদেরকে দুর্বা ঘাসের মতো পদদলিত ক'রে কোন জাতি উন্নত ও সভ্য হতে পারে না। বরং দুর্বলদেরকে অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে দিয়ে কোন জাতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে না।

যেহেতু দুর্বলদের মাঝেই আছে এমন কিছু, যা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আকর্ষণ করে। এই জন্য আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

« ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ ».

"আমার জন্য তোমরা দুর্বলদেরকে খুঁজে আনো, কেননা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়।" *(আহমাদ ২১৭৩১, আবূ দাউদ ২৫৯৬, নাসাঈ ৩১৭৯, হাকেম ২৫০৯, বাইহাক্বী ৬৬১৫নং)*

দুর্বল বলে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বহু মানুষ।

বল নেই বলে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না।

অবলা বলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

অর্থ নেই বলে বহু ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যেহেতু সে অধিকার পেতে হলে ঘুস লাগে, বখশিস লাগে!

পরিচিত কেউ নেই বলে অধিকার বিনষ্ট হয়। যেহেতু সে অধিকার লাভ করতে হলে সুপারিশ লাগে, মাধ্যম লাগে, ব্যাকিং লাগে।

দুর্বলদের ভাগ্যে বঞ্চনাই সার। কিন্তু যে জাতির মাঝে বঞ্চিত মানুষ থাকে, সে জাতির উন্নয়নের কথা কি ভাবাও যেতে পারে?

যে রাজ্যে দুর্বলরা অধিকার আদায়ের কথা বললে তাদের আওয়াজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, সে রাজ্যে কি কোন স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে?

এক মরুবাসী (বেদুঈন) লোকের কাছে মহানবী ﷺ কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবাগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জান তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।' মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?" অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ করে দেব।" খাওলাহ বললেন, 'অবশ্যই দোব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।' মহানবী ﷺ বললেন,

(أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ).

"ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বাযযার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি এক ব্যক্তির নিকট ঋণী ছিলেন। লোকটি ঋণ আদায় করতে এসে মহানবী ﷺ কে কর্কশ ভাষায় কটু কথা শুনাতে শুরু করে দিল। তা দেখে সাহাবাগণ তাকে (ধমক দিয়ে) বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হকদারের কথা বলার অধিকার আছে। তোমরা ওর ঋণ শোধ করে দাও।" *(মুসলিম ১৬০১, আহমাদ)*

অবশ্যই অধিকার আদায়ে শরয়ী আদব ও ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে। তাতে কিন্তু সীমা লংঘন করা যাবে না। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য হক আদায় করতে চাইবে, তার উচিত, সে যেন সংযম ও সাধুতার সাথে তা আদায় চায়। তাতে সে তার হক পূর্ণ আদায় পাক অথবা আদায় না পাক।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২১, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৩৮৪নং)*

কত সুন্দর শান্তির দ্বীন ইসলাম! কী সুন্দর তার জীবন-ব্যবস্থা! হক আদায় করতে যেমন টালবাহানা বা গয়ংগচ্ছ করতে নিষেধ করেছে, তেমনি হক আদায় নিতেও গুন্ডামি বা উচ্ছৃঙ্খলতার আচরণ করতে নিষেধ করেছে। ভারসাম্য বজায় না রাখলে কি কোন সমাজের মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে?

নারীর অধিকার

নারী কারো কন্যা বা বোন

কন্যা বাড়ির সৌন্দর্য। পিতা-মাতার নয়নাভিরাম পুতুল। নারী কন্যা হয়ে তাদের জন্য জাহান্নামের পর্দা হয়।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যাকে (কোলে) বহন ক'রে আমার কাছে এল। আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম। অতঃপর সে তার কন্যা দু'টিকে একটি একটি ক'রে খুরমা দিল এবং সে নিজে খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল। কিন্তু তার কন্যা দু'টি সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে ইচ্ছা করেছিল, সেটিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে তাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিল। সুতরাং তার (এ) অবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলাম। নবী ﷺ বললেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজেব ক'রে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ৬৮৬৩নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে,

« مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ».

"যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।" *(বুখারী ৫৯৯৫, মুসলিম ৬৮৬২নং)*

নারী কারো স্ত্রী বা অর্ধাঙ্গিনী

নারী স্ত্রী হয়ে পুরুষের অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। যৌবনের দাপটে দ্বীন অমান্য হয়। মন বিক্ষিপ্ত হয়, নানাভাবে পাপ হয়, চরিত্র নষ্ট হয় ইত্যাদি। কিন্তু বিবাহ করলে সাধারণতঃ এ সব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই জন্যই মহানবী ﷺ উম্মতের সামর্থ্যবান যুবকদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন,

(إذا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الباقِي).

"বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার

অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৪৩০ নং)*

পৃথিবীর অস্থায়ী এ সংসারে পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদই হল পুণ্যময়ী স্ত্রী।

নারী কারো মা

পরিশেষে মা হয়ে পুরুষের জান্নাত হয় সে। মায়ের পদতলে থাকে পুরুষের বেহেশ্ত।

জাহেমাহ ﷺ মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন,

(فَالْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا).

"তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮নং)*

নির্যাতিত নারী

কিন্তু পার্থিব জাহেলী চিন্তাধারায় নারী অনেক মানুষের কাছে অবহেলিতা, বঞ্চিতা, নির্যাতিতা।

কন্যা বা বোন অবস্থায় পুরুষ তাকে পছন্দ করে না। তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কোন খেয়াল করে না। আধুনিক সভ্যতার যুগে পণ ও যৌতুক প্রথার কারণে তাদের কাছে নারী আরো অবাঞ্ছিতা। তাদের মন বলে,

'কন্যা ঘরের আবর্জনা, পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
রক্ষণীয়া পালনীয়া শিক্ষণীয়া আদৌ নয়।'

এই জন্য তাদেরকে শিক্ষার জায়গায় কাজে লাগায়, অবৈধ ব্যবসা এমনকি বহু হতভাগা বাপ-ভাই দেহ-ব্যবসাতেও নারীকে বাধ্য করে! শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। বঞ্চিত করে সুস্থ, পবিত্র ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে। পরিশেষে নারী কারো 'বউ' বা 'মা' হওয়ার অধিকারটুকুও হারিয়ে বসে। চির কলঙ্ক নিয়ে নারী অভিশপ্ত জীবন অতিবাহিত করে।

তবে এতে যে শুধু পুরুষই দায়ী, তা নয়। বরং অনেক সময় নারীর মা নারীও দায়ী থাকে। অবৈধ ব্যবসার পথ দেখায় সেই-ই।

স্ত্রী অবস্থায় নারীর অধিকার হরণ করা হয় তার মোহর আদায় না দিয়ে। উপরন্তু পণ বা যৌতুক নিয়ে বিবাহ ক'রে পুরুষ তার অবমাননা করে। যেন লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাই নারীর ভাগ্য! বকেয়া যৌতুককে কেন্দ্র ক'রেও নারী কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে শ্বশুর-বাড়িতে।

কত নারীকে স্বাভাবিক সুখ থেকে বঞ্চিতা করা হয়।

কত নারীর উপর দৈহিক অত্যাচার করা হয়।

কত নারীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

কত নারীকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়।

কত নারীকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়।

এ বধূ-নির্যাতনেও কিন্তু কেবল পুরুষ নয়, শাশুড়ী-ননদ রূপী নারীর ভূমিকা থাকে অনেক বেশি।

বহু জাঁদরেল স্বামীও নারীর মর্যাদা রাখে না। সামান্য ভুল হলেই গালিমন্দ ও মারধর লেগেই থাকে। তার খিদমত, তার সাত গুষ্ঠির খিদমতে কোন ত্রুটি হলে আর রেহাই নেই।

নির্যাতন ও বঞ্চনা তার প্রাপ্য জোটে।

অনেক হতভাগা স্বামী নিজ স্ত্রীকে দেহ-ব্যবসায় নামতে বাধ্য করে! অর্থই যার মূল লক্ষ্য হয়, তার আবার ঈর্ষা কিসের?

পরকীয়ার প্রেমে পড়ে অথবা একাধিক বিবাহ ক'রে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়। পবিত্র প্রেম ও যৌন-সুখের অধিকার থেকে বঞ্চিতা করা হয়।

স্বামীর কোন অন্যায় বা অবিচারে প্রতিবাদ করলে তালাকের হুমকি দেওয়া হয়। বহু নারী এইভাবে বিবেকহীন পুরুষদের খাঁচায় আবদ্ধ থেকে আজীবন খোঁচা খেতে থাকে। তার মন বলে,

'কত কাজ করি সংসারে,
তবু কেন নির্যাতিতা হই বারেবারে?'

মা অবস্থায় নারী সন্তানদের কাছে বৃদ্ধকালে অবহেলিতা হয়। নারী হয়ে বউ একজন অসহায় নারীর খিদমত করে না। বরং সংসার ভেঙ্গে পৃথক হয়ে যায় অথবা তার মরণের দিন গুনতে থাকে!

দুটো ভাত মিললেও বড় লাঞ্ছনার পর মেলে। নতুবা শেষমেষ তার ঠাঁই হয় শহরের বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে। তার পরেও কি কেউ তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়? ছেলে-বউয়ের সময় কোথায়? তারা যে নির্ঝঞ্ঝট সুখী সংসার করে! একজন নারী হয়ে একজন পুরুষকে তার জান্নাত থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। পুরুষ সেখানে নিরুপায় অথবা মেড়া হয়ে স্ত্রীর আঁচল ধরে সংসার করে। আর মা? যে মায়ের অধিকার বাপের তুলনায় তিনগুণ বেশি, সেই মা চোখে অশ্রু নিয়ে কালাতিপাত করে।

অসহায় নারী নিয়ে রূপ-ব্যবসা চলে, চলে বিনোদন-ব্যবসা ও দেহ-ব্যবসা। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রি করা হয় কোন নিষিদ্ধ পল্লী অথবা কোন দাসী-প্রার্থী বড়লোকের কাছে। দেশ থেকে বিদেশে তাকে পাচার করা হয়।

বাইরে গেলে নারী ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি, যৌনহয়রানি, কটূক্তি, অশ্লীল ইঙ্গিত ইত্যাদির শিকার হয়। অনেক সময় ধর্ষণ তথা গণধর্ষণের শিকার হয়। অথচ শারীরিক নির্যাতনের শিকারের কারণ অনেকটা তার কাছে থাকলেও তার ফলে যৌন-নির্যাতনের অধিকার লম্পটরা পেয়ে বসে না। কিন্তু বহু অর্থলোভী নারী-পুরুষের রূপ-ব্যবসা এবং অনেক অসভ্য আলোকপ্রাপ্তার বেসামাল চালচলনের কারণে ইভটিজিং ও ধর্ষণ বেড়ে চলেছে। আর তার সাথে লম্পটদের মনে আরো সুড়সুড়ি দিচ্ছে নানা প্রচার-মাধ্যম; টিভি-চ্যানেল ও ইন্টারনেট।

নারী-নির্যাতনের আরো কত রূপ আছে সমাজে। অসহায় নারী তার শিকার হয়ে কখনো পুরুষকে দোষ দেয়, কখনো সমাজ বা ধর্মের ঘাড়ে দোষ চাপায়, কখনো নারী-সংগঠন করে, কখনো পশ্চিমাদের প্রলোভনের শিকার হয়। অনেক সময় সে নির্যাতিতা নারী কলমবাজ হলে বহু মূল্য দিয়ে তার কলম কিনে নেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে যে নারী সুখী সংসার পায়, তার কোন অধিকার আদায়ের জন্য কোন আন্দোলন করতে হয় না। অসহায় অথবা স্বেচ্ছাচারী মহিলারাই এই শ্রেণীর সংগঠন ও আন্দোলনের মুখাপেক্ষিণী হয়। অথচ ইসলামী শরীয়তে প্রত্যেকের অধিকার ন্যায়ভাবে বন্টিত আছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ).

"হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী।" *(আহমাদ ৯৬৬৬, নাসায়ী ৯১৪৯নং)*

কিন্তু যারা ইসলাম মানে না, অথবা আংশিক মানে, তাদের কাছে কি সকল অধিকার আদায় পাওয়ার আশা করা যায়?

অতীব দুঃখের বিষয় যে, ইসলামকে অনেকে দূর থেকে ভুল বুঝে মনে করে যে, ইসলাম নারীর অধিকার হরণ করেছে। ইসলাম নারীর প্রতি অন্যায় করেছে!

পরন্তু ইসলাম হল মহান সৃষ্টিকর্তার মনোনীত ধর্ম। আর তাঁর বিধান মানুষের জীবন-সংবিধান। তাঁর বিধানে ভুল বা অন্যায় থাকতে পারে না। সে কথা তিনি নিজে বলেছেন,

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} (٤٦) سورة فصلت

অর্থাৎ, যে সৎকাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর তোমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের প্রতি কোন যুলুম করেন না। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৬, আরো দেখুন ঃ আলে ইমরান ঃ ১৮২, আনফাল ঃ ৫১, হাজ্জ ঃ ১০, ক্বাফ ঃ ২৯)*

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (٤٤) سورة يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে থাকে। *(ইউনুস ঃ ৪৪)*

বিশ্ববিধাতার বিচারে কোন যুলুম থাকতে পারে না। যেহেতু তিনি পরম করুণাময়। 'সমুদ্রের তল আছে পার আছে তার, অপার অগাধ মাতৃস্নেহপারাবার।' কিন্তু তাঁর করুণা মাতৃস্নেহ থেকেও অনেক বেশি, তুলনাহীন, অসীম, অনুপম।

উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন,

« لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ».

"এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" *(বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ৭১৫৪নং)*

তিনি মানুষকে প্রশ্ন করছেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (٨) سورة التين

অর্থাৎ, আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? *(তীন ঃ ৮)*

মানুষ যেন তার উত্তরে বলছে, 'না-না। মানুষের সৃষ্টিকর্তার বিচার সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। বরং মানুষের সুখের জন্য মানুষের রচিত সংবিধান অনুযায়ী বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।' কিন্তু মহান আল্লাহ বিশ্বাসী মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٥٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাক্-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? *(মায়িদাহ ঃ ৫০)*

ঈমান না রেখে ঈমানহীন মনে নানা সন্দিহান উঁকি মারে ইসলামের বিরুদ্ধে।

কেউ বলে একাধিক বিবাহ বৈধ ক'রে ইসলাম নারীর প্রতি অন্যায় করেছে।

আমরা বলি মোটেই না। নারীর বোঝা হাল্কা করার জন্যই শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিবাহ বৈধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (٣) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী। *(নিসাঃ ৩)*

বলা বাহুল্য, ইসলাম শান্তির ধর্ম। সংসার-ধর্মে শান্তি আনয়নের জন্যই একাধিক এবং সর্বাধিক চারটি বিবাহ বৈধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তা যদি অশান্তির কারণ হয়, তাহলে একটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে।

কিন্তু বিধান না মেনে যদি কোন মুসলিম নিজ পরিবারে অশান্তির বোঝা বহন করে এবং সেখানে কোন মহিলা কষ্ট পায়, তাহলে তার জন্য ইসলাম দায়ী হবে কেন? দেশে আইন-প্রশাসন থাকতেও যদি সমাজ-বিরোধী তথা দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য থাকে, তাহলে তাতে দেশের দোষ হবে কেন? দেশ যালেম হবে কেন?

ইসলাম পুরুষকে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে, তা বলে অবৈধ কর্তৃত্ব দেয়নি। সুতরাং কেউ যদি সেই কর্তৃত্বের অপব্যবহার ক'রে সংসারে স্ত্রীর সাথে অশান্তি বাধায়, তাহলে তাতে ইসলামের কী দোষ?

তালাক্বকে শুধু ইসলামই বৈধতা দেয়নি। আধুনিক আইনেও তা বৈধতা পেয়েছে। তালাক্ব তো ইমার্জেন্সি গেটের মতো। একান্ত জরুরী অবস্থায় তা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যদি কোন মুসলিম সঠিক বিধান না মেনে নিজ খেয়াল-খুশি অনুযায়ী তালাক্ব দেয়, তাহলে তাতে ইসলামের দোষ কী?

ত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থায় মহান আল্লাহ যার যা প্রাপ্য তা প্রদান করেছেন। সেখানে মেয়েকে কম দেওয়ার কারণ জ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না।

মেয়েদের উপর পুরুষের ভরণপোষণ ফরয করা হয়নি, মহিলার সকল দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরুষের ঘাড়ে। সেটাও যেমন অন্যায় নয়, তেমনি ভাগ বন্টনে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক অংশ দেওয়াও অন্যায় নয়।

অন্যান্য অধিকারে সমতার দাবী সেই মহিলাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হতে থাকে, যাদের পুরুষ নেই অথবা যারা পুরুষ-নির্ভর হতে চায় না অথবা পুরুষের কাছে অবহেলিতা অথবা তার হাতে নির্যাতিতা হয়েছে। চাকরি ও ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে তাদেরকেই বেশি তৎপর হতে দেখা যায়। অথচ ইসলামে তাদের জন্যও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আছে।

নারী-স্বাধীনতা ও পর্দার বিধানে নারীর অধিকার নষ্ট করেনি ইসলাম। নারীর পছন্দ করে বিয়ে করার অধিকার আছে। তালাক্ব নেওয়ারও অধিকার আছে। কোন অভিভাবক তার সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে না।

তবে স্বাধীনতার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। লেবাস-পোশাকের স্বাধীনতা মানে বেহায়া ও বেলেল্লাপনা নয়। চাল-চলনের স্বাধীনতা মানে যৌন-স্বাধীনতা নয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানে

অপরের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ নয়।

যারা দ্বীনকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বিরোধী ও দ্বীনদারকে পরাধীন মনে করে, তারা এক রকম ঠিক বললেও, সে পর হল স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর অধীনে জীবনযাপন মানুষের পরাধীনতা নয়, বরং মুক্ত জীবনের সুশৃঙ্খলতা। পক্ষান্তরে যারা দ্বীনহীন স্বাধীন জীবন চায়, তাদের জীবন বিশাল সমুদ্রে অবাধ বিচরণশীল সেই জলজাহাজের মতো, যার কম্পাস নেই, মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান সেই স্বাধীন ঘুড়ির মতো, যার সুতো লাটাইয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত!

অনাথের অধিকার

যে নাবালক-বালিকার পিতামাতা অথবা তাদের একজন মারা যায়, সাবালক-বালিকা হওয়ার পর্যন্ত তাদেরকে অনাথ বা এতীম (ইয়াতীম) বলা হয়। ইসলামে এমন অসহায় বালক-বালিকার অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকার যাতে আদৌ নষ্ট না হয়, তাদের অজ্ঞানতা ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কেউ যেন সে অধিকার হরণ না করে, তার তাকীদ দিয়েছে ইসলাম।

এতীমের অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে প্রায় তেইশ জায়গায় তার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাই তাঁর প্রিয় নবীকে এতীম করেছিলেন।

এতীম তো সেই, যার মাথা থেকে অভিভাবকের ছায়া সরে যায়। যাকে লালন করার মতো সহায় হারিয়ে যায়। যাকে স্নেহাদর করার মতো মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যাকে স্বার্থহীন বুকভরা ভালোবাসার মতো কেউ থাকে না।

যার অধিকার আদায় করে দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। যার মা থাকে না, তাই গাঁ থাকে না। যার বাপ থাকে না, তাই দাপ থাকে না।

যার ভগ্ন হৃদয়ে আশার বাসা ভেঙ্গে যায়। যাকে শিক্ষা ও আদব দেওয়ার ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামায় না। যাকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না।

যার সম্পত্তি থাকতেও ফসল আসে না। যার ব্যবসা থাকতেও লাভ হয় না। যার অধিকার থাকতেও তা রক্ষা হয় না। যে জীবন-যাত্রার পদে পদে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী।" *(আহমাদ ২/৪৩৯, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০১৫নং)*

সুতরাং অনাথ হলেও ইসলাম তার অধিকার দিয়েছে এবং মুসলিমকে তার তত্ত্বাবধায়ক হতে নির্দেশ দিয়েছে। তার অধিকার নষ্ট করলে শাস্তির হুমকি দিয়েছে এবং তার অধিকার আদায় করলে উত্তম বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ}

অর্থাৎ, আর (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন বনী ইস্রাইলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামাযকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু

স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে অগ্রাহ্য ক'রে (এ প্রতিজ্ঞা পালনে) পরাঙ্মুখ হয়ে গেলে। *(বাক্বারাহ ঃ ৮৩)*

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا} (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। *(নিসা ঃ ৩৬)*

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা এতীমের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে না। স্নেহ-মায়া-মমতাহারা বালক-বালিকার সুখ আনয়নের প্রতি কোন আগ্রহ দেখায় না। অতঃপর যখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন শাস্তি আসে, তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগ আনে। কিন্তু তাদের উপর সে শাস্তির চাবুক কি এমনি হানা হয়?

{كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ} (١٧) سورة الفجر

"না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনকে সমাদর কর না।" *(ফাজর ঃ ১৭)*

তাই অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা তাদের বিপরীত। যারা এতীমের কদর করে। এতীমের পরিচর্যা করে। তাকে দেখাশোনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তারা আল্লাহর বান্দা হয়ে পিতৃহীন অসহায় বান্দার অধিকার আদায় করে। তারা সৎকর্মশীল আল্লাহ-ভীরু বান্দা।

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (٨) سورة الإنسان

তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে। (তারা বলে,) 'শুধু আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।' পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দেবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, তারা সেখানে রৌদ্রতাপ অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। তাদের উপর ঘুরানো করা হবে রৌপ্যপাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র। রূপালী স্ফটিক-পাত্র, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে শুঁঠ-মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝরনার, যার নাম 'সালসাবীল'। (দাহর ঃ ৮- ১৮)

তাদের বিপরীত এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা এতীমদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে। সে আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, তত্ত্বাবধানাধীন হোক বা না হোক, প্রতিবেশী হোক অথবা এতীমখানার আবাসিক। রূঢ় ব্যবহার প্রদর্শন করে তাদের প্রতি। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশ হল,

{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } (٩) سورة الضحى

"তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না।" *(যুহা ঃ ৯)*

পরন্তু এ স্বভাব মুসলিমদের নয়। এ স্বভাব ও প্রকৃতি হল তাদের, যারা পরকাল ও হিসাবে বিশ্বাস রাখে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّين (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} (٢) سورة الماعون

"তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (দ্বীন বা) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে? সে তো ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।" *(মাঊন ঃ ১-২)*

এতীমদের প্রতি অনুগ্রহ করাই মুসলিমের চরিত্র। তাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেই চেষ্টা করাই মু'মিনের আদর্শ। তারা পর কেউ হলেও তাদেরকে নিজের ছোট ভাই মনে করা ঈমানদারের কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٢٢٠) سورة البقرة

"লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে; বল, তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তাহলে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" *(বাক্বারাহ ঃ ২২০)*

এতীমের মাল-সম্পত্তির দেখাশোনার দায়িত্বভার যে গ্রহণ করবে, তার উচিত এই চেষ্টা রাখা যে, তা যেন কোন প্রকারে নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে না যায়। তা বর্ধমান হয় এবং হ্রাসমান না হয়। সুতরাং অর্থ ব্যবসায় লাগিয়ে বাড়ানো কর্তব্য, যাতে বছর বছর যাকাত আদায়ের ফলে তা কম হতে না থাকে। ফসলের জমি হলে তা চাষে লাগিয়ে ফসল বিক্রি করে অর্থ বৃদ্ধি করা উচিত।

আর কোন সময় মাথায় যেন এ কথা না আসে যে, এতীমের মাল যেনতেনপ্রকারেণ হালাল করে নেব। অসদুদ্দেশ্যে সে মালের নিকটবর্তী হওয়াও হারাম। মহান আল্লাহ বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (١٥٢) سورة الأنعام

"পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" *(আন্আম ঃ ১৫২)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (٣٤) سورة الإسراء

"সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৪)*

এতীমের মাল ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাতে অবহেলা করা যাবে না। বরং আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, যাতে ক্ষতির হাত হতে তা রক্ষা করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা চোর-ছ্যাঁচড়ের হাত হতে নিরাপদ রাখা যায়। যেমন আল্লাহর নবী খিযির ﷺ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (٧٧) سورة الكهف

অর্থাৎ, (মূসা ও খিযির) উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে খাদ্য চাইল; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে ওটাকে সোজা খাড়া করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' *(কাহফ ঃ ৭৭)*

ঐ জনপদবাসী তাঁদেরকে মেহমানরূপে গ্রহণ না করলেও তাদেরই দুটি সদস্যের নিঃস্বার্থ উপকার করলেন। কারণ স্বরূপ খিযির ﷺ মূসা ﷺ-কে বললেন,

{وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا} (٨٢) سورة الكهف

"আর ঐ প্রাচীরটির (কথা এই যে,) ওটা ছিল নগরবাসী দুই এতীম বালকের, ওর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপূর্বক ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজের তরফ থেকে সেসব করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা।" *(কাহফ ঃ ৮২)*

অনাথের মাল অনাথকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। ছল-বাহানা করে নিজের মালের সাথে মিশিয়ে আত্মসাৎ করা যাবে না। চালাকি করে তা হালাল গণ্য করা যাবে না। মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

{وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (٢) سورة النساء

"আর পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত ক'রে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ।" *(নিসা ঃ ২)*

তবে যথাসময়ে তা ফেরত দিতে হবে। বুদ্ধিসম্পন্ন ও সাবালক হওয়ার আগে নয়। যখন তাকে তার মাল ফেরত দিলে, সে অপচয় করবে অথবা নষ্ট করবে বলে মনে হলে, তাকে তা দেওয়া যাবে না। মহান আল্লাহর আদেশ,

{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (٥) سورة النساء

"আর আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে-- যা তোমাদের উপজীবিকা (জীবনযাত্রার অবলম্বন) করেছেন-- তা নির্বোধদের (হাতে) অর্পণ করো না। তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা

কর এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বল।” *(নিসা ঃ ৫)*

সুতরাং নিজের ধন-সম্পদ নিজে বুঝে নিয়ে রক্ষা করতে পারবে মনে হলে, তার ধন-সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দিয়ে ফেরত দিতে হবে।

সাবালক হওয়া ও মাল ফেরত দেওয়ার আগে তা কুক্ষিগত করার প্রয়াস রাখা চলবে না।

অবশ্য খরচ হিসাবে ন্যায়সঙ্গত পাওনা তত্ত্বাবধায়ক অবশ্যই পাবে। তবুও সে যদি অভাবমুক্ত হয়, তাহলে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই উচিত।

সবশেষে যখন অনাথকে তার মাল-সম্পত্তি বুঝিয়ে ফেরত দেবে, তখন তত্ত্বাবধায়কের উচিত সাক্ষী রাখা। যাতে পরে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না ওঠে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} (٦) سورة النساء

“পিতৃহীনদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে, তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় ক’রে ও তাড়াতাড়ি ক’রে তা খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ, তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন, সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।” *(নিসা ঃ ৬)*

এতীমদের মালের ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশাদি দেওয়ার পর “হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট” বলার অর্থ হল, যতদিন পর্যন্ত এতীমের মাল তোমার কাছে ছিল, তুমি কীভাবে তার হিফাযত করেছ এবং যখন তার মাল তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ, তখন তার মালে কোন কম-বেশী বা কোন প্রকার হেরফের করেছ কি না? সাধারণ মানুষ তোমার বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে জানতে না পারলেও মহান আল্লাহর নিকট তো কিছু গোপন নেই। যখন তোমরা তাঁর কাছে যাবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের হিসাব নেবেন। *(আহসানুল বায়ান)*

এই জন্য এতীমের তত্ত্বাবধান বড় ভয়ানক দায়িত্ব। বড় শক্ত মানুষ ছাড়া তা পালন করা অন্য কারো জন্য সহজ নয়। ধন-মাল হল সবুজ-শ্যামল ঘাস-পাতার মতো। আর এ ব্যাপারে মানব-মন হল তৃণভোজী প্রাণীর মতো। সুদৃঢ় ঈমানী মনোবল ছাড়া নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বড় কঠিন। তাই তো আবূ যার্র সাহাবী ﷺ-কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছিলেন,

« يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ».

“হে আবূ যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই ভালবাসি, যা আমি নিজের জন্য ভালবাসি। (সুতরাং) তুমি অবশ্যই দু’জনের নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।” *(মুসলিম ১৮২৬নং, আবূ দাঊদ প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন, “তোমরা সাত প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে দূরে থাক।” লোকেরা বলল, ‘সেগুলো কী কী? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, (১) “আল্লাহর সাথে শির্ক করা। (২) যাদু করা। (৩) অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা করা, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। (৪) সূদ খাওয়া। (৫) এতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা। (৬)

ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে (রণক্ষেত্র) থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে পলায়ন করা। (৭) সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮-৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّـهَ وَلْيَقُولُـواْ قَـوْلاً سَـدِيدًا (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (١٠)

"আর (পিতৃহীনদের সম্পর্কে) মানুষের ভয় করা উচিত, যদি তারা পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত, (তাহলে) তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। অতএব লোকের উচিত, (এতীম-অনাথ সম্পর্কে) আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়-সঙ্গত কথা বলা। নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। *(নিসা ৪ ৯- ১০)*

অজ্ঞ, অসহায় ও দুর্বল দেখে এতীমের প্রতি যার দয়া হয় না, তার ভেবে দেখা উচিত, যদি সে মারা যায় এবং তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকে এবং তাদেরকে কেউ ঠকিয়ে তাদের ধন-সম্পত্তি হাত করে নেয়, অথবা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করে, অথবা তাদেরকে লোকের দ্বারস্থ হয়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে হয়, অথবা ক্ষুধার তাড়নায় অখাদ্য ভক্ষণ করতে হয়, অথবা দুঃখের জ্বালায় উজ্জ্বল দিনেও অন্ধকার দেখে, অথবা কষ্টে তাদের দু চোখে ঝরনার ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, তাহলে সে কি তা চাইবে? কক্ষনো না। সুতরাং সে কীভাবে অন্যের এতীমদের প্রতি ঐ অন্যায়াচরণ করতে পারে, যা নিজের সন্তানদের জন্য পছন্দ করে না?

এতীমের প্রতি কোনভাবেই অন্যায় করা যাবে না, এমনকি তাকে একান্ত আপনজন বানিয়েও প্রবঞ্চিত করা যাবে না। ইসলাম প্রাক্কালে বিত্তশালিনী ও রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী এতীম কন্যা কোন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থাকলে, সে তার বিত্ত ও সৌন্দর্য দেখে তাকে বিবাহ ক'রে নিত, কিন্তু তাকে অন্য নারীদের ন্যায় সম্পূর্ণ মোহর দিত না। মহান আল্লাহ এ রকম অবিচার করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা ঘরের এতীম মেয়েদের সাথে সুবিচার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিবাহই করবে না। অন্য মেয়েদেরকে বিবাহ করার পথ তোমাদের জন্য খোলা আছে। *(বুখারী ২৪৯৪নং)* এমন কি একের পরিবর্তে দু'জন, তিনজন এবং চারজন পর্যন্ত মেয়েকে তোমরা বিবাহ করতে পার। তবে শর্ত হল, তাদের মধ্যে সুবিচারের দাবী যেন পূরণ করতে পার। সুবিচার করতে না পারলে, একজনকেই বিয়ে কর অথবা অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী নিয়েই তুষ্ট থাক। সুতরাং তাঁর নির্দেশ এল,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (٣) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী। *(নিসা ৪ ৩)*

কিন্তু আরো একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায় বিবেকবানের মনে, যদি কোন ধনবতী এতীম মেয়ে

কুশ্রী হয় এবং তার ফলে তার অভিভাবক বা তার সাথে শরীক অন্য ওয়ারেসরা তাকে বিবাহ করতে অপছন্দ করে। অথচ অন্য কোথাও তার বিবাহও না দেয়; যাতে অন্য কোন ব্যক্তি যেন তার বিষয়-সম্পত্তিতে শরীক হতে না পারে, তাহলে সেটা কি অন্যায় নয়?

অবশ্যই। মহান আল্লাহ প্রথম অবস্থার মত যুলুমের এই দ্বিতীয় অবস্থাকেও নিষিদ্ধ ক'রে বললেন,

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} (١٢٧) سورة النساء

অর্থাৎ, লোকে তোমার নিকট নারীদের বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন। এবং যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ ক'রে শোনানো হয়, তা ঐ সকল পিতৃহীন নারীদের বিধান, যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী (নও)। আর অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে বিধান এই যে, ন্যায়পরায়ণতার সাথে তোমরা পিতৃহীনদের তত্ত্বাবধান কর। এবং তোমরা যে কোন সৎকাজ কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন। *(নিসাঃ ১২৭)*

মোটের উপর কথা এই যে, অনাথ বালক-বালিকার প্রতি অন্যায়াচরণ করা কঠিন শাস্তিযোগ্য মহাপাপ। পক্ষান্তরে তাদের প্রতি সুবিচার করা, তাদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করা, তাদের ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাদেরকে সুশিক্ষা দেওয়া ও তাদের সঠিক অভিভাবকত্ব করা বড় সওয়াবের কাজ। পরকালে তার বিনিময়ে পাওয়া যাবে বিশাল মর্যাদা।

সাহল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا).

"আমি ও এতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব।" এ কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা ক'রে দেখালেন। *(বুখারী ৫৩০৪নং)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক; আমি এবং সে জান্নাতে এ দু'টির মত (পাশাপাশি) বাস করব।" বর্ণনাকারী মালেক বিন আনাস তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। *(মুসলিম ৭৬৬০নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)*

এতীমের প্রতি করুণা করলে মানুষের হৃদয় করুণাময় হয় এবং করুণাময় আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেন। তার মনের আশা পূরণ করেন। একদা আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবী আবূ দারদা ﷺ-কে বললেন, "তুমি কি চাও, তোমার হৃদয় নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? এতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তার মাথায় (সস্নেহে) হাত বুলাও, তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াও, তাহলে তোমার হৃদয় নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৮০নং)*

মেহমানের অধিকার

যে বহিরাগত আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আসে, সে মেহমান। আর আপনি মেজবান। আপনার উপর মেহমানের কিছু অধিকার আছে।

তার মধ্যে সর্বপ্রথম অধিকার হল, সে আপনার বাড়িতে এলে আপনি থাকে খোশ-আমদেদ (স্বাগত) জানিয়ে বরণ করবেন। অতঃপর তার কুশল জিজ্ঞাসা করে তার খাতির ও সম্মান করবেন।

আমাদের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নবী ﷺ মেহমান-নেওয়াজ ছিলেন। সে কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন মা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। জিবরীলকে দেখে হিরা গুহা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যখন মহানবী ﷺ তাঁর কাছে ফিরে এসে বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

(كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ).

অর্থাৎ, কক্ষনো না। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দেন, মেহমানের খাতির করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন। *(বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২নং)*

আল-কুরআনে ইব্রাহীম ﷺ-এর মেহমান-নেওয়াজীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায়, মেহমান-নেওয়াজী নবী-রসূলগণের তরীকা। আর সে জন্যই তাঁদের অনুসারীদের তরীকাও সেটাই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ ».

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(মুসলিম ৪৮-নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ.)

"যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন নিজ মেহমানের পারিতোষিক-সহ সম্মান করে।"

বলা হল, 'পারিতোষিক কী হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন,

يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ).

"(মেহমানের পারিতোষিক হল) এক দিন-রাত। মেহমান-নেওয়াযী তিন দিন। আর তার বেশী হল সদকাহ স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ৬০১৯, মুসলিম ৪৬১০নং)*

উযমান বিন মাযউন ﷺ আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন। সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "হে উযমান! আমাকে সন্ন্যাসবাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?" উসমান বললেন, 'না হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার তরীকা হল, আমি (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই, (কোনদিন) রোযা রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, বিবাহ করি ও তালাক দিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে উযমান! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে....।" *(আবূ দাউদ ১৩৭১নং, প্রমুখ)*

তিনি আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আসকে ﷺ-কে বলেছিলেন, "আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?" আমি বললাম, 'সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

"তাহলে পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে।" *(বুখারী ১৯৭৫, মুসলিম ২৮০০নং)*

মেহমানের একটি অধিকার হল, তাকে দাওয়াত দেবেন। ধনী-গরীব সকলকে দাওয়াত দেবেন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

((بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ المسَاكِين)).

অর্থাৎ, অলীমার খাবার নিকৃষ্ট খাবার, যাতে বিত্তশালীদেরকে ডাকা হয় এবং দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। *(বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ৩৫৯৪নং)*

মেহমান দাওয়াত দিলে, তা কবুল করবেন। কোন ওযর ছাড়া তা বর্জন করবেন না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ».

"যখন তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা (কোন আপত্তিকর ব্যাপার না থাকলে সাদরে) গ্রহণ করে। আর সে যদি রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দুআ করে। আর যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে যেন আহার করে। *(মুসলিম ৩৫৯৩নং)*

(لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

অর্থাৎ, "যদি আমাকে ছাগলাদির পায়া অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেওয়া

হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব।" *(বুখারী ২৫৬৮নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদেরকে ছাগলের পায়ার জন্যও দাওয়াত দেওয়া হলে, তোমরা তা কবূল কর।" *(৩৫৯০নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেছেন, "একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে; সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জওয়াবে ('আলহামদু লিল্লাহ' বলা শুনলে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।" *(বুখারী ১২৮০নং, মুসলিম ২১৬২নং)*

মহানবী ﷺ রোযা অবস্থায় থাকলেও বিবাহ ও অন্যান্য দাওয়াতে উপস্থিত হতেন। *(বুখারী ৫১৭৯, মুসলিম ১৪২৯ প্রমুখ)*

যেহেতু সেটা মেহমানীর হক। গরীব হলেও তার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজেব।

মেহমান এলে, তাকে দেখে খোলা মনে মেযবানের খুশী প্রকাশ করা এবং তাকে এমন কথা বলে স্বাগত জানানো উচিত, যাতে সেও খোশ হয় এবং সকল প্রকার দ্বিধা ও সংকোচ তার মন থেকে দূর হয়ে যায়। আসন ছেড়ে উঠে যাওয়া সুমহান চরিত্রের পরিচায়ক।

রসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। তদনুরূপ তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। *(আবূ দাউদ ৫২১৭, তিরমিযী ৩৮৭২নং)*

যথাসাধ্য মেহমানকে উত্তম পানাহার করতে দেওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে আল্লাহর রসূল ইব্রাহীম عليه السلام-এর মেহমান-নেওয়াজীর কথা উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ) (٢٧)

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলল, 'সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক।' অতঃপর ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?' *(যারিয়াত ঃ ২৪-২৭)*

সাহাবাগণের মধ্যে এমনও লোক ছিলেন, যাঁরা নিজে না খেয়ে মেহমানকে খেতে দিয়েছেন। আর তাঁদের এই আদর্শমূলক কর্ম দেখে মহান আল্লাহ তাজ্জব প্রকাশ করেছেন নিজ নবীর কাছে।

আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি।' আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সঙ্গে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।' অতঃপর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সকল (স্ত্রী)ই ঐ একই কথা বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কোন কিছুই নেই।' তারপর নবী ﷺ বললেন,

"আজকের রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে?" এক আনসারী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করব।' সুতরাং তিনি তাকে সাথে ক'রে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আনসারী) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি?' তিনি বললেন না, 'কেবলমাত্র বাচ্চাদের খাবার আছে।' তিনি বললেন, 'কোন জিনিস দ্বারা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন রাত্রে খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। অতঃপর যখন আমাদের মেহমান (ঘরে) প্রবেশ করবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং তাকে দেখাবে যে, আমরাও খাচ্ছি।' সুতরাং তাঁরা সকলেই খাওয়ার জন্য বসে গেলেন; মেহমান খাবার খেল এবং তাঁরা দু'জনে উপবাসে রাত কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি সকালে নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, "তোমাদের দু'জনের আজকের রাতে নিজ মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন!" *(বুখারী ৩৭৯৮, মুসলিম ৫৪৮০নং)*

আল্লাহু আকবার? এ হল সেই শ্রেণীর মানুষদের বিরল দৃষ্টান্ত, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٩)

অর্থাৎ, আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। *(হাশ্‌র ঃ ৯)*

এই শ্রেণীর অতিথিপরায়ণ ও মেহমান-নেওয়াজ মানুষ মেহমানের এমন খাতির করে যে, তাদের আন্তরিকতা দেখে মেহমান তুষ্ট হয়। তার মন থেকে সকল দ্বিধা-সংকোচ দূরীভূত হয়। তার মনে হয়, এ যেন তার দ্বিতীয় বাড়ি। যে বাড়ির মেযবান যেন বলে,

يا ضيفَنا لو زرْتَنا لوجدتَنا ... نحنُ الضيوفَ وأنتَ ربُّ المنزلِ

অর্থাৎ, হে আমাদের মেহমান! যদি আপনি আমাদের বাড়ি আসেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, আমরাই মেহমান এবং আপনি বাড়ির মালিক!

সম্মানিত মেহমানের জন্য পৃথক সম্মান হওয়ারই কথা। তাঁর অধিকার আরো বড়। সে মেহমান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হওয়ারই কথা। সেই মেহমানকে সবার চাইতে দামী খাবার খাওয়াতে পারলে মেযমানের মনে শান্তি আসে।

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একদিন অথবা কোন এক রাতে (ঘর থেকে) বের হলেন, অতঃপর অকস্মাৎ আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি বললেন, "এ সময় তোমরা বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ?" তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমিও সেই কারণে বাড়ি থেকে বের হয়েছি, যে কারণে তোমরা বের হয়েছ। তোমরা ওঠো (এবং আমার সঙ্গে চল)।" অতঃপর তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি এক আনসারীর বাড়ী এলেন। আনসারী সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। যখন তাঁর

স্ত্রী নবী ﷺ-কে দেখলেন, তখন অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "অমুক (আনসারী) কোথায়?" তিনি বললেন, 'আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন।' অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যে আনসারী এসে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার (বাড়ীর) চেয়ে সম্মানিত মেহমান কারো (বাড়ীতে) নেই।' অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং খেজুরের একটা কাঁদি আনলেন, যাতে কাঁচা, শুকনো এবং পাকা (টাটকা) খেজুর ছিল। অতঃপর আনসারী বললেন, 'আপনারা খান এবং তিনি নিজে ছুরি ধরলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "দুধালো ছাগল জবাই করো না।" অতঃপর তিনি (ছাগল) জবাই করলেন। তাঁরা ছাগলের (মাংস) খেলেন, ঐ খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। তারপর তাঁরা যখন (পানাহার ক'রে) পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করেছিল, কিন্তু এখন এ নিয়ামত উপভোগ ক'রে নিজেদের (বাড়ী) ফিরে যাচ্ছ।" *(মুসলিম ৫৪৩৪নং)*

মেহমানকে একা খেতে হলে, মেহমান লজ্জা পায়, দ্বিধা করে। তাই বাড়ির কাউকে সাথে খেতে হয়। এটাও কিন্তু তার অন্যতম অধিকার।

নবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' সালমান বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। *(বুখারী ১৯৬৮-নং)*

আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ হতে বর্ণিত, 'আসহাবে সুফ্ফাহ' (তৎকালীন মসজিদে নববীতে একটি ছাউনিবিশিষ্ট ঘর ছিল। সেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে কিছু সাহাবা আশ্রয় গ্রহণ করতেন ও বসবাস করতেন। তাঁরা) গরীব মানুষ ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাদের মধ্য থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের ব্যবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে সাথে নিয়ে যায়।" আবূ বাক্র ؓ তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে সাথে নিয়ে গেলেন। আবূ বাক্র ؓ রাসূলুল্লাহর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং এশার নামায পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এশার নামাযের পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে ফিরে আসেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'বাইরে কিসে আপনাকে আটকে রেখেছিল?' তিনি বললেন, 'তুমি এখনো তাঁদেরকে খাবার দাওনি?' স্ত্রী বললেন, 'আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে রাজি হলেন না। তাঁদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা তা খাননি।' আব্দুর রহমান ؓ বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি লুকিয়ে গেলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বলে উঠলেন, 'ওরে মূর্খ!' অতঃপর 'নাক-কাটা' ইত্যাদি বলে গালাগালি করলেন এবং (মেহমানদের উদ্দেশ্যে) বললেন,

'আপনারা স্বচ্ছন্দে খান, আল্লাহর কসম! আমি মোটেই খাব না।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র 'খাবেন না' বলে কসম করলেন, তা দেখে তাঁর স্ত্রীও 'খাবেন না' বলে কসম করলেন। আর তা দেখে মেহমানরাও তিনি সঙ্গে না খেলে 'খাবেন না' বলে কসম করলেন! আবূ বাক্‌র বললেন, 'এ সব (কসম) শয়তানের পক্ষ থেকে।' সুতরাং তিনি খাবার আনতে বলে নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। তাঁরা যখনই লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে খাচ্ছিলেন, তখনই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। আবূ বাক্‌র ﷺ (স্ত্রীকে) বললেন, 'হে বনু ফিরাসের বোন! এ কী?' স্ত্রী বললেন, 'আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এখন এ তো খেতে শুরু করার আগের চেয়ে অধিক বেশি!' সুতরাং সকলেই খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান বলেন, 'তিনি তা হতে খেলেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র আব্দুর রহমানকে বললেন, 'তোমার মেহমান নাও। (তুমি তাদের খাতির কর) আমি নবী ﷺ-এর নিকট যাচ্ছি। আমার ফিরে আসার আগে আগেই তুমি (খাইয়ে) তাঁদের খাতির সম্পন্ন করো।' সুতরাং আব্দুর রহমান তাঁর নিকট যে খাবার ছিল, তা নিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনারা খান।' কিন্তু মেহমানরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা কোথায়?' তিনি বললেন, 'আপনারা খান।' তাঁরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না।' আব্দুর রহমান বললেন, 'আপনারা আমাদের তরফ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করুন। কারণ তিনি এসে যদি দেখেন যে, আপনারা খাননি, তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট থেকে (বড় ভর্ৎসনা) পাব।' কিন্তু তাঁরা (খেতে) অস্বীকার করলেন।

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি আমার উপর খাপ্পা হবেন। অতঃপর তিনি এলে আমি তাঁর নিকট থেকে সরে গেলাম। তিনি বললেন, 'কী করেছ তোমরা?' তাঁরা তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান!' আব্দুর রহমান নিরুত্তর থাকলেন। তিনি আবার ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান?' কিন্তু তখনও তিনি নীরব থাকলেন। তারপর আবার বললেন, 'এ বেওকুফ! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ, তাহলে এসে যাও।'

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি (বাধ্য হয়ে) বের হয়ে এলাম। বললাম, 'আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, (আমি তাঁদেরকে খেতে দিয়েছিলাম কি না?)' তাঁরা বললেন, 'ও সত্যই বলেছে। ও আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। (আমরাই আপনার অপেক্ষায় খাইনি।)' আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার অপেক্ষা ক'রে বসে আছ। কিন্তু আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমি আহার করব না।' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না।' তিনি বললেন, 'ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমাদের কী হয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করবে না?' (অতঃপর আব্দুর রহমানের উদ্দেশ্য বললেন,) 'নিয়ে এস তোমার খাবার।' তিনি খাবার নিয়ে এলে আবূ বাক্‌র তাতে হাত রেখে বললেন, 'বিস্মিল্লাহ। প্রথম (রাগের অবস্থায় কসম) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে।' সুতরাং তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও আহার করলেন। *(বুখারী ৬১৪০, মুসলিম ৫৪৮৬-৫৪৮৭নং)*

অবশ্য মেহমান-নেওয়াযী বা তার পানাহারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। সাধ্যাতীত কিছু করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ যেন তার মেহমানের জন্য অবশ্যই সাধ্যাতীত কষ্টবরণ না

করে।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪৪০নং)*

উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, ‘আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।’ *(বুখারী ৭২৯৩নং)*

মেহমান দ্বারা কাজ নেওয়া মেজবানের জন্য সঙ্গত নয়।

একদা রাত্রে উমার বিন আব্দুল আযীযের নিকট এক মেহমান ছিল। তিনি কিছু লিখছিলেন। এমন সময় তেলের বাতি নিভুনিভু হল। মেহমানটি বলল, ‘বাতিটা ঠিক ক’রে দিই।’ তিনি বললেন, ‘মেহমানকে কাজে লাগানো বা মেহমানের নিকট থেকে খিদমত নেওয়া আতিথেয়তা বিরোধী।’ বলল, ‘তাহলে চাকরকে জাগিয়ে দিই।’ বললেন, ‘ও এই মাত্র প্রথম ঘুমিয়েছে, ওকে জাগাও না।’ অতঃপর তিনি নিজে উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ভরে ঠিক করলেন। মেহমানটি বলল, ‘আপনি নিজে কষ্ট করলেন, হে আমীরুল মু’মেনীন!’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘(তেল ভরতে) গেলাম তখন আমি উমার বিন আব্দুল আযীয ছিলাম, আর এলাম তখনও উমার বিন আব্দুল আযীয। আমার মধ্যে কিছুই কমে যায়নি। পরন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী।’ *(আল-বিদায়াহ অননিহায়াহ ৯/২০৩)*

মেহমান অযাচিত হলেও, তার একটা অধিকার আছে। তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা মুসলিমের আচরণ নয়। যেমন তার মোবাইল-কল রিসিভ না করা অথবা তার মিস্‌ড কলের জবাব না দেওয়াও এক প্রকার তার অধিকার লংঘন।

বড়দের অধিকার

আপনার থেকে যে বড়, তার বড়ত্বের একটি অধিকার আছে। সে অধিকার আদায় করা আপনার কর্তব্য। আপনার থেকে যে বয়সে বড় অথবা ঈমান বা জ্ঞানে বড় তাকে সম্মান করা আপনার ঔচিত্য।

বড়কে বড় বলে স্বীকার করা বড় মনের মানুষের কর্ম। বড়কে বড় বলে শ্রদ্ধা করা মুসলিমদের ধর্ম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إنَّ مِنْ إجْلال اللهِ تَعَالَى : إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ)).

“পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর, যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা।” *(আবূ দাউদ ৪৮৪৫নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)).

“সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান জানে না।” (আবূ দাঊদ, *তিরমিযী)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ “আমাদের বড়দের অধিকার জানে না।” *(আহমাদ ৬৭৩৩, আবূ দাঊদ ৪৯৪৫, তিরমিযী ১৯২০নং)*

আর এক বর্ণনায় আছে,

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا.).

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া করে না। *(আহমাদ ৬৯৩৭, তিরমিযী ১৯১৯, সিঃ সহীহাহ ২১৯৬নং)*

আরো এক বর্ণনায় আছে,

(لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ).

অর্থাৎ, সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দের সমীহ করে না, ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের আলেমের অধিকার চেনে না। *(আহমাদ ২২৭৫৫, হাকেম ৪২১, সঃ জামে' ৫৪৪৩নং)*

মানবের বংশ-তালিকায় মহানবী ﷺ-এর বংশ ও তার লোকেদের একটা অধিকার আছে। তাঁদের মর্যাদার কারণে মহান আল্লাহ তাঁদের জন্য সাদকাহ বা যাকাত খাওয়া অবৈধ করেছেন। আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ বলেছেন, "তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কর।" *(বুখারী)*

অর্থাৎ তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করলে, আসলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হবে।

তাঁদেরকে ভালোবেসে ও শ্রদ্ধা করে সে অধিকার আদায় করতে হয় মুসলিমকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,

يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حبكمُ ..... فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ فِي القُرآنِ أَنْزَلَهُ

يكفيكمُ منْ عظيمِ الفخرِ أنَّكمُ ..... مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لا صَلاةَ لَهُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রসূলের পরিবার! আপনাদেরকে ভালোবাসা ফরয, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে।

আপনাদের বিশাল গর্বের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যে আপনাদের প্রতি দরূদ পড়ে না, তার নামায হয় না। (দীওয়ানুশ শাফেয়ী ১/১৪)

অর্থাৎ, বৈঠকে যে নামাযী তাশাহহুদের পর নবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের উপর ইচ্ছাকৃত দরূদ পড়ে না, তার নামায বাতিল হয়ে যায়।

হাফেয, আলেম ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রকট হয় নামাযের ইমামতির সময়। সেখানেও পর্যায়ক্রমে বড়কে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله ، فَإنْ كَانُوا فِي القِراءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ ، فَإنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً ، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإذْنِه)).

"জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী। যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে)। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।" *(মুসলিম ১৫৬৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় 'বয়োজ্যেষ্ঠ'র পরিবর্তে 'সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী' শব্দ রয়েছে।

আর এক বর্ণনায় আছে, “জামাআতের ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে, যার ক্বিরাআত বেশী ভালো, অতঃপর ক্বিরাআতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বয়সে বড়।”

অনুরূপ ইমামের পশ্চাতে দাঁড়ানোর ব্যাপারেও বড়দের সম্মানাধিকার আদায় করতে হয়। ইমামের পর যিনি সবার চাইতে বুযুর্গ ও জ্ঞানী হবেন, তিনিই দাঁড়াবেন তাঁর পশ্চাতে, যাতে প্রয়োজনে তিনি ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন।

সাহাবী আবূ মাসঊদ ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামায শুরু করার সময় আমাদের (বাজুর উপরি অংশে) কাঁধ ছুঁয়ে বলতেন,

((اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)).

“তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, (নতুবা) তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে আমার পশ্চাতে) থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। অতঃপর তাদের যারা নিকটবর্তী তারা।” *(মুসলিম ১০০০নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) ثَلاَثاً ((وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ)).

“তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান, তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়। অতঃপর যারা (উভয় ব্যাপারে) তাদের নিকটবর্তী।” এরূপ তিনি তিন বার বললেন। (অতঃপর তিনি বললেন,) “আর তোমরা (মসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈচৈ করা হতে দূরে থাকো।” *(মুসলিম ১০০২নং)*

মরণের পরেও বড়দের সম্মান পূর্ববৎ অবশিষ্ট থাকে। জাবের ؓ বলেন, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু’জনকে একটি কবরে একত্র ক’রে জিজ্ঞেস করছিলেন, “এদের মধ্যে কুরআন হিফয কার বেশী আছে?” সুতরাং দু’জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখছিলেন। *(বুখারী ৪০৭৯নং)*

যারা বয়সে বড়, কথা বলার ক্ষেত্রে তারাই অগ্রাধিকার পায়। বড়রা কথা বললে ছোটরা তাদের সম্মানার্থে চুপ থাকে। এটাই হল ইসলামী আদব।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্ল এবং মুহাইয়িস্বাহ ইবনে মাসঊদ ؓ খায়বার রওয়ানা হলেন। সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং মুসলমানের মধ্যে) সন্ধি ছিল। (খায়বার পৌঁছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িস্বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে সাহলের নিকট এলেন, যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িস্বাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদীনা এলেন। (মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে সাহ্ল এবং মাসঊদের দুই ছেলে মুহাইয়িস্বাহ ও হুওয়াইয়িস্বাহ নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে গেলেন। তা দেখে নবী ﷺ বললেন,

((كَبِّرْ، كَبِّرْ)).

“বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।” আর ওঁদের মধ্যে

আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। ফলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা শোনার পর) নবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি কসম খাচ্ছ এবং (নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার চাচ্ছ?" *(বুখারী ৭১৯২, মুসলিম ৪৪৪১নং)*

এই আদব ও আচরণ ছিল সাহাবাগণের মধ্যে। আবূ সাঈদ সামুরাহ ইবনে জুনদুব رضي الله عنه বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিশোর ছিলাম। আমি তাঁর কথাগুলি মুখস্থ ক'রে নিতাম। কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে একটাই জিনিস বাধা সৃষ্টি করত যে, সেখানে আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ উপস্থিত থাকতেন।' *(মুসলিম ২২৮১নং)*

একদা মহানবী ﷺ সাহাবাবর্গের সামনে একটি ধাঁধা বললেন, "মু'মিনের উপমা একটি চিরহরিৎ গাছের মতো, যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না। বল তো সেটা কোন্ গাছ?" সাহাবাগণ এক একজন এক একটা গাছের নাম করতে লাগলেন। কিন্তু কারো উত্তর সঠিক হল না। তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমার ছিলেন যৌবনের কাছাকাছি কিশোর। তিনি বলেন, 'আমার মনে উত্তর এসে গিয়েছিল। আমি বলতে উদ্যত হয়েও লজ্জায় বলতে পারিনি যে, তা হল খেজুর গাছ। যেহেতু সে সভায় আমার চাইতে সবাই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।' পরক্ষণে তাঁরা বললেন, 'তা কোন্ গাছ? বলে দিন হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "খেজুর গাছ।" *(বুখারী ৬১-৬২ প্রভৃতি, মুসলিম ৭২৭৬নং)*

দেওয়া-পাওয়ার ব্যাপারেও বড়রা অগ্রাধিকার পায়। মহানবী ﷺ বলেন,

((أرَانِي فِي المَنَامِ أتَسَوَّكُ بسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ ، أحَدُهُما أَكبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأصْغَرَ ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ ، فَدَفَعْتهُ إِلَى الأكْبَرِ مِنْهُمَا)).

"আমি নিজেকে স্বপ্নে দাঁতন করতে দেখলাম। অতঃপর দু'জন লোক এল, একজন অপরজনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে দাঁতনটি দিলাম, তারপর আমাকে বলা হল, 'বড়জনকে দাও।' সুতরাং আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটিকে (দাঁতন) দিলাম।" *(মুসলিম ৬০৭১, বুখারী ছিন্ন সনদে ২৪৬নং)*

অবশ্য যে জ্ঞানে বড়, সে বয়সে ছোট হলেও বুযুর্গদের মাঝে তার কদর আছে। বিভিন্ন সভা, সমিতি, সংগঠন ও জামাআতে তাকে যথামর্যাদা দান করা হয়।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে হিস্ন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। এই (হুর্র) উমার رضي الله عنه-এর খেলাফত কালে ঐ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন, যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে রাখতেন। আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল, তাঁরা উমার رضي الله عنه-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। *(বুখারী ৪৬৪২নং)*

নিশ্চয় উলামাগণের মর্যাদা আছে সবার কাছে। মহান আল্লাহ মু'মিনগণকে তাঁদের অনুসরণ ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা অনুসরণীয় নেতা। তাঁদের মর্যাদা আছে জাহেলদের উপর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ } [الزمر : ٩]

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١١)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। *(মুজাদালাহঃ ১১)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ).

"আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের নিম্নতম ব্যক্তির উপর। নিশ্চয় মহান আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা, এমনকি গর্তের মধ্যে পিপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ ক'রে থাকে।" *(তিরমিযী ২৬৮৫নং)*

আলেম, উস্তায, শিক্ষাগুরুর মর্যাদা অনেক উচ্চ। সে মর্যাদা প্রদান করতে হয় ছোটদেরকে বিভিন্ন আচরণে। একদা যায়দ বিন সাবেত এক জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর তাঁর প্রতি একটি অশ্বতরী পেশ করা হল; যাতে তিনি সওয়ার হন। তৎক্ষণাৎ ইবনে আব্বাস ﷺ এসে সওয়ারীর পা-দানে ধরলেন। (যাতে তিনি সহজে চড়তে পারেন)। যায়দ তাঁকে বললেন, 'ছাড়ুন, হে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্যপুত্র!' ইবনে আব্বাস বললেন, 'উলামা ও বড়দের সাথে এইরূপ আচরণ করতেই আমরা আদিষ্ট হয়েছি।'

অতঃপর যায়দ তাঁকে বললেন, 'আপনার হাতটা দেখি।' তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিলে যায়দ তা ধরে চুম্বন করে বললেন, 'আমাদের নবী ﷺ-এর পরিবারের লোকেদের সাথে এইরূপ আচরণ করতেই আমরা আদিষ্ট হয়েছি!' *(ত্বাবারানী,বাইহাক্বী, হাকেম)*

বড়রা বড়দেরকে সমীহ করতেন, সেটা বড়দের প্রাপ্য অধিকার এবং বড়দের বড় মনের পরিচয়।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, 'আমি মালেক (রঃ) এর নিকট তাঁর ভয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে (বই বা খাতার) পাতা উল্টাতাম; যাতে তিনি উল্টানোর শব্দ না শুনতে পান।'

আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) খালাফ আহমারকে বলেছিলেন, 'আমি আপনার সম্মুখে ছাড়া বসি না, আমরা আমাদের শিক্ষকের নিকট বিনয়ী হতে আদিষ্ট হয়েছি।'

মুগীরাহ বলেন, 'যেমন আমীরকে ভয় করা হয়, তেমনি আমরা (আমাদের ওস্তায) ইব্রাহীম নখয়ীকে ভয় করতাম।'

যে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন ও মুত্তাক্বী, তিনি আল্লাহর ওলী। তাঁর অধিকার এই যে, আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব, তাঁর উপদেশ মতো চলব। তাঁর অধিকার এই নয় যে, আমরা তাঁর জীবদ্দশায় অথবা অন্তর্ধানের পর তাঁর কাছে এমন জিনিস চাইব, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। তাঁর নামে কসম খাব বা নযর-মানত মানব। কারণ এ অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। এ অধিকার কোন সৃষ্টিকে দিলে শির্ক হয়, যা সবচেয়ে বড় গোনাহ।

আল্লাহর আওলিয়া আমাদের সম্মানের পাত্র। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা তাঁদের সম্মানে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করব। তাঁদের পদচুম্বন করব, পদস্পর্শ ক'রে সালাম (প্রণাম) করব বা সিজদা (প্রণিপাত) করব। তাঁদের কবরে মাযার বানাব ও চাদর চড়াব। আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালাব। পুষ্পার্ঘ নিবেদন করব ও সিন্নি বিতরণ করব।

কোন শ্রদ্ধেয় মহান মানুষের এ অধিকার নেই যে, আমরা তাঁর মূর্তি বানাব এবং যথাস্থানে স্থাপন করব। অতঃপর তাতে ফুল চড়াব ও সম্মান জানাতে তার সামনে মাথা নত করব।

যেহেতু এ সকল কাজ পৌত্তলিকদের, একত্ববাদী মুসলিমদের নয়।

সাক্ষাতের সময় ইসলামী অভিবাদনেও বড়দের অধিকার আছে আগে সালাম পাওয়ার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ).

"ছোট বড়কে সালাম দেবে। পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে।" *(বুখারী ৬২৩৪নং)*

এ সংসারে মায়ের মর্যাদা আছে নারী-পুরুষ সকলের উপর। মায়ের পদতলে আছে সন্তানের বেহেশ্ত। স্বামীর মর্যাদা আছে স্ত্রীর উপরে। তাই স্ত্রীগণ সে মর্যাদা প্রদান করে থাকে তাদের আচার ও ব্যবহারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} (٢٢٨)

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(বাক্বারাহ ঃ ২২৮)*

{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (٣٢) سورة النساء

অর্থাৎ, যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(নিসা ঃ ৩২)*

কিন্তু যে বড় নয়, অথচ নিজেকে 'বড়' ভেবে বড়াই ক'রে বড়ত্ব প্রকাশ করে, সে অহংকারী। মান-সম্মান ও মর্যাদা জোরপূর্বক আদায় করার বিষয় নয়। মহান আল্লাহ যাকে চান, তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। তাতে কারো হিংসা করা বোকামি।

তাছাড়া অহংকার মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না, বরং পতন আনয়ন করে। অহংকারী ব্যক্তি জান্নাত পাবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন,

« إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ».

"আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম ২৭৫নং)*

আর "মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবে।" *(মুসলিম ৬৭০৬নং)*

এ সংসারে কিছু মানুষ আছে, যারা কথাবার্তা ও আচরণে বড়দের শ্রদ্ধা করে না। কথায় কথায় খোঁটা ও খোঁচা, বাক্যালাপে পরুষতা ও উগ্রতা, বাক্যব্যয়ে অহমিকার বহিঃপ্রকাশ, বড়কে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা, নিজের গর্ব প্রকাশ করে বড়কে খর্ব করার বাক্-পদ্ধতি, সৌজন্যের সৌন্দর্য বিলীন করার রীতি প্রয়োগ করে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে

সুমতি দিন।

'গোলাপ হারায়ে গন্ধ বন-যুথিকারে
যদি বলে, 'আমি বড়' মানি কী প্রকারে?
সৌরভে বন-যুথিকার তুল্য নাই ভবে,
গোলাপের অকারণ গর্ব কেন তবে?'

মান-সম্মানে অধিকার লংঘন

মুসলিম মুসলিমের ভাই। প্রত্যেক মানুষই নিজ ভাইয়ের কাছে আশা করে যে, সে তার কাছে সম্মান বা স্নেহ পাবে। এ কামনা রাখে যে, সে তাকে অকারণে অপমান করবে না। এ অধিকার রাখে যে, সে তাকে অহেতুক ঘৃণা করবে না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন,

(المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْقَلْبِ بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ).

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার খিয়ানত করবে না, তাকে (মিথ্যা বলবে না বা মিথ্যুক ভাববে না) এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের উপর মুসলিমের সম্ভ্রম, সম্পদ ও খুন হারাম। তাকওয়া এখানে (হৃদয়ে)। মন্দের জন্য মানুষের এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে।" *(তিরমিযী ১৯২৭, সহীহুল জামে' ৬৫৮২)*

তিনি আরো বলেছেন,

(الرِّبا اثْنانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ).

"সূদ বাহাত্তর প্রকার; (পাপের দিক থেকে) সবচেয়ে নিম্নমানের সূদ (খাওয়ার পাপ) নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো! কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় সূদ নিজ ভাইয়ের সম্ভ্রম লুটা।" *(সহীহুল জামে ৩৫৩১)*

মুসলিম ভাই আপন ভাইয়ের নিকট এ অধিকার রাখে যে, সে তার গীবত করবে না। তার পিছনে বদনাম করবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} (١٢) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(হুজুরাতঃ ১২)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ ».

"হে সেই মানুষের দল যারা মুখে ঈমান এনেছ এবং যাদের ঈমান এখনো হৃদয়ে স্থান পায়নি, তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তাদের ছিদ্রান্বেষণ করে, আল্লাহ তার ছিদ্রান্বেষণ করেন এবং আল্লাহ যার ছিদ্রান্বেষণ করেন, তাকে তার গৃহমধ্যে লাঞ্ছিত করেন।" *(আবু দাউদ ৪৮৮২, আহমাদ সহীহুল জামে ৩৫৪৯নং)*

যেমন সে এ আশাও রাখে যে, ভাইয়ের গীবত করা হলে, সে তার প্রতিবাদ ও খন্ডন করবে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমের সপক্ষে অপরের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার উপর থেকে জাহান্নামকে ফিরিয়ে দেবেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সঃ জামে ৬২৬২নং)*

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মাংসকে গীবতের খাওয়া হতে রক্ষা করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৬২৪০নং)*

মুসলিম তার ভাইয়ের কাছে এ অধিকার রাখে যে, সে তার চুগলী করবে না। যেহেতু চুগলখোর জান্নাতে যাবে না। অহেতুক গালাগালি করবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আপোসে গালাগালিতে রত দু'জন ব্যক্তি যে সব কুবাক্য উচ্চারণ করে, সে সব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর উপরে বর্তায়; যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) সীমা অতিক্রম করে।" *(মুসলিম ৬৭৫৬নং)*

"মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকী কর্ম এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী কাজ।" *(বুখারী ৬০৪৪, মুসলিম ৬৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

ইয়ায বিন হিমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমার চাইতে ছোট হয়েও কোন লোক যদি আমাকে গালি-গালাজ করে, তাহলে আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারি কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে।" *(আহমাদ ৪/ ১৬২, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৬৬৯৬নং)*

এক মুসলিম অপর মুসলিমের সম্ভ্রম লুটতে পারে না। তার চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার কলঙ্ক রটাতে পারে না। যেহেতু এমন অপকর্মের শাস্তি দুনিয়াতেই নির্ধারিত আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُـهَدَاء فَاجْلِـدُوهُمْ ثَمَـانِينَ جَلْـدَةً وَلَـا تَقْبَلُـوا لَهُـمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) سورة النــور

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। *(নূর ঃ ৪)*

এমন ব্যক্তি যেমন সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে বসে, তেমনি দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। *(নূর ঃ ২৩)*

আর তওবার নবী আবুল কাসেম ﷺ বলেন,

« مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ».

"যে ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত দাসকে কিছুর অপবাদ দেয়---অথচ সে যা বলছে তা হতে দাস পবিত্র---সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কোড়া মারা হবে। তবে সে যা বলেছে তা সত্য হলে (এ শাস্তি তার হবে না)।" *(বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০নং, তিরমিযী, আবূ দাঊদ)*

তাহলে একজন স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মানুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে এবং দুনিয়ার শাস্তি থেকে বেঁচে গেলে, তার জন্য কি কিয়ামতে অপবাদদাতাকে চাবুক লাগানো হবে না?

পূর্বে মনে করা হতো যে, মানুষ যা লেখে, তা থেকে যায়। তা থেকে ফিরে আসা বড় মুশকিল হয়। আর মুখে বললে হাওয়ায় ভাসানো কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়, অস্বীকার করা যায় বা অপব্যাখ্যা করা যায়। অথচ মানুষের ভালো-মন্দ প্রত্যেক কথাই লেখা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (٨٠) سورة الزخرف

অর্থাৎ, ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই (রাখি)। আমার দূতগণ তো ওদের কাছে থেকে সব লিপিবদ্ধ করে। *(যুখরুফ ঃ ৮০)*

{مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (١٨) سورة ق

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ঃ ১৮)*

অতঃপর বিচার-দিবসে তা প্রত্যেক মানুষ নিজেই পড়তে পারবে। নিজ নিজ আমলনামা প্রস্তুত পাবে সেদিন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٢٩) سورة الجاثية

অর্থাৎ, আমার (নিকট সংরক্ষিত) এ আমলনামা, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে, নিশ্চয় আমি তা লিপিবদ্ধ করাতাম। *(জাষিয়াহ ঃ ২৯)*

অথচ আধুনিক যুগে ছবি-ভিডিও-সহ ইন্টারনেট তথা নানা প্রচারমাধ্যমে মানুষ নিজের অপকর্ম রেকর্ড করে যাচ্ছে। আর তাতে কত শত মানুষের ইজ্জত লুটা হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। পূর্বে ঘরে বসে রাজার মাকে গালি দিলে হয়তো রাজার কাছে পৌঁছত না, কিন্তু বর্তমানে তা পৌঁছেও যাচ্ছে অথচ রাজা সেই গালিদাতার কিছু করে নিতে পারছেন না।

কিন্তু রাজাদের রাজা সে রেকর্ডসমূহ যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে রাখছেন। যথাসময়ে তিনি তার হিসাব নেবেন।

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ} (٤٢)

"তুমি কখনো মনে করো না যে, সীমালংঘনকারীরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। আসলে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন সকল চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।" *(ইব্রাহীম ঃ ৪২)*

মুসলিমদের সাধারণ অধিকার

মুসলিম মুসলিমের ভাই। ভাই ভাইয়ের নিকট সকল প্রকার মঙ্গলের আশা রাখে। সকল প্রকার উপকার পাওয়ার অধিকার রাখে।

মুসলিম মুসলিমের আয়না স্বরূপ। একে অন্যের ত্রুটি সংশোধন করার অধিকার রাখে।

সমগ্র মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। দেহের কোন এক অঙ্গে ব্যথা-বেদনা হলে সারা দেহ তার জন্য কষ্টবোধ করে।

মুসলিম উম্মাহ একটি অট্টালিকার মতো। যার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত রাখতে সাহায্য করে।

যে কল্যাণ লাভের ফলে জাতির মাঝে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়, সেই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের কাছে। যে অকল্যাণ আগমন করলে জাতির মাঝে কলহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, সেই অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকার অধিকারী প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের কাছে।

এমন কিছু কল্যাণমূলক কাজের নমুনা উল্লেখ ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে ঃ (১) সালামের জবাব দেওয়া, (২) রোগী দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা এবং (৫) কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ستٌّ : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ، وإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ)) .

"মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার ছয়টি ঃ তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দাও, সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত গ্রহণ কর, সে তোমার কাছে উপদেশ চাইলে তুমি তাকে উপদেশ দাও, সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাব দাও, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাও এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(১) সালামের জবাব দেওয়া

কোন মুসলিম ভাই সালাম দিলে উত্তম অথবা সমমানের স্বর ও শব্দে তার জবাব দেওয়া ওয়াজেব। মুসলিম হিসাবে 'আস-সালাম' আল্লাহর নিকট থেকে ইসলামের প্রতীক সালাম (শান্তি)র দুআ পাওয়া অন্যতম অধিকার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا}

অর্থাৎ, যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। *(নিসা ঃ ৮৬)*

সালাম দেওয়া ও পাওয়া কেবল মুসলিমেরই অধিকারভুক্ত আমল। আর সে কাজ হল

ইসলামের একটি উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, 'কোন্ ইসলাম উত্তম? (ইসলামের কোন্ কোন্ কাজ উত্তম কাজ?)' উত্তরে তিনি বললেন, "(অভাবীকে) খাদ্যদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।" *(বুখারী ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯নং)*

সালাম তথা পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়ে আপোসের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আর সম্প্রীতির ফলে দুনিয়াতে শান্তি লাভ হয় এবং আখেরাতে লাভ হয় শান্তিনিকেতন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মু'মিন হয়েছ; আর ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতেও পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের সংবাদ দেব না, যা করলে তোমাদের আপোসে সম্প্রীতি কায়েম হবে? তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম ৫৪ নং)*

টাকা-পয়সা ব্যয় করলে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। কিন্তু সে ব্যয় মানুষের কষ্টসাধ্য হতে পারে। সালাম ব্যয়ের মাধ্যমেও মানুষের মন জয় হয়, অথচ তা কষ্টসাধ্যও নয়। তাই যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে, সে সবচেয়ে বড় কৃপণ। মহানবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে বড় চোর সে, যে নামায চুরি করে এবং সবচেয়ে বড় বখীল সে, যে সালাম দিতে বখীলি করে।" *(সহীহুল জামে' ৯৬৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "সবচেয়ে বড় অক্ষম সে, যে দুআ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং সবচেয়ে বড় কৃপণ সে, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে।" *(সহীহুল জামে' ৯৬৬নং)*

সালামের অগ্রাধিকারের বিশদ বর্ণনা এই যে, অতিথি ও আগন্তক ব্যক্তিরই সালাম দেওয়া সুন্নত। অর্থাৎ, যে বাইরে থেকে আসবে, সে ঘরে, মজলিসে বা মসজিদে এসে সালাম দেবে। যে ব্যক্তি ঘরে, মজলিসে বা মসজিদে থাকবে তার জন্য আগে বেড়ে আগন্তককে সালাম দেওয়া সুন্নত নয়।

যেমন সুন্নত হল ঃ উট, ঘোড়া, সাইকেল বা গাড়ির উপর সওয়ার লোক পায়ে হেঁটে যাওয়া লোককে, পায়ে হেঁটে যাওয়া লোক বসে থাকা লোককে, অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে, বয়সে ছোট মানুষ অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে সালাম দেবে। *(বুখারী ৬২৩১-৬২৩২, মুসলিম ২১৬০নং)*

কিন্তু যদি এর বিপরীতভাবে কেউ সালাম দেয়, তাহলে তা দোষের কিছু নয়। তবে অবশ্যই সে সুন্নাহ ও আফযলের খিলাপ কাজ করবে।

পক্ষান্তরে উভয় পক্ষ যদি মানে ও পরিমাণে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিয়ে থাকে। *(বুখারী ৬০৭৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৬নং)*

(২) রোগী দেখতে যাওয়া

রোগগ্রস্ত মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। অনেক সময় জীবন থেকে নিরাশ হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাই তাকে সাক্ষাৎ ক'রে সান্ত্বনা দিতে হয়, মনে সাহস দিতে হয়। আর এটা তার প্রাপ্য একটা অধিকার।

এ অধিকার আদায় করলে আসলে মহান আল্লাহর অধিকার আদায় করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! কিভাবে

আমি আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?----" *(মুসলিম ৬৭২ ১নং)*

এই অধিকার আদায় করলে প্রচুর সওয়াব হয়। রোগী দেখতে গেলে জান্নাতে যাওয়া হয়। রোগীকে কুশল-জিজ্ঞাসা করলে বেহেশতের ফল পাড়া হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন মুসলিম যখন তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের রোগ জিজ্ঞাসা করতে যায়, সে না ফিরা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খুরফাহ কী?' তিনি বললেন, "জান্নাতের ফল-পাড়া।" *(মুসলিম ৬৭১৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে কোন মুসলিম অন্য কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকাল বেলায় কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা কল্যাণ কামনা করেন। আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা তার মঙ্গল কামনা করেন। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যে পাড়া ফল নির্ধারিত হয়। *(তিরমিযী ৯৬৯নং)*

(৩) দাওয়াত গ্রহণ করা

মুসলিম খুশীর সময় মুসলিমকে দাওয়াত দিলে, তা গ্রহণ করে তাকে খুশী করা তার প্রাপ্য একটি অধিকার। তাই দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব। মহানবী ﷺ রোযা অবস্থায় থাকলেও বিবাহ ও অন্যান্য দাওয়াতে উপস্থিত হতেন। *(বুখারী ৫১৭৯, মুসলিম ১৪২৯নং)*

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে এমন ভোজে উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য।

নবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ অলীমার খাবার, যাতে যে (স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ, মিসকীনকে) বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহবান করা হয় সে (অর্থাৎ, ধনী) আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।" *(বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ৩৫৯৪নং)*

এমন কি রোযা রেখে থাকলেও উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য দুআ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা (কোন আপত্তিকর ব্যাপার না থাকলে সাদরে) গ্রহণ করে। আর সে যদি রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দুআ করে। আর যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে যেন আহার করে। *(আহমাদ, মুসলিম ৩৫৯৩নং, নাসাঈ)*

অতএব খেতে বাধা থাকলেও উপস্থিত হওয়া জরুরী। অবশ্য নফল রোযা ভেঙ্গে পানাহার করলেও দূষণীয় নয়।

সামান্য কিছু খাবারের দাওয়াত হলেও তা কবুল করা কর্তব্য। নগণ্য খাবারের আয়োজন জেনে অথবা খাবার ভালো নয় জেনে দাওয়াত বর্জন করা উচিত নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যদি আমাকে ছাগলাদির পায়া অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব।" *(বুখারী ২৫৬৮নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, "ছাগলাদির পায়া খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত পেলে, (তাও) তোমরা

তা গ্রহণ কর।” (মুসলিম ৩৫৯০নং)

তবে হ্যাঁ, এ অধিকার তখন আদায়যোগ্য নয়, যখন তা আদায় করতে গিয়ে কোন বড় ওয়াজেব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা কোন পাপকাজে মৌন সমর্থন দেওয়ার ভয় থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনই সেই ভোজ-মজলিসে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।” *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, আদাবুয যিফাফ ১৬৩-১৬৪ পৃঃ)*

একদা হযরত আলী ؓ নবী ﷺ-কে নিমন্ত্রণ করলে তিনি তাঁর গৃহে ছবি দেখে ফিরে গেলেন। আলী ؓ বললেন, 'কি কারণে ফিরে এলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি উত্তরে বললেন, “গৃহের এক পর্দায় (প্রাণীর) ছবি রয়েছে। আর ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না যে গৃহে ছবি থাকে।” *(ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৬১পৃঃ)*

ইবনে মাসঊদ ؓ-কে এক ব্যক্তি দাওয়াত দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘরে মূর্তি (বা টাঙ্গানো ফটো) আছে নাকি?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ আছে।'

অতঃপর সেই মূর্তি (বা ফটো) নষ্ট না করা পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন না। দূর করা হলে তবেই প্রবেশ করলেন। *(বাইহাক্বী, আদাবুয যিফাফ ১৬৫ পৃঃ)*

ইমাম আওযাঈ বলেন, 'যে অলীমায় ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে সে অলীমায় আমরা হাজির হই না।' *(আদাবুয যিফাফ ১৬৫-১৬৬পৃঃ)*

(৪) হাঁচির হামদের জবাব দেওয়া

মহান আল্লাহ হাঁচি বা ছিঁকি পছন্দ করেন। হাঁচিতে বান্দার উপকার আছে তাই। হাঁচি সর্দির পূর্বাভাষ। কিন্তু মুসলিমকে সুখে-অসুখে সর্বাবস্থায় মহান সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয়। তাই যে হাঁচি দেয়, সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে তার এই প্রশংসা শোনে তাকে রহমতের দুআ দেয়। আর এই দুআ পাওয়া হাঁচিদাতার একটি অধিকার।

সুতরাং যে হাঁচি দেবে, সে সশব্দে বলবে, اَلْحَمْدُ لله 'আলহামদু লিল্লা-হ'। আর যে তার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা শুনবে, সে তার জন্য দুআ ক'রে বলবে, يَرْحَمُكَ الله 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে রহম করুন)।

অন্য এক বর্ণনা মতে হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' ও বলা যায়। *(আবূ দাঊদ ৫০৩৩নং)* যেমন 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলাও বিধেয়। *(সহীহুল জামে' ৬৮৬নং)*

উল্লেখ্য যে, হাঁচির পর যদি হাঁচিদাতা 'আল-হামদু লিল্লাহ' না বলে, তাহলে সে দুআ পাওয়ার অধিকারী নয়। বরং আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ হাঁচলে সে যদি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে, তাহলে তার জন্য (দুআ করে বল,) 'য়্যারহামুকাল্লা-হ' বল। আর সে যদি 'আল-হামদু লিল্লাহ' না বলে, তাহলে তার জন্য (ঐ দুআ) বলো না।” *(আহমাদ ১৯১৯৭, মুসলিম ২৯৯২নং)*

অবশ্য 'হাম্দ' শুনতে না পেয়ে ঠোঁট হিলানো দেখে যদি বুঝা যায় যে, সে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেছে, তাহলে তার জন্যও দুআ করতে হবে। পক্ষান্তরে 'হাম্দ' বলার জন্য হাঁচিদাতাকে স্মরণ বা উপদেশ দেওয়া বিধেয় নয়। *(যাদুল মাআদ ২/৪৪২)*

অতঃপর যে হাঁচি দিয়েছে, সে নিজের জন্য দুআ করতে শুনলে বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্যও দুআ করবে এবং বলবে,

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ. (য়্যাহদীকুমুল্লা-হু অয়ুস্‌লিহ বা-লাকুম)

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তোমাদের অন্তর সংশোধন করেন। *(বুখারী ৭/১২৫)*

হাঁচিদাতা অমুসলিম হলে এবং সে হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে, তার জওয়াবেও উক্ত দুআ বলতে হয়। *(আহমাদ ১৯০৮৯, আবূ দাউদ ৫০৩৮, তিরমিযী ২৭৩৯নং)*

ইবনে উমার ﷺ-কে হাঁচির হামদের জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা হলে তিনি তার বদলায় 'য়্যারহামুনাল্লাহু অইয়্যাকুম, অয়্যাগফিরু লানা অলাকুম' বলে দুআ দিতেন। *(মালেক ১৮০০, যাদুল মাআদ ২/৪৩৭)*

(৫) উপদেশ চাইলে উপদেশ দেওয়া

মানুষ দুনিয়াতে সংসার করে এবং তার মধ্যে সে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। অজানা পথে চলতে তার পথ-নির্দেশনার প্রয়োজন পড়ে। অন্ধকার পথে চলতে দরকার পড়ে আলোর। অনেক জটিলতায় সুপরামর্শের প্রয়োজন হয়। সেই সময় প্রয়োজন পড়ে উপদেশের। ভুল পথে চললে নসীহতের দরকার হয়। ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেছেন, "মুমিন দুই হাতের মতো। একটি হাত অপর হাতটিকে ধৌত করতে সহযোগিতা করে।"

মুসলিম ভাই হিসাবে তখন তাকে উপদেশ দেওয়া দরকার। পরন্তু সে উপদেশ চাইলে আন্তরিকতা ও হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে তাকে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। আর তা তার প্রাপ্য একটা অধিকার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحدُكُم أَخَاهُ ، فَلْيَنْصَحْ لَه))

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাছে উপদেশ চাইবে, সে যেন তাকে উপদেশ দেয়। *(আহমাদ ১৫৪৫৫, বুখারী, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী ১১২২৮নং)*

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মানেই হল আন্তরিকভাবে তার শুভকামনা করা, তার কোন ক্ষতি না হোক---এই চেষ্টা করা। গোপনে ও প্রকাশ্যে, তার সম্মুখে ও পশ্চাতে সর্বাবস্থায় তার মঙ্গল কামনাই হল নসীহত। একজন মুসলিমের কাছে একজন মুসলিমের এটা একটা প্রাপ্য অধিকার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ).

অর্থাৎ, মু'মিনের কাছে মু'মিনের প্রাপ্য ছয়টি অধিকার রয়েছে। সে অসুস্থ হলে তাকে দেখা করতে যাবে, সে মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে, সে দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে, সে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দেবে, সে হাঁচি দিয়ে (আল-হামদু লিল্লাহ) বললে তার উত্তর দেবে এবং তার উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। *(তিরমিযী ২৭৩৭, নাসাঈ ১৯৩৮নং)*

তার অনুপস্থিতিতে কেউ তার গীবত করলে তার তরফ থেকে সে প্রতিবাদ করবে। অপবাদ রটালে খন্ডন করবে। এটাই হল পরম হিতাকাঙ্ক্ষিতা। যেহেতু অনেককে বাইরে ও সামনে দেখে শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হয়, কিন্তু অন্তরে ও পিছনে তার বিপরীত।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী সেই ব্যক্তি, যে আপনার দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গল চায়। সকল প্রকার

অমঙ্গল থেকে দূরে রাখতে চায়। দুনিয়াতে যাতে সফল হন, এমন কাজের সুপরামর্শ দেয়। আখেরাতে যাতে পরিত্রাণ পান, এমন কাজের শিক্ষা দেয়। নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে এমন উপদেশ দেয়, যাতে আপনি প্রকৃত সুখী হন।

সে আপনার ত্রুটি গোপন করে, দোষ ঢেকে নেয়। আপনার বিপদ-আপদে সমানুভূতি প্রকাশ করে। আপনার অভাবে ও কষ্টে সান্ত্বনা দেয় এবং তা দূরীভূত করতে প্রয়াসী হয়।

আপনি ভুল পথে চললে শ্রদ্ধা বা স্নেহের সাথে সঠিক পথ প্রদর্শন করার চেষ্টা করে। আপনাকে কোন খারাপ কাজে দেখলে বাধা দেয়। ভালো কাজে দেখলে খুশী হয় এবং তাতে সে আপনাকে উৎসাহিত করে।

সে আন্তরিকভাবে আপনার জন্য তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্য করে। আপনার জন্য তাই অপছন্দ করে, যা নিজের জন্য করে।

বলা বাহুল্য, মুসলিমকে উপদেশ দানের ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ বা কার্পণ্য করা আদৌ উচিত নয়। যেহেতু মুসলিম মুসলিমের শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী ও হিতাভিলাষী হবে। তার প্রত্যেক ব্যাপারে মঙ্গল ও কল্যাণকামী হবে। যেহেতু তার ধর্মই হল পরহিতাকাঙ্ক্ষিতা।

একদা মহানবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষিতার নাম।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণকামী হওয়া মুসলিমের ব্রত। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন,

(بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার উপর বায়আত করেছি। *(বুখারী ৫৭, মুসলিম ২০৮নং)*

কেউ কোন বিষয়ে পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন। মনে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা রেখে কুপরামর্শ বা কুমন্ত্রণা দেওয়া এবং তারই মাধ্যমে মানুষের সংসার ভাঙ্গা, দাম্পত্য নষ্ট করা, বিপদ বা নোকসানে ফেলা কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যেহেতু এমন কাজ এক প্রকার খিয়ানত। মুসলিম খিয়ানত করতে পারে না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

« مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاه ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ ».

"বিনা ইলমে যাকে ফতোয়া দেওয়া হয় (এবং সেই ভুল ফতোয়া দ্বারা সে ভুলকর্ম করে), তবে তার পাপ ঐ মুফতীর উপর এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দেয় অথচ সে জানে যে তার জন্য মঙ্গল অন্য কিছুতে আছে, তবে সে ব্যক্তি তার খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে।" *(আবূ দাউদ ৩৬৫৭, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬০৬৮-নং)*

বিশেষ করে বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে মানুষ অপরের সুপরামর্শ ও উপদেশের মুখাপেক্ষী হয়। সে ক্ষেত্রে কোন মুসলিমের উচিত নয়, সুপরামর্শদান থেকে মুসলিম ভাই বা বোনকে বঞ্চিত করা। ফাতেমাহ বিন্তে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, 'আবুল জাহ্ম ও মুয়াবিয়াহ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। (এ ক্ষেত্রে আমি কী করব?)' রসূল ﷺ বললেন, "মুআবিয়াহ তো নিঃস্ব মানুষ,

তার কোন মালধনই নেই। আর আবুল জাহ্‌ম, সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ‘আবুল জাহ্‌ম তো স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত মারধর করে।’ আর এই বর্ণনাটি ‘সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না’---এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। কারো মতে তার অর্থ, সে অধিকাংশ সময় সফরে থাকে।

যাই হোক, মহানবী ﷺ ফাত্বেমাকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন উসামা বিন যায়দকে বিবাহ করেন। *(মুসলিম ৩৭৭০, ৩৭৮৫নং)*

জেনে রাখা দরকার যে, কারো দ্বীনের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া তার দুনিয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার থেকে বেশি জরুরী ও উত্তম। যদিও মহানবী ﷺ ফাত্বেমাকে তার দুনিয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন, তবুও তিনি উম্মতের দ্বীনের ব্যাপারে বেশি বেশি পরামর্শ দিয়েছেন। আর নবীগণ উম্মতের জন্য বিশ্বস্ত উপদেষ্টাই হয়ে থাকেন।

খেয়াল রাখা দরকার যে, কারো হিত করতে গিয়ে যেন বিপরীত না হয়ে যায়। কারণ, এমন অনেক হিতাহিত জ্ঞানহীন মানুষ আছে, যারা অপরের উপকার করতে গিয়ে অপকার করে বসে। বাত ভালো করতে গিয়ে বেদনার সৃষ্টি করে।

যেমন কাউকে উপদেশ দিতে হলে বিনয়ের সাথে গোপনে দেওয়া কর্তব্য। নচেৎ লোক মাঝে উপদেশ দিলে উপদিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়ে রাগান্বিত হতে পারে এবং তাতে তার মনে ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হতে পারে। ফলে উপদেশ তার নিকট অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন,

من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজ ভাইকে গোপনে উপদেশ দেয়, সেই আসলে তার হিতাকাঙ্ক্ষী হয় এবং সে তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে। আর যে তাকে প্রকাশ্যে উপদেশ দেয়, সে আসলে তাকে লাঞ্ছিত ও ভর্ৎসিত করে।

তিনি আরো বলেছেন,

تغمدني بنصحك في انفرادي وجنّبي النصيحة في الجماعة

فإن النصحَ بين الناسِ نوعٌ من التوبيخِ لا أرضى استماعه

فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة

অর্থাৎ, তোমার উপদেশ দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত কর নির্জনে এবং লোকারণ্যে উপদেশ দেওয়া থেকে আমাকে দূরে রাখো।

যেহেতু লোক মাঝে উপদেশ দান এক প্রকার তিরস্কার, আমি তা শুনতে রাজি নই।

অতঃপর যদি তুমি আমার সাথে একমত না হও এবং আমার আদেশকে অমান্য কর, তাহলে তুমি অধৈর্য হয়ো না, যদি তুমি আনুগত্যপ্রাপ্ত না হও।

(৬) জানাযায় অংশগ্রহণ করা

প্রত্যেক মানুষকে যথাসময়ে দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে, নিজ দেহ ত্যাগ করতে হবে। শেষ বিদায়ের সময় তার সর্বশেষ প্রাপ্য অধিকার এই যে, লোকে তাকে ভালোমতো বিদায় দেবে, সুন্দরভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, যত্নসহকারে তাকে তার শেষ শয়নাগারে শায়িত করে আসবে। আর তার আত্মার কল্যাণ কামনা করবে, তার জন্য প্রার্থনা করবে।

সে যদি নাস্তিক, কাফের, মুনাফিক বা মুশরিক হয়, তাহলে তার জানাযায় কেউ অংশগ্রহণ করল বা না করল, তাতে তার কোন যায়-আসে না এবং পরকালে তার কোন লাভ-ক্ষতিও

হয় না। মুসলিমের জন্য এমন নামধারী মুসলিমের জানাযায় অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়, যদিও সে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রসিদ্ধ হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} (٨٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। *(তাওবাহ ঃ ৮৪)*

বৈধ নয় তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা, যদিও সে নিকটাত্মীয় কেউ হয়। তার অশুভ পরিণামের জন্য মন কাঁদলেও মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালার বিরুদ্ধে কোন মু'মিন তাঁর কাছে সুপারিশ ও প্রার্থনা করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। *(তাওবাহ ঃ ১১৩)*

এমন বেদ্বীন আত্মীয়ের জন্য প্রাণ কাঁদলেও টান থাকা উচিত নয়। যেহেতু তার আকর্ষণের চাইতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আকর্ষণ শক্তি অনেক বেশি। সুতরাং একজন দ্বীনদারের তার ব্যাপারে সেই আচরণ হওয়া উচিত, যে আচরণ করেছিলেন আবুল আম্বিয়া ইব্রাহীম ﷺ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} (١١٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর ইব্রাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ সুস্পষ্ট হল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নিল। বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। *(তাওবাহ ঃ ১১৪)*

এতদসত্ত্বেও যদি সামাজিকতার খাতিরে অথবা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে আল্লাহর এই বিধান লংঘন করে লোকপ্রদর্শন করে অথবা আন্তরিকতার সাথে ঈমানহীন লোকের জানাযা পড়ে ও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবুও কোন লাভ হবে না। মহান আল্লাহ কোনক্রমেই তাকে ক্ষমা করবেন না। যেহেতু সে জীবদ্দশায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখেনি অথবা কুরআন, কবর, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস রাখেনি অথবা ঈমানে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অথবা সে আল্লাহ বা তাঁর রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে অথবা সে শরীক-বিহীন মহান আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টিকে শরীক করেছে অথবা আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (٣٤) محمد

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর অবিশ্বাসী

অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। *(মুহাম্মাদ ঃ ৩৪)*

{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٨٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না; যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। *(তাওবাহ ঃ ৮০)*

{سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(মুনাফিক্বুন ঃ ৬)*

পক্ষান্তরে কোন মুসলিমের বুকে ঈমান থাকলে এবং কিছু গোনাহ থেকে তওবা করার সুযোগ না পেয়ে ইন্তিকাল করলে লোকেদের জানাযায় অংশগ্রহণ তার জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

« مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ».

"যে মাইয়্যেতের জন্য ১০০ জন মত মুসলিমের জামাআত জানাযা পড়ে প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, তার জন্য (আল্লাহর দরবারে) তাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হয়।" *(আহমাদ, মুসলিম ৯৪৭নং, তিরমিযী, নাসাঈ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১২০৯নং)*

তিনি আরো বলেন,

« مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ ».

"কোন মুসলিম মারা গেলে তার জানাযায় যদি ৪০ জন এমন লোক নামায পড়ে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক (শির্ক) করেনি, তাহলে আল্লাহ তাদের সুপারিশ তার জন্য কবুল করে নেন।" *(আহমাদ, মুসলিম ৯৪৮নং, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন,

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ ».

"কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার জন্য মুসলিমদের, তিন কাতার লোক জানাযা পড়ে, তাহলে তার জন্য (আল্লাহ জান্নাত) ওয়াজেব করে দেন।" (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।") *(আবু দাউদ ৩১৬৮, তিরমিযী ২৭১৪, ত্বাবারানীর কাবীর ৬৬৫, বাইহাক্বী ৬৬৯৬নং)*

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে সকলের অধিকার আদায় করার তাওফীক দাও এবং প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুসলিমকে ক্ষমা করে দাও। আমীন।